Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৫ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০০২

Contents

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
جلد: ٥ عدد: ١٠، ربيع الثاني و جمادى الأولى ١٤٢٣هـ/يوليو ٢٠٠٢م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

رب زدنی علما

প্রচ্ছদ পরিচিত ঃ মসজিদুল আক্বছা, জেরুযালেম।

Mothly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writes of home and abroad, aiming at establishing a pure islamic society in Banladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ	ঃ	*৪০০০/-*
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	*৩৫০০/-*
তৃতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	*৩০০০/-*
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	ঃ	*২০০০/-*
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	ঃ	*১২০০/-*
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	*৭০০/-*
সাধারণ অর্ধ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	*৩৫০/-*

● স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার ঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/= (ষান্মাষিক ৮০/=)	= = =
এশিয়া মহাদেশ ঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটান ঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তান ঃ	৫৪০/=	৪৭০/-
ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশ ঃ	৮৭০/=	৮০০/=

ভি, পি, পি যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফট বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর ঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি - ১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHRAEEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৫ম বর্ষঃ ১০ম সংখ্যা
রবীঃ ছানী - জুমাঃ উলা ১৪২৩ হিঃ
আষাঢ় - শ্রাবণ ১৪০৯ বাং
জুলাই ২০০২ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক **আত-তাহরীক**
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১।

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

✪ সম্পাদকীয় ০২
✪ দরসে কুরআন ০৩
❒ বায়তুল মুক্বাদ্দাস কাদের?
✪ প্রবন্ধঃ
❒ শামায়েলে মুহাম্মাদী (ছাঃ) ১২
- মুহাম্মাদ হারূন আযীযী নদভী
❒ ফিক্বহ শাস্ত্র ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ১৫
- অনুবাদঃ মুহাম্মাদ শামসুয্যোহা
❒ তওবা ১৮
- রফীক আহমাদ
✪ সাময়িক প্রসঙ্গ ঃ ২১
❒ সন্ত্রাসঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট
- মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান
✪ ছাহাবা চরিতঃ ২৫
❒ হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ)
- নূরুল ইসলাম
✪ নবীনদের পাতাঃ ২৮
❒ ইসলামের দৃষ্টিতে রোগ ও তার প্রতিকার
- মুহিব্বুর রহমান হেলাল
✪ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ ৩০
❒ কারূনের সম্পদ ধ্বংসের কাহিনী
- আবদুল ওয়াদূদ
✪ চিকিৎসা জগৎঃ ৩১
❒ স্ট্রোক প্রতিরোধে করণীয়
✪ ক্ষেত-খামারঃ ৩৩
❒ বর্ষাকালে গবাদিপশুর সংক্রামক রোগ এবং তার প্রতিকার
❒ বন্যা কবলিত এলাকায় ভাসমান বীজতলা তৈরী
✪ কবিতা ৩৪
✪ সোনামণিদের পাতা ৩৫
✪ স্বদেশ-বিদেশ ৩৭
✪ মুসলিম জাহান ৪১
✪ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪২
✪ সংগঠন সংবাদ ৪৩
✪ প্রশ্নোত্তর ৪৮

Contents

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

রক্তঝরা কাশ্মীর, নিষ্পিষ্ট গুজরাট ও জেনিনঃ মুসলিম বিশ্বের নীরবতা ও অমুসলিম বিশ্বের কপটতার মাঝখানে

ভারতের গুজরাটে ও ফিলিস্তীনের জেনিন উদ্বাস্তু শিবিরের মুসলিম জনগোষ্ঠী ইতিহাসের বর্বরতম নিষ্ঠুরতার শিকার হ'ল। আধুনিক মিডিয়া এই দুই জনপদে মনুষ্যরূপী পশুদের অবিশ্বাস্য হিংস্রতার বিস্তারিত রেকর্ড জগদ্বাসীর সম্মুখে উদ্ভাসিত করে দিল। নির্যাতিত ও নিষ্পিষ্ট মানবতার কাতর আর্তনাদ হৃদয়বান মানুষের অন্তরস্পর্শ করল। ধিক্কার দিল নামধারী বিশ্বনেতাদের পশুসুলভ আচরণকে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ হয়তবা এটাকে তাক্বদীরের লিখন বলে সান্ত্বনা খুঁজে নিলেন। অপরপক্ষে ইহুদী-খৃষ্টান ও তাদের সহযোগী অমুসলিম জোট দেখেও না দেখার ভান করে রইল। 'চোরকে চুরি করার ও মহাজনকে সাবধান থাকার' কপট নীতির অনুশীলনে পারদর্শী এইসব বিশ্বনেতারা হয়তবা সান্ত্বনা পেয়েছেন এই ভেবে যে, যারা মরছে ওরা 'মুসলমান'। ওরা মানুষ নয়, ওরা মৌলবাদী, ওরা জঙ্গীবাদী, ওরা সন্ত্রাসী। তাই ওদের সংখ্যা ভূপৃষ্ঠে যত কমে, তত ভাল।

বিভিন্ন কারণে মানুষ অনেক সময় অন্যায়কে ন্যায় বলে চালিয়ে দেয়। দল ও রাষ্ট্র নেতারাও এর ব্যতিক্রম নন। কিন্তু বিশ্বের ১৯২টি রাষ্ট্রের দু'একজন বাদে প্রায় সকল নেতাই যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিন্ন সুরে কথা বলতে পারেন, এটা সম্ভবতঃ ইতিহাসের একটি নতুন অভিজ্ঞতা। গুজরাট ও ফিলিস্তীনের সাম্প্রতিক গণহত্যা এবং ইতিপূর্বে সংঘটিত বসনিয়া, চেচনিয়া, কসোভো, সোমালিয়া প্রভৃতি দেশের গণহত্যাগুলি যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত না হয়ে অন্যদের বিরুদ্ধে হ'ত, তাহ'লে হয়তবা বিশ্ববিবেক চুপ করে থাকত না। কিন্তু একথা কে বুঝাবে যে, মুসলমানেরাও মানুষ। তাদেরও রয়েছে আত্মরক্ষার অধিকার।

কাশ্মীরে ভারত যে দখলদার শক্তি, একথা একটা শিশুও বুঝে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাগুলি নিয়ে 'পাকিস্তান' গঠিত হয়। সে হিসাবে কাশ্মীর নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের অংশীভূত। কিন্তু কাশ্মীরী বংশোদ্ভূত জওয়াহের লাল নেহরু এটা মানতে না পেরে রাতারাতি সৈন্য পাঠিয়ে রাজ্যটির বৃহদাংশ দখল করে নেন। সেই থেকে শুরু হ'ল অধিকৃত কাশ্মীরে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের মুক্তি সংগ্রাম। কাশ্মীরী মুজাহিদদের এই মুক্তিযুদ্ধকে এখন বলা হচ্ছে 'সন্ত্রাস' ও 'জঙ্গী তৎপরতা'। যদি এরা সন্ত্রাসী হয়, তবে এদেরকে সন্ত্রাসী বানিয়েছে হানাদার ভারত। আর স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে দখলদার শক্তি চিরকাল 'সন্ত্রাসী' বলেই অভিহিত করেছে। যেমন করেছিল দখলদার বৃটিশরা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিপুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ক্ষুদিরাম, তীতুমীর, শরীয়তুল্লাহ, সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী, শাহ ইসমাঈল শহীদ, মাওলানা বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে। জাতিসংঘে প্রস্তাব পাস হ'ল কাশ্মীরে গণভোটের। কিন্তু ভারত তা মানলো না। কারণ তারা ভালভাবেই জানে যে, গণভোটের ফলাফল ভারতের বিরুদ্ধে যাবে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সোল এজেন্ট ইঙ্গ-মার্কিন চক্র ভারতকে নগ্ন সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। বৃহৎ শক্তিবলয়ের প্রায় সকল দেশ মুজাহিদদের সমর্থন ও আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাস বন্ধের জন্য পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। অথচ একটি দেশও কাশ্মীরীদের আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকারের ন্যায়সঙ্গত দাবী মেনে নেওয়ার জন্য ভারতকে চাপ দিচ্ছে না। ফলে ভারত এখন বলছে 'কাশ্মীর বলে কোন সমস্যা নেই'। পরিণামে হয়ত দেখা যাবে যে, আল্লাহ চাহে তো এই শতাব্দীতেই কাশ্মীর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

গত ২৮ শে ফেব্রুয়ারী থেকে সংঘটিত গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য ভারত সরকার ও ক্ষমতাসীন বিজেপি কাউকে দোষারোপ করার ছুঁতো খুঁজে পায়নি। গোধরায় রেলওয়ে কম্পার্টমেন্টে অগ্নিসংযোগের জন্য মুসলমানদের দায়ী করা হয়েছে কোনরূপ নিরপেক্ষ তদন্ত ছাড়াই, স্রেফ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ঐ এলাকায় মুসলিম গণহত্যা চালানোর পূর্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের স্বার্থে অজুহাত সৃষ্টির জন্য। দেশী-বিদেশী প্রতিটি মানবাধিকার সংগঠন এবং কয়েকটি বিদেশী দূতাবাসের নিজস্ব চ্যানেলে পরিচালিত তদন্তে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, গুজরাটে মুসলিম গণহত্যা ছিল সরকারীভাবে পূর্ব পরিকল্পিত। ওয়াশিংটন ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন 'হিউম্যান রাইট্স ওয়াচ' তার ৭৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী রিপোর্টে বলেছে যে, স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষের দেওয়া ভোটার তালিকা ও মুসলিম মালিকানাধীন খতিয়ান দেখে দেখে উগ্র হিন্দুরা মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালিয়েছে'। এমনকি ভারতীয় পত্র-পত্রিকায়ও গুজরাট সরকারের ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে এবং সেখানকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গুজরাটের বিজেপি দলীয় প্রাদেশিক সরকারের আশু পদত্যাগ দাবী করেছে। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 'সানন্দা' ১৫ই এপ্রিল সংখ্যায় ৮ মাসের গর্ভবতী এক মুসলিম মায়ের পেট চিরে বাচ্চা বের করে টুকরো টুকরো করা, মুসলিম মহিলাকে পুলিশ কর্তৃক দাঙ্গাবাজদের হাতে তুলে দেওয়া ও তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা, এক পরিবারের ১৯ জনের সবাইকে পুকুরের পানি বিদ্যুতায়িত করে সেখানে নিক্ষেপ করে হত্যা করা ইত্যাকার লোমহর্ষক অশ্রুতপূর্ব বর্বরতার ঘটনাবলী তুলে ধরা হয়েছে। প্রখ্যাত ভারতীয় লেখক অরুন্ধতি রায় গুজরাটের মুসলিম গণহত্যাকে হিটলারের নাৎসী বাহিনীর গণহত্যার সাথে তুলনা করেছেন।

গুজরাট পরিস্থিতিতে দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্টে জর্জরিত ভারতীয় নেতারা নিজেদের সন্ত্রাসী চেহারা ঢাকার জন্য ও গুজরাট ট্রাজেডী থেকে বিশ্বের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন এবং মার্কিন উপ সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর গত ১৪ই মে ভারত সফরের প্রাক্কালে তড়িঘড়ি শ্রীনগরে ভারতীয় সেনাঘাঁটিতে বোমা হামলা করে নারী-শিশু সহ কিছু নিরপরাধ বনু আদমকে হত্যা করে প্রমাণ করতে চান যে, এসবই কাশ্মীরী মুসলিম জঙ্গীদের কাজ। তারপর এটাকে ইস্যু করে তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সারা দেশে যুদ্ধের সাজ সাজ রব তুলে দেয়, এমনকি পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকিও দেয়। মজার কথা এই যে, বোমা হামলাকারী ৩ জনের কেউ বাঁচেনি। যেমন বিগত ২২ শে ডিসেম্বরে ভারতীয় পার্লামেন্টে হামলাকারী ৬ জন বন্দুকধারীর কেউ বাঁচেনি। যাতে আসল তথ্য কখনোই ফাঁস হবার সুযোগ না থাকে। দুর্ভাগ্য এই যে, বিশ্ব বিবেক এত ভোঁতা হয়ে গেছে যে, ভারত যা বলছে, তারা তাই বিশ্বাস করছে। একটি দেশও আসল কথা বলছে না। যত দোষ মুসলমানদের। তারাই সন্ত্রাসী, তারাই জঙ্গীবাদী। অথচ বিজেপির মূল দল হিন্দু মৌলবাদী আরএসএস, বজরং ইত্যাদি সংগঠনগুলিকে, যাদের উত্থিত কৃপাণ-ত্রিশূলে মুসলিম গণহত্যার ছবি সকল পত্র-পত্রিকায় আসছে তাদেরকে কেউ সন্ত্রাসী বলছে না। বর্তমান বিজেপি সরকারের মূল কলকাঠি যাদের হাতেই সমর্পিত।

ভারতের মুসলিম নাগরিকদের উপর নিয়মতান্ত্রিক নির্যাতন, কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার প্রত্যাখ্যান ও কাশ্মীরী মুজাহিদদের সাহায্য দানের অভিযোগ এনে পাকিস্তানকে যুদ্ধে উস্কে দেওয়া ইত্যাদির সাথে ইসরাঈলের ফিলিস্তীনী নির্যাতন, তাদের জন্মগত অধিকার হরণ এবং তাদেরকে সাহায্য দানের অভিযোগ এনে প্রতিবেশী আরব দেশগুলিকে যুদ্ধে উস্কে দেওয়া ইত্যাদির স্পষ্ট মিল রয়েছে। ভারত ও ইসরাঈলের এই কৌশলগত মিল কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘ দিন যাবৎ দু'দেশের সামরিক গোয়েন্দাদের যৌথ পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ডের ফল। এমনকি ইসরাঈল ভারতের কাছে ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী অস্ত্র বিক্রির মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বকে এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে যে, তারা যদি এ ধরনের কোন অপ্রচলিত অস্ত্র তৈরীর চেষ্টা করে, তবে তাদের সে চেষ্টা যেকোন মূল্যে ব্যর্থ করে দেওয়া হবে। আমেরিকাও এই অস্ত্র বিক্রিতে সম্মত ছিল। হিন্দু-ইহুদী জোটের এই অপতৎপরতার মূল লক্ষ্য স্রেফ কাশ্মীরীদের দমন করা নয়, বরং তাদের লক্ষ্য ভারতের বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করা। যেমন তাদের লক্ষ্য ফিলিস্তীনকে মুসলিমশূন্য করা এবং এ ব্যাপারে তারা ইতিমধ্যে অনেকটা সফলও হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের আলস্য নিদ্রা ভাঙবে কি? আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স.স.)

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

বায়তুল মুক্বাদ্দাস কাদের?

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

سُبْحَانَ الَّذِىْ أَسْرَى بِعَبْدِه لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

অনুবাদঃ মহাপবিত্র সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্বছা পর্যন্ত, যার চতুর্দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত প্রদান করেছি, যাতে আমি কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিতে পারি। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শ্রবণকারী ও দর্শনকারী' *(ইস্রা ১)*।

'আল-আক্বছা' অর্থ 'দূরত্বের শেষ প্রান্ত'। এটা বলার কারণ হ'লঃ কা'বা গৃহ হ'তে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দূরত্বের কারণে অথবা এর পরে আর কোন ইবাদত গৃহ না থাকার কারণে অথবা এটি যাবতীয় নাপাকী ও অপকর্ম হ'তে পবিত্র হবার কারণে'।[১] **প্রিয় পাঠক!** আগামীতে মি'রাজের আলোচনায় আমরা আয়াতের বিস্তারিত দরস পেশ করব আশা করি। আজকের আলোচনা স্রেফ 'আল-মসজিদুল আক্বছা' বা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপরেই সীমাবদ্ধ রাখব। কেননা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মহান ফযীলতের কারণেই এর তত্ত্বাবধান ও উত্তরাধিকারের মর্যাদা লাভের লড়াই চলছে আন্তর্জাতিক ইহুদী-খৃষ্টান জোট ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে। আমরা এখানে কেবলমাত্র কুরআন, হাদীছ ও ইতিহাস থেকেই আলোচনা পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

মসজিদুল আক্বছার ফযীলত সমূহঃ

মসজিদুল আক্বছা এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাস অসংখ্য ফযীলত ও বরকতের দাবীদার। মসজিদুল আক্বছা বলতে স্রেফ মজিদকে বুঝায় এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাস বলতে মসজিদ সংলগ্ন পুরা এলাকাকে বুঝায়। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। যার কিছু নিম্নে বর্ণিত হ'লঃ

১. পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় মসজিদঃ মসজিদুল হারামের পরে ২য় মসজিদ হিসাবে বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মিত হয়। এ সম্পর্কে হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, পৃথিবীর সর্বপ্রথম নির্মিত মসজিদ কোনটি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, মসজিদুল হারাম (কা'বা গৃহ)। রাবী জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোনটি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, মসজিদুল আক্বছা। অতঃপর রাবী জিজ্ঞেস করলেন, দু'টির মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ৪০ বছর। অতঃপর সারা পৃথিবী তোমার জন্য সিজদার স্থান। অতএব যেখানেই ছালাত তোমাকে পাবে (অর্থাৎ ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে যাবে), সেখানেই তুমি ছালাত আদায় করবে।[২]

২. মুসলমানদের সর্বপ্রথম ক্বিবলাঃ প্রথমে মসজিদুল আক্বছা ১৬ কিংবা ১৭ মাস যাবৎ মুসলমানদের ক্বিবলা হিসাবে নির্ধারিত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে কা'বাকে স্থায়ীভাবে ক্বিবলা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। বুখারী ও মুসলিমে হযরত বারা ইবনে অযেবের বর্ণনায় এসেছে, রাবী বলেন, 'আমি অল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে ১৬ কিংবা ১৭ মাস যাবৎ মসজিদুল আক্বছার দিকে ক্বিবলা হিসাবে ছালাত আদায় করেছিলাম। অতঃপর আমরা কা'বার দিকে ছালাত আদায় করা শুরু করলাম'।[৩]

৩. বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও তার পার্শ্বভূমি বরকতময় স্থানঃ এটি ঐ স্থানের মসজিদ যে স্থানকে আল্লাহ তা'আলা 'বরকতময়' বলে অভিহিত করেছেন *(ইস্রা ১)*। বলা হয়ে থাকে যে, মসজিদুল আক্বছার সুমহান মর্যাদার জন্য এই আয়াতটিই যথেষ্ট যদি তার অন্য কোন ফযীলতও ন থাকত। নিশ্চয়ই মসজিদুল আক্বছা সর্বব্যাপী বরকতে পরিপূর্ণ। কেননা তার চতুষ্পার্শ্বই যদি বরকতময় হয়, তবে তার নিজস্ব মর্যাদা নিশ্চয়ই দ্বিগুণ। তার বিভিন্ন মর্যাদার একটি হ'ল মসজিদুল হারাম এবং মসজিদুন নববী পরেই তার স্থান। এখানে ধর্মীয় বরকত হ'লঃ বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও তার পার্শ্ববর্তী স্থান পূর্ববর্তী বহু নবীর কিবলা, বাসস্থান ও সমাধিস্থল। বলা বাহুল্য যে,নবীদের বাসস্থান ও সমাধিস্থান শারঈ দৃষ্টিতে মোটেই বরকতের কারণ নয়। জাগতিক বরকত হ'লঃ শামের উর্বর ভূমি, ঝর্ণা, নদ-নদী, ফল-ফসলের বাগানাদি ইত্যাদি।

৪. নবী (ছাঃ)-এর ভ্রমণ স্থলঃ 'ইসরা' তথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 'মি'রাজ' শুরু হয়েছিল মসজিদুল হারাম হ'তে মাসজিদুল আক্বছা পর্যন্ত সফরের মাধ্যমে। এর ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুই ক্বিবলার মর্যাদা ও সম্মান এবং পরিদর্শনের সৌভাগ্য একত্রে অর্জন করেন। মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, (মি'রাজকালীন সময়ে) আমার নিকটে 'বোরাক্ব' আনা হ'ল, যা সাদা রংয়ের গাধার চেয়ে বড় ও খচ্চরের চেয়ে ছোট একটি পশু সদৃশ। সে তার দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে পা রাখত। আমি তাতে

১. *ফাৎহুলবারী ৬/৪৭০।*

২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৩, 'ছালাত' অধ্যায় 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ।*

৩. *বুখারী 'ছালাত' অধ্যায় 'ক্বিবলার দিকে মুখ ফিরানো' অনুচ্ছেদ, পৃঃ ৫৭, হা/৩৯৯; মুসলিম 'ছালাতের স্থান সমূহ' অধ্যায়, 'ক্বিবলা পরিবর্তন' অনুচ্ছেদ, হা/৫২৫।*

আরোহন করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে এসে পৌঁছলাম এবং নবীগণ যে স্থানে তাদের সওয়ারী বাঁধতেন, আমিও আমার বাহনকে সেখানে বাঁধলাম।.. অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করে আমি দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলাম। অতঃপর বের হ'লাম। এমন সময় জিব্রীল এক পাত্রে দুধ ও এক পাত্রে মদ নিয়ে আমার কাছে এলেন। আমি দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলাম। তখন জিব্রীল বললেন, আপনি ফিৎরাতকে অর্থাৎ স্বভাবধর্ম ইসলামকে গ্রহণ করেছেন।[৪]

৫. হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রার্থিত স্থানঃ মূসা (আঃ) তাঁর মৃত্যুর সময়ে বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও আল-কুদস ভূখন্ডের মর্যাদা ও সম্মানের কারণে মহান আল্লাহ্র নিকটে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নিকটবর্তী স্থানে তাঁকে মৃত্যুদানের প্রার্থনা করেছিলেন। বুখারী শরীফে মারফু' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নিকটে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্বের মধ্যে তাকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নিকটবর্তী করার জন্য প্রার্থনা করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যদি আমি সেখানে থাকতাম তবে তোমাদেরকে পথের পার্শ্বে একটি লোহিত বালির ঢিবির নীচে তাঁর কবরটি দেখাতাম'।[৫] ইমাম নববী বলেন, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রার্থনার কারণ ছিল, فلشرفها و فضيلة من فيها من الد فونين من الأنبياء وغيرهم 'এই স্থানের বিশেষ সম্মান এবং কবরস্থ নবীগণের ও অন্যান্যদের বিশেষ মর্যাদা'।[৬]

৬. বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজিত হবার সুসংবাদঃ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুআতের একটি নিদর্শন ছিল এই যে, তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজিত হবার আগাম সুসংবাদ দিবেন। হযরত 'আওফ ইবনে মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, তাবুক যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গী ছিলাম। তিনি চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, ক্বিয়ামতের পূর্বের ছয়টি নিদর্শনকে তুমি গণনা করে রাখঃ (১) আমার ওফাত (২) বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয় (৩) ব্যাপক মহামারী, যা তোমাদেরকে বকরীর মড়কের ন্যায় আক্রমণ করবে (৪) ধন-সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে,কোন ব্যক্তিকে একশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করলেও সে (তাকে নগণ্য মনে করে) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে (৫) এমন এক ফিৎনা দেখা দিবে, যা আরবের প্রতিটি ঘরেই প্রবেশ করবে (৬) অতঃপর রোমকদের সাথে তোমাদের একটি সন্ধি চুক্তি হবে, যা পরে তারা ভঙ্গ করবে ও তোমাদের বিরুদ্ধে ৮০টি পতাকা নিয়ে মুকাবিলায় আসবে। প্রত্যেক পতাকার অধীনে ১২,০০০ হাযার সৈন্য থাকবে'।[৭]

৭. ধর্মীয় তীর্থকেন্দ্রঃ বিদ্বানগণ মসজিদুল আক্বছা যিয়ারত ও সেখানে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করাকে পসন্দনীয় বলে ঘোষণা করেছেন। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘোষিত বরকতপূর্ণ ভ্রমণের তিনটি স্থানের মধ্যে মসজিদুল আক্বছা হ'ল তৃতীয়। পৃথিবীর সকল মসজিদের উপরে এই তিনটি মসজিদের বিশেষ মর্যাদা নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়। হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ধর্মীয় ভ্রমণ তিনটি স্থান ব্যতীত বৈধ নয়। (১) মসজিদুল হারাম (২) মসজিদুন নববী (৩) মসজিদুল আক্বছা'।[৮]

৮. ছালাতে বহুগুণ নেকী পাওয়ার স্থানঃ হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে পরস্পর আলোচনা করছিলাম যে, মসজিদে নববী উত্তম না বায়তুল মুক্বাদ্দাস উত্তম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করলেন, আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা বায়তুল মুক্বাদ্দাসে চার ওয়াক্ত ছালাত আদায় করার সমান। কতইনা উত্তম মুছাল্লা ওটি! অতি শীঘ্র লোকেদের জন্য ঘোড়ার রশির ন্যায় রাস্তা হবে, যেখান থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস দেখা যাবে, যা তার জন্য সমগ্র দুনিয়ার চাইতে উত্তম হবে। রাবী বলেন, অথবা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তার জন্য উত্তম হবে সমগ্র দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছুর চাইতে'।[৯]

৯. এখানে ছালাত আদায়ের বিশেষ ফযীলতঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আছ হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যখন সুলায়মান বিন দাঊদ (আঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করলেন, তখন তিনি তিনটি বিষয়ে মহান আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করলেন (১) এমন শাসন, যার তুলনীয় কোন শাসন হবে না (২) এমন রাজত্ব, যা তাঁর পরে অন্য কারু জন্য সম্ভব হবে না (৩) শুধুমাত্র ছালাত আদায়ের জন্য যদি কেউ এ মসজিদে প্রবেশ করে, তবে সে গোনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন সে তার মায়ের গর্ভ থেকে (নিষ্পাপ) বের হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রথম দু'টি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল এবং আমি আশা করি তৃতীয়টিও দেওয়া হয়েছে'।[১০]

১০. হক্বপন্থী দলের আশ্রয়স্থলঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল চিরকাল হক্ব -এর উপরে কায়েম থাকবে। তারা তাদের দুশমনদের উপরে বিজয়ী থাকবে ভোজের সময় ব্যবহৃত পাত্রের ন্যায়। এমন অবস্থায় তাদের উপর আল্লাহ্র নির্দেশ (ক্বিয়ামত) এসে যাবে। ছাহাবীগণ বললেন, তারা কোথায়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পার্শ্বভূমিতে'।[১১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, শামকে তোমাদের আশ্রয়স্থল করে নাও, নিশ্চয়ই তা আল্লাহ তা'আলার দেশ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

---

৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬৩ 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ।*
৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭১৩ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায় 'সৃষ্টির সূচনা ও নবীদের আলোচনা' অনুচ্ছেদ।*
৬. *মুসলিম, নববী সহ ২/২৬৭ পৃঃ 'ফযীলত সমূহ' অধ্যায়।*
৭. *বুখারী 'জিহাদ' অধ্যায় পৃঃ ৪৫০।*
৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৩, 'ছালাত' অধ্যায়, 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ।*
৯. *হাকেম ফিৎনা সমূহ ও যুদ্ধবিগ্রহ' অধ্যায়, হা/২৬১, যাহাবী ও আলবানী একে ছহীহ বলেছেন।*
১০. *ছহীহ নাসাঈ হা/৬৬৯ 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়; 'মসজিদুল আক্বছা ও সেখানে ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৪০৮।*
১১. *ত্বাবারাণী কাবীর, আলবানী একে ছহীহ বলেছেন, ছাহীহাহ হা/১৯৫৭।*

সেখানে তাঁর সেরা বান্দাগণ বসবাস করে'।[১২] তিনি বলেন, যখন শামের অধিবাসীরা বিনষ্ট হয়ে যাবে, তখন তোমাদের মধ্যে আর কোন কল্যাণ থাকবে না। আমার উম্মতের মধ্যে চিরকাল একটি দল থাকবে সাহায্য প্রাপ্ত। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমন সময় ক্বিয়ামত এসে যাবে'।[১৩]

১১. হাশর-নশরের কেন্দ্রভূমিঃ বায়তুল মুক্বাদ্দাস এমনই এক ভূমি যেখানে ক্বিয়ামতের দিন বান্দাগণ একত্রিত হবে। আর এখানেই তাদের 'আলমে বারযাখ' হ'তে পূনরুত্থান ঘটবে। হযরত মায়মূনা বিনতে সা'দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিপালন কারীনী) বলেন, হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)! আমাদেরকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস সম্পর্কে কিছু অবহিত করুন। তিনি উত্তরে বললেন, ওটাই হ'ল হাশর ও নশরের স্থান।[১৪]

মসজিদুল আক্বছা কে নির্মাণ করেছেন?

বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও মসজিদুল আক্বছার ইতিহাস আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত নবীদের দীর্ঘ ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। অনুরূপভাবে তা ফিলিস্তীন বিজয়ী খুলাফায়ে রাশেদীন ও ছাহাবায়ে কেরামের সাথে জড়িত। যেমন তা জড়িত রয়েছে বিভিন্ন ইসলামী, ইলমী ও জিহাদ আন্দোলনের সাথে।

প্রথম নির্মাণঃ

ইমাম বুখারী (রহঃ) ছাহাবী আবু যর গিফারী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, পৃথিবীতে কোন্ মসজিদ সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছে? তিনি বললেন, মসজিদুল হারাম (কা'বা গৃহ)। আমি বললাম, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন, মসজিদুল আক্বছা। আমি বললাম, দু'টির নির্মাণকালের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত? তিনি বললেন, ৪০ বছর। অতঃপর যেখানে তোমাদের ছালাতের স্থান হয়ে যায়, সেখানেই ছালাত আদায় কর। কেননা তার মধ্যেই রয়েছে অনুগ্রহ'।[১৫]

উপরোক্ত হাদীছে একথা নেই যে, কে প্রথম মসজিদুল আক্বছা নির্মাণ করেছেন। তবে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, বায়তুল মুক্বাদ্দাস পৃথিবীর প্রাচীনতম মসজিদ, যা তাওহীদের আক্বীদার সাথে যুক্ত এবং মক্কা মুকাররামায় প্রতিষ্ঠিত মসজিদুল হারামের পরে নির্মিত এবং এই মসজিদদ্বয়ের নির্মাণকালের ব্যবধান হ'ল ৪০ বৎসর।

(ক) আদম (আঃ) কর্তৃক নির্মিতঃ

কুরতুবী স্বীয় তাফসীর আল-জামি' লি আহকামিল কুরআনে (৪/১৩৮) বলেন, প্রথম কে বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ করেন, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। অতঃপর বর্ণিত হয়েছে যে, প্রথম কা'বা নির্মাণ করেন আদম (আঃ)। তার ৪০ বছর পরে আদমের কোন সন্তান কর্তৃক বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মিত হওয়া সিদ্ধ হ'তে পারে এবং এটিও সিদ্ধ হ'তে পারে যে, উক্ত নির্মাণের পরে ফিরিশতাগণও আল্লাহ্র হুকুমে পুনরায় নির্মাণ করে থাকতে পারেন। সবকিছুরই সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ফৎহুল বারী ভাষ্য গ্রন্থে 'আহাদীছুল আম্বিয়া' বা নবীদের কাহিনী অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেন যে, বায়তুল মুক্বাদ্দাস প্রথম নির্মাণ করেন হযরত আদম (আঃ)। কথিত আছে যে, ফিরিশতাগণ অথবা নূহের পুত্র শাম অথবা ইয়াকূব (আঃ) বা অনুরূপ অন্য কেউ। তবে আমি যে সমস্ত তথ্য পেয়েছি তা সাক্ষ্য দেয় ও শক্তিশালী করে ঐ ব্যক্তির কথাকে যিনি বলেছেন, হযরত আদম (আঃ) উভয় মসজিদ প্রথম নির্মাণ করেছেন। ইবনু হিশাম 'কিতাবুত তীজান' -এর মধ্যে উল্লেখ করেন, আল্লাহপাক যখন কা'বা নির্মাণ করেন, তখন তাকে নির্দেশ দেন বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে ভ্রমণ ও তা নির্মাণ করার জন্য। অতঃপর তিনি তা নির্মাণ করেন এবং সেখানে কুরবানী করেন এবং আদম কর্তৃক নির্মাণ করার কথাটাই অধিক প্রসিদ্ধ'।[১৬]

(খ) ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক নির্মাণঃ

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ফৎহুল বারীর (৬/৪৭০) মধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, ইবনুল জাওযী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বর্ণিত '৪০ বছর' -এর বিষয়ে সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা ইবরাহীম (আঃ) মসজিদুল হারাম নির্মাণ করেছেন এবং সুলায়মান (আঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ করেছেন। উভয়ের মধ্যে হাযার বছরের উর্ধ্বে সময়ের ব্যবধান ছিল। অতঃপর ইবনুল জাওযী (রহঃ) এই সমস্যার সমাধান দিয়েছেন এভাবে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর এ কথার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে মসজিদের প্রথম ভিত্তি স্থাপন ও প্রথম নির্মাণের প্রতি। ইবরাহীম (আঃ) প্রথম কা'বা নির্মাণ করেননি বা সুলায়মান (আঃ) প্রথম বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ করেননি। অতঃপর ইবনুল জাওযী বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথম ব্যক্তি যিনি কা'বা নির্মাণ করেন তিনি হ'লেন আদম (আঃ)। অতঃপর তাঁর সন্তানেরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েন। অতএব এটাই স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, তাদের কেউ বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ করে থাকবেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) কা'বা নির্মাণ করেন, যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে মুফাসসির ইমাম কুরতুবী বলেন, হাদীছ এ কথা বলে না যে, ইবরাহীম ও সুলায়মান (আঃ) উপরোক্ত দু'টি মসজিদের ভিত্তি দান করেছেন। বরং এটা ছিল সংস্কার বা পুনর্নির্মাণ। কেননা এ দু'টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঐ দু'জন ব্যতিরেকে অন্য কেউ।

অধিকাংশ মুফাসসির উল্লেখ করেন যে, ইবরাহীম (আঃ) মসজিদুল আক্বছা নতুনভাবে নির্মাণ করেন ও এটিকে

---

১২. *ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে' হা/৪০৭০।*
১৩. *ইবনু মাজাহ, আলবানী ছহীহুল জামে' হা/৭২৯২।*
১৪. *ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৪০৮ 'ছালাত কায়েম করা অধ্যায়', 'বায়তুল মুক্বাদ্দাসে ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ।*
১৫. *বুখারী 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায় পৃঃ ৪৭৭, হা/৩৩৬৬।*
১৬. *বুখারী ফৎহ সহ, হা/৩৩৭১-এর ভাষ্য ৬/৪৭১।*

প্রতিষ্ঠা করেন, যাতে এটি তার পুত্রগণ এবং বংশধরদের মধ্যে যারা তাঁর রিসালাত ও দা'ওয়াতের উপরে বিশ্বাসী হবে সেইসব মুসলিম উম্মতের জন্য মসজিদ হয়।

মসজিদুল আক্বছা ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের ইমামতির দায়িত্ব ইবরাহীম (আঃ)-এর নেককার বংশধরদের মধ্যে চিরকাল ছিল। ইবনু কাছীর 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ' ইতিহাস গ্রন্থে (১/১৮৪) বলেন, ইবরাহীম (আঃ)-এর নির্মিত ইমারত জীর্ণ হওয়ার পরে ইয়াকূব ইবনে ইসহাক (আঃ)-এর সময় উক্ত মসজিদ পুনর্নির্মাণ করা হয়। শিহাবুদ্দীন আল-মাক্বদেসী 'মুছীরুল গারাম' (১৩৪ পৃঃ) বলেন, এটি ছিল পুনর্নির্মাণ।

(গ) সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক নির্মাণঃ

মুসলমানদের নিকটে বিশ্বস্ত শারঈ প্রমাণাদির মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত কথা যে, সুলায়মান (আঃ) মসজিদুল আক্বছা নির্মাণ করেছেন এবং সুলায়মানের নির্মাণ ছিল পুনর্নির্মাণ ও ইবাদতের জন্য প্রশস্তকরণ ক্রিয়া। এটি প্রথম নির্মাণ ছিল না। নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ প্রমুখ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর প্রমুখাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, সুলায়মান ইবনে দাঊদ বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ শেষে তিনটি বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকটে প্রার্থনা করেন'...।[১৭] নববী শরহে মুসলিমে বলেন, বর্ণিত হয়েছে যে, দু'টি মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা হ'লেন আদম (আঃ) এবং এর মাধ্যমে এই সন্দেহ নিরসন হওয়া সম্ভব হয় যে, ইবরাহীম (আঃ) মসজিদুল হারাম নির্মাণ করেছিলেন এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাস সুলায়মান (আঃ) নির্মাণ করেছিলেন। উভয়ের নির্মাণকালের মধ্যে ব্যবধান ছিল ৪০ বছর। অতএব এটি নিঃসন্দেহ যে, তাঁরা উভয়েই ছিলেন পুনর্নির্মাণকারী।

কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে বলেন, সূরায়ে বাক্বারাহ ১২৭ আয়াত وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، 'যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহর দেওয়াল উঁচু করলেন' এবং নাসাঈ সংকলিত পূর্বে বর্ণিত হাদীছ এ কথা প্রমাণ করে না যে, ইবরাহীম ও সুলায়মান (আঃ) দুই মসজিদের নির্মাণ কাজের সূচনা করেছিলেন। বরং তাদের এ কাজটি ছিল পুনর্নির্মাণ, যার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাঁদের ব্যতীত অন্যের হাতে'। ইমাম বাগাভী স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'বিদ্বানগণ বলেন, বায়তুল মুক্বাদ্দাস সুলায়মান নির্মিত বুনিয়াদের উপরেই ছিল যতদিন না 'বখত নছর' এখানে যুদ্ধ পরিচালনা করে। অতঃপর নগরী ধ্বংস করে ও দেয়াল ধ্বসিয়ে দেয় এবং মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মসজিদের ছাদে ও দেয়ালের সোনা, রূপা, হীরা ও মণি-মুক্তাসমূহ লুট করে সে ইরাকে তার রাজধানীতে নিয়ে যায়।

পূর্বের আলোচনায় পরিস্ফুট হয়ে গেছে যে, সুলায়মান (আঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাসে যা কিছু করে গিয়েছিলেন, তা কথিত 'হায়কালে সুলায়মান'-এর নির্মাণ কাজ ছিল না। বরং তা ছিল মসজিদুল আক্বছার সংস্কার কার্য। যেমন করেছিলেন মসজিদুল হারামে ইবরাহীম (আঃ)। অতএব এটি ছিল সুলায়মান, মূসা, ইয়াকূব ও ইবরাহীম আলাইহিমুস সালাম-এর পূর্বের ঘটনা, যাতে এটি মুসলিম উম্মাহ্র সকলের মসজিদ হিসাবে গণ্য হয়।

এক নযরে বায়তুল আক্বছা

(১) পৃথিবীর দ্বিতীয় মসজিদ (২) এমন একটি স্থান, যার চতুষ্পার্শ্ব জগদ্বাসীর জন্য বরকতময় (৩) অধিকাংশ নবীদের বসবাসের স্থল (৪) শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আসমানী সফর তথা 'ইসরা'-র শেষ প্রান্ত (৫) মি'রাজ তথা উর্ধারোহন শুরুর স্থান (৬) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এখানেই সমস্ত নবীদের ইমামতি করেছেন (৭) এটি পৃথিবীর তৃতীয় মসজিদ, যেখানে পুণ্যের উদ্দেশ্যে সফর করার নির্দেশ রয়েছে (৮) এটি পৃথিবীর তৃতীয় মসজিদ, যেখানে ছালাত আদায়ের নেকী অন্যান্য স্থানের তুলনায় বহুগুণ বেশী (৯) এটি মুসলিম উম্মাহ্র প্রথম ক্বিবলা (১০) এখানে দাজ্জালের প্রবেশাধিকার নেই (১১) এটিই হ'ল ক্বিয়ামত তথা হাশর ও নশরের স্থল।

এক নযরে ফিলিস্তীন সমস্যা

বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উত্তরাধিকারী কারা হবে, এই পবিত্র ভূমির কর্তৃত্ব কাদের হবে, এ প্রশ্ন থেকেই ফিলিস্তীন সমস্যার সৃষ্টি। আন্তর্জাতিক ইহুদী-খৃষ্টান জোট বাহির থেকে কিছু ইহুদী এনে এখানে বসিয়ে দিয়ে তাদের মাধ্যমে স্থায়ী মুসলিম নাগরিকদের উৎখাত করে এখন তারা দাবী করছে 'আল-কুদ্স' তাদের। আমরা বলি, (১) আল-কুদ্স আমাদের এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উত্তরাধিকার শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মতের, অন্য কারু নয় (২) ইহুদী-খৃষ্টান-অমুসলিম ঐক্যজোট এর উপরে যবর দখলকারী মাত্র, বৈধ উত্তরাধিকারী নয় (৩) ফিলিস্তীন সমস্যা কেবল ফিলিস্তীনী বা আরবদের নয়, এটি মুসলিম উম্মাহ্র সামগ্রিক সমস্যা, যারা আল্লাহ্কে 'রব' হিসাবে, ইসলামকে 'দ্বীন' হিসাবে ও 'মুহাম্মাদ' (ছাঃ)-কে শেষনবী ও রাসূল হিসাবে বিশ্বাস করেছে।

ফিলিস্তীনে ইহুদীদের সংখ্যা *

সাল	সংখ্যা	সাল	সংখ্যা
৬৩৬ খৃঃ	ছিল না	১৯১৪ খৃঃ	৮৫,০০০
১১৭১ "	১ জন আল-কুদসে	১৯১৮ "	৫৬,০০০
১২৬৭ "	২টি পরিবার "	১৯২২ "	৮৩,০০০
১৫৬০ "	১১৫ জন "	১৯৪৮ "	৭০,০০০
১৬৭০ "	১৫০ " "	১৯৭৬ "	৩,০৫,৭০০
১৮৪৫ "	১২,০০০ সমগ্র ফিলিস্তীনে	১৯৮২ "	৩,৪০,০০০
১৮৮২ "	২৪,০০০ " "	১৯৯০ "	৩,৮০,০০০
১৮৯০ "	৪৭,০০০ " "	১৯৯৮ "	৪,৩০,০০০
১৯০০ "	৫০,০০০ " "		

১৭. *ছহীহ নাসাঈ হা/৬৬৯।*

** বিশ্বস্ত তথ্য সূত্র সমূহের মাধ্যমে গৃহীত।*

ইহুদীদের লক্ষ্যঃ তাদের বর্তমান লক্ষ্য হ'লঃ তারা ফিলিস্তীনকে মুসলিমশূন্য করবে এবং আগামী ২০০৮ সাল নাগাদ মসজিদুল আক্বছা ও মসজিদে কুব্বাতুছ ছাখরা ভেঙ্গে ফেলে সে স্থলে তাদের কল্পিত 'হায়কালে সোলায়মান' নামীয় নিজেদের তৈরী বানোয়াট উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য তাদের ২০টি সংগঠন ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তীনে ছিল ১৩,৫০,০০০ সুন্নী আরব মুসলিম। অতঃপর ইস্রাঈলী সন্ত্রাসের ফলে ১৯৪৯ সালে মাত্র ২,৪৭,০০০ বাদে বাকী সবাই পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশ সমূহে আশ্রয় নেয়। তারা আজও উদ্বাস্তু। অথচ ফিলিস্তীনের স্থায়ী অধিবাসী সহ সকল নাগরিক পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহ থেকে আগত আরব মুসলিম। তারাই বনু ইস্রাঈলের নবীদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। মসজিদুল আক্বছার তলদেশে খননকার্যের ফলে এযাবত যত নিদর্শন বের হয়েছে, সবই ইসলামী স্থাপত্যের নিদর্শন, একটিও ইহুদী নিদর্শন নয়।

ইহুদীরা ধারণা করেঃ

(১) তারা হযরত ইয়াকূব (ইসরাঈল)-এর বংশধর। এজন্যই তারা নিজেদেরকে 'বনু ইসরাঈল' এবং তাদের কথিত রাষ্ট্রকে 'ইসরাঈল' বলে থাকে।

* তাদের এই দাবী মিথ্যা ও প্রতারণা মাত্র। কেননা ইয়াকূব (আঃ) একজন নবী ও মুসলিম ছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَ يَعْقُوْبُ ط يَابَنِىَّ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ– 'এরই অছিয়ত করেছে ইবরাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকূবও যে, হে আমার সন্তানগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলিম না হ'য়ে মৃত্যুবরণ করো না' *(বাক্বারাহ ১৩২)*। এক্ষণে প্রশ্ন হ'লঃ বর্তমান যুগের নামধারী ইহুদীরা কি মুসলমান? তারা কি ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসারী মুসলিম হিসাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে? এমনকি দুনিয়ায় কোন প্রান্তের কোন ইহুদী একথা প্রমাণ করতে পারবে না যে, সে ইয়াকূব (আঃ)-এর বংশধর।

(২) তারা ধারণা করে যে, তারা ইবরাহীম, ইসহাক্ব, ইয়াকূব, দাঊদ, সুলায়মান প্রমুখ নবী, ফিলিস্তীনের উপরে যাঁদের রিসালাত ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাঁদের উত্তরাধিকারী।

* ইহুদীরা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করেছে। তারা আল্লাহ্র উলূহিয়াত ও রবূবিয়াতকে অর্থাৎ তাঁর উপাসনা ও প্রতিপালনে একত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং স্পষ্টভাবেই বলেছে, قَالُوْا سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا 'আমরা শুনলাম এবং অবাধ্যতা করলাম' *(বাক্বারাহ ৯৩, নিসা ৪৬)*। এছাড়াও তারা ওযায়ের (আঃ)-কে আল্লাহ্র পুত্র সাব্যস্ত করেছে *(তাওবাহ ৩০)*। বরং তারা কোন কোন নবীর নামে মদ্যপান, যেনা, হত্যা ইত্যাদি নোংরা তোহমত সমূহ দিয়েছে এবং অসংখ্য নবীকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। ফলে এইসব যুলম-অত্যাচার, ফাসেকী ও কুফরীর কারণে তাদের নেতৃত্ব বিনষ্ট হয়ে গেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهَذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا ط وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ– 'লোকদের মধ্যে যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা, এবং এই নবী (মুহাম্মাদ) ও যারা এই নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্টতম। আর আল্লাহ হচ্ছেন মুমিনদের বন্ধু' *(আলে ইমরান ৬৮)*। আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّ لاَ نَصْرَانِيًّا وَّ لَكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ– 'ইবরাহীম ইহুদী ছিলেন না বা নাছারা ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ 'মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না' *(আলে ইমরান ৬৭)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইবরাহীমের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হ'ল মুসলমানরা, ইহুদী-খৃষ্টানরা নয়।

(৩) তারা ধারণা করে যে, আল্লাহ ইহুদীদেরকে কিন'আনে (ফিলিস্তীনে) বসবাসের ওয়াদা দিয়েছেন।

* আমরা বলি, আল্লাহ পাক আমাদের দ্বীন 'ইসলাম'কে বিশ্বের সর্বত্র সকল দ্বীনের উপরে বিজয়ী করার ওয়াদা দিয়েছেন *(তওবাহ ৩৩, ফাৎহ ২৮, ছফ ৯)* এবং এর মাধ্যমে ওয়াদা দিয়েছেন যে, আল-কুদ্স অবশ্যই মুসলমানদের। মি'রাজের রাত্রিতে বায়তুল্লাহ থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত সফর উক্ত ইঙ্গিত বহন করে। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ একে 'আল-মসজিদুল আক্বছা' বলেছেন, 'হায়কাল' বলেননি। 'মসজিদ' শব্দ দ্বারা মুসলমানদের ইবাদতগৃহ বুঝানো হয়, ইহুদী-খৃষ্টানদের উপাসনাগৃহ নয় এবং আল্লাহ পাক ইবরাহীমের দ্বীনকে 'ইসলাম' নামে ও তার অনুসারীদেরকে 'মুসলিম' নামে অভিহিত করেছেন *(বাক্বারাহ ১২১, হজ্জ ৭৮)*।

আমরা স্বীকার করি যে, এই পবিত্র ভূমিতে ইতিপূর্বে বনু ইস্রাঈলের ঈমানদার লোকেরা বসবাস করত ও সেখানে ইউশা', ত্বালূত এবং দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ)-এর যামানায় পবিত্র ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمِنْ قَوْمِ مُوْسَى أُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُوْنَ– 'মূসা-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে, যারা নিজেরা সত্যের অনুসরণ করে এবং সত্য অনুযায়ী মীমাংসা করে' *(আ'রাফ ১৫৯)*। এই লোকগুলি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের পর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা হৌক বা বনু ইসরাঈলের বারোটি গোত্রের সেই দ্বাদশতম গোত্র হৌক, যারা অপর গোত্র সমূহের

অবাধ্যতায় অতিষ্ঠ হয়ে অন্যত্র সরে পড়েছিল'।[১৮] কিন্তু পরবর্তীতে তাদের বংশধরগণ নেতৃত্ব লাভের শর্ত ভঙ্গ করে আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা বিনষ্ট করে। তারা নাফরমানী ও বিদ্রোহ করে। ফলে আল্লাহ তাদের উপরে অভিসম্পাত করেন এবং এই পবিত্র ভূমিকে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন ও তাদের উপরে বিক্ষিপ্ততা ও নিশ্চিহ্নতার গযব নামিয়ে দেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ ط ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ- 'আর তাদের উপরে আরোপ করা হ'ল লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহ্র রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল। এমন হ'ল এজন্য যে, তারা আল্লাহ্র বিধি-বিধান মানতো না এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তারা নাফরমানী করেছিল এবং তারা সীমা লংঘন করত' *(বাক্বারাহ ৬১)*।

ঘটনা প্রবাহের আলোকে মসজিদুল আক্বছাঃ

প্রথম ঘটনাঃ মসজিদুল আক্বছার সংস্কারক ও নির্মাতা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ওফাতের কিছুদিন পরে সংশ্লিষ্ট প্রথম ঘটনাটি সংঘটিত হয়। বায়তুল মুক্বাদ্দাসের শাসনকর্তা ধর্মদ্রোহিতা ও কুকর্মের পথ অবলম্বন করলে মিসরের জনৈক সম্রাট তার উপর চড়াও হয় এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাসের স্বর্ণ ও রৌপ্যের আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়। কিন্তু নগরী ও মসজিদকে ধ্বংস করেনি।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ এর প্রায় চারশ' বছর পর সংঘটিত হয় দ্বিতীয় ঘটনাটি। বায়তুল মুক্বাদ্দাসে বসবাসকারী কতিপয় ইহুদী মূর্তিপূজা শুরু করে দেয় এবং অবশিষ্টরা অনৈক্যের শিকার হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়। পরিণামে পুনরায় মিসরের জনৈক সম্রাট তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং নগরী ও মসজিদের প্রাচীরেরও কিছুটা ক্ষতিসাধন করে। এরপর তাদের অবস্থার যৎকিঞ্চিত উন্নতি হয়।

তৃতীয় ঘটনাঃ এর কয়েক বছর পর তৃতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়, যখন বাবেল (ইরাক) সম্রাট 'বখত নছর' বায়তুল মুক্বাদ্দাস আক্রমণ করে এবং শহরটি পদানত করে প্রচুর ধন-সম্পদ লুট করে নেয়। সে অনেক লোককে বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং সাবেক শাসক পরিবারের জনৈক ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধিরূপে নগরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করে যায়।

চতুর্থ ঘটনাঃ উপরোক্ত নতুন শাসক ছিল মূর্তিপূজক ও অনাচারী। সে বখতে নছরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে বখত নছর পুনরায় বায়তুল মুক্বাদ্দাস আক্রমণ করে। এবার সে হত্যা ও লুটতরাজের চূড়ান্ত করে দেয়। আগুন লাগিয়ে সমগ্র শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি সোলায়মান (আঃ) কর্তৃক মসজিদ নির্মাণের প্রায় ৪১৫ বছর পর সংঘটিত হয়। এরপর ইহুদীরা এখান থেকে নির্বাসিত হয়ে বাবেলে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে চরম অপমান, লাঞ্ছনা ও দুর্গতির মাঝে ৭০ বছর অতিবাহিত হয়। অতঃপর ইরান সম্রাট বাবেলে চড়াও হয়ে বাবেল অধিকার করে নেন। সম্রাট নির্বাসিত ইহুদীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনরায় শাম তথা সিরিয়ায় পৌঁছে দেন এবং তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য-সামগ্রীও তাদের হাতে প্রত্যর্পণ করেন। এ সময় ইহুদীরা নিজেদের কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং নতুনভাবে বসতি স্থাপন করে ইরান সম্রাটের সহযোগিতায় পূর্বের নুমনা অনুযায়ী মসজিদে আক্বছা পুনর্নির্মাণ করে।

পঞ্চম ঘটনাঃ ইহুদীরা এখানে পুনরায় সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করে অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে। তারা আবার ব্যাপকভাবে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের ১৭০ বছর পূর্বে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। আন্তাকিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট ইহুদীদের উপর চড়াও হয়। সে ৪০ হাযার ইহুদীকে হত্যা এবং ৪০ হাযারকে বন্দী ও গোলাম বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে যায়। সে মসজিদেরও অবমাননা করে। কিন্তু মসজিদের মূল ভবনটি রক্ষা পেয়ে যায়। পরবর্তীতে সম্রাটের উত্তরাধিকারীরা শহর ও মসজিদকে সম্পূর্ণ রূপে ময়দানে পরিণত করে দেয়। এর কিছুদিন পর বায়তুল মুক্বাদ্দাস রোম সম্রাটের দখলে চলে যায়। তারা মসজিদের সংস্কার সাধন করে এবং এর আট বছর পর হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়াতে আগমন করেন।

ষষ্ঠ ঘটনাঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর আসমানে উত্থিত হওয়ার ৪০ বছর পর ষষ্ঠ ঘটনাটি ঘটে। ইহুদীরা রোম সম্রাটদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে রোমকরা শহর ও মসজিদ পুনরায় বিধ্বস্ত করে পূর্বের ন্যায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। তখনকার সম্রাটের নাম ছিল 'তাইতিস'। সে ইহুদীও ছিল না এবং খ্রীষ্টানও ছিল না। কেননা তার বহুদিন পর সম্রাট কনষ্টানটাইন প্রথম খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর থেকে (৬৩৭ খৃষ্টাব্দে) খলীফা ওমর (রাঃ) কর্তৃক জেরুযালেম দখল পর্যন্ত প্রায় ছয়শো বছর মসজিদটি বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) এটি পুনর্নির্মাণ করেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, উপরে বর্ণিত ছয়টি ঘটনার মধ্যে (সূরা বনু ইস্রাঈলের ৪-৭ আয়াতে বর্ণিত) দু'টি ঘটনা কোনটি? এর চূড়ান্ত ফায়ছালা করা কঠিন। তবে বাহ্যতঃ এগুলির মধ্যে যে ঘটনাগুলি অধিক গুরুতর ও প্রধান এবং যেগুলির মধ্যে ইহুদীদের নষ্টামিও অধিক হয়েছে এবং শাস্তিও কঠোরতর পেয়েছে, সেগুলিই বুঝা দরকার। বলাবাহুল্য, সেগুলি হচ্ছে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনা। তাফসীরে কুরতুবীতে (১০/২২২) এ প্রসঙ্গে ছাহাবী হযরত হোযায়ফা (রাঃ)-এর বাচনিক একটি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তাতেও

১৮. *মা'আরেফুল কুরআন পৃঃ ৪৯২।*

নির্ধারিত হয় যে, এখানে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। দীর্ঘ হাদীছটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

হযরত হোযায়ফা বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতে আরয করলাম, বায়তুল মুক্বাদ্দাস আল্লাহ তা'আলার কাছে একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ। তিনি বললেন, দুনিয়ার সব গৃহের মধ্যে এটি একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহান গৃহ। এটি আল্লাহ তা'আলা সোলায়মান ইবনে দাঊদ (আঃ)-এর জন্যে স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা ইয়াকুত ও যমরদ দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন। সোলায়মান (আঃ) যখন এর নির্মাণকাজ আরম্ভ করেন, তখন আল্লাহ তা'আলা জিনদেরকে তাঁর আজ্ঞাবহ করে দেন। জিনরা এসব মণিমুক্তা ও স্বর্ণরৌপ্য সংগ্রহ করে মসজিদ নির্মাণ করে। হযরত হোযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি আরয করলাম, এরপর বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য কোথায় এবং কিভাবে উধাও হয়ে গেল? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, বনী ইসরাঈলরা যখন আল্লাহ্র নাফরমানী করে, গোনাহ ও কুকর্মে লিপ্ত হ'ল এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘাড়ে বখত নছরকে চাপিয়ে দিলেন। বখত নছর ছিল অগ্নিউপাসক। সে সাতশ' বছর বায়তুল মুক্বাদ্দাস শাসন করে। কুরআন পাকের সূরা ইসরা ৫ আয়াতে فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ এ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে *(অর্থঃ অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে)*। বখত নছরের সৈন্যবাহিনী মসজিদে আক্বছায় ঢুকে পড়ে, পুরুষদের হত্যা, মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করে এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাসের সমস্ত ধন-সম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মুক্তা এক লক্ষ সত্তর হাযার গাড়ীতে বহন করে নিয়ে যায় এবং স্বদেশ বাবেলে (ইরাকে) সংরক্ষিত রাখে। সে বনী ইসরাঈলকে একশ' বছর পর্যন্ত লাঞ্ছনা সহকারে নানা রকম কষ্টকর কাজে নিযুক্ত করে রাখে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা ইরানের এক সম্রাটকে তার মোকাবেলার জন্যে তৈরী করে দেন। সে বাবেল জয় করে এবং অবশিষ্ট বনী ইসরাঈলকে বখত নছরের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে। বখত নছর যেসব ধন-সম্পদ বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে নিয়ে গিয়েছিল, ইরানী বাদশাহ সেগুলিও বায়তুল মুক্বাদ্দাসে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেন, যদি তোমরা আবারও নাফরমানী কর এবং গোনাহর দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও পুনরায় হত্যা ও বন্দীত্বের আযাব তোমাদের উপর চাপিয়ে দেব। ইসরা ৮ আয়াতে عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا একথাই বুঝানো হয়েছে *(অর্থঃ হয়ত তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। কিন্তু যদি পুনরায় তদ্রূপ কর, আমিও পুনরায় তাই করব)*।

বনী ইসরাঈলরা যখন বায়তুল মুক্বাদ্দাসে ফিরে এল এবং সমস্ত ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র তাদের হস্তগত হয়ে গেল, তখন আবারও পাপ ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ল। তখন আল্লাহ তা'আলা রোম সম্রাটকে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন।

ইসরা ৭ আয়াতে فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ এ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে *(অর্থঃ অতঃপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেয়)*। রোম সম্রাট জলে ও স্থলে উভয় ক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করে অগণিত লোককে হত্যা ও বন্দী করে এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাসের সমস্ত ধন-সম্পদ এক লক্ষ সত্তর হাযার গাড়ীতে বোঝাই করে নিয়ে যায়। এসব ধন-সম্পদ রোমের স্বর্ণমন্দিরে এখনো পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে এবং থাকবে। শেষ যমানায় ইমাম মাহদী আবির্ভূত হয়ে এগুলিকে আবার এক লক্ষ সত্তর হাযার নৌকা বোঝাই করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে ফিরিয়ে আনবেন এবং এখানেই আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষকে একত্রিত করবেন'।[১৯]

কুরআনে উল্লেখিত উপরোক্ত ঘটনাদ্বয়ের অন্তর্নিহিত কারণ হ'ল দু'টি শরী'আতের বিরুদ্ধাচরণ। (এক) মূসা (আঃ)-এর শরী'আতের বিরুদ্ধাচরণ এবং (দুই) ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়াত লাভের পর তাঁর শরী'আতের বিরুদ্ধাচরণ। উপরোল্লিখিত ঘটনাবলী প্রথম বিরুদ্ধাচরণের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে।

উপরের ঘটনাবলীর সারমর্ম এই যে, বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ফায়ছালা ছিল এই যে, তারা যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্র আনুগত্য করবে, ততদিন ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষেত্রে কৃতকার্য ও সফলকাম থাকবে এবং যখনই ধর্মের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়বে, তখনই লাঞ্ছিত ও অপমাণিত হবে এবং শত্রুদের হাতে পিটুনি খাবে। শত্রুরা তাদের উপর প্রবল হয়ে শুধু তাদের জান ও মালেরই ক্ষতি করবে না; বরং তাদের পরম প্রিয় ক্বিবলা বায়তুল মুক্বাদ্দাসও শত্রুর কবল থেকে নিরাপদ থাকবে না। তাদের কাফের শত্রু বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মসজিদে ঢুকে এর অবমাননা করবে এবং একে পর্যুদস্ত করে ফেলবে। এটাও হবে বনী ইসরাঈলের শাস্তির একটি অংশবিশেষ। কুরআন পাক তাদের দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছে। প্রথম ঘটনা মূসা (আঃ)-এর শরী'আত চলাকালীন এবং দ্বিতীয় ঘটনা ঈসা (আঃ)-এর আমলের। উভয় ক্ষেত্রেই বনী-ইসরাঈল সমকালীন শরী'আতের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে। ফলে প্রথম ঘটনায় জনৈক অগ্নিপূজক সম্রাটকে তাদের উপর এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। সে অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা চালায়। দ্বিতীয় ঘটনায় জনৈক রোম

১৯. *মা'আরেফুল্ কুরআন পৃঃ ৭৬৬।*

সম্রাটকে তাদের উপর চাপানো হয়। সে হত্যা ও লুটতরাজ করে এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে বিধ্বস্ত মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে দেয়। সাথে সাথে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উভয় ক্ষেত্রে বনী ইসরাঈলরা যখন স্বীয় কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের দেশ, ধন-সম্পদ এবং জনবল ও সন্তান-সন্ততিকে পুনর্বহাল করে দেন। **এ থেকে মুসলিম উম্মাহকেও শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।**

ইহুদীদের উপরে আপতিত শাস্তি সমূহঃ

১. সাধ্যাতীত কর্তব্যের বিধি বিধান সমূহ নাযিল করা হয়। যেমন কাপড় নাপাক হয়ে গেলে সেই স্থানটুকু কেটে ফেলা, গণীমতের মাল হারাম করে দেওয়া, শনিবারের দিন শিকার অবৈধ করা, কোন অঙ্গ দ্বারা কোন পাপকাজ সংঘটিত হ'লে সেই অঙ্গটি কেটে ফেলা, ইচ্ছাকৃত হৌক বা অনিচ্ছাকৃত হৌক হত্যাকারীকে হত্যা করাই ছিল একমাত্র শাস্তি। রক্তের ক্ষতিপূরণের কোন বিধান ছিল না।

পবিত্র কুরআনে এগুলিকে তাদের জন্য 'ইছর' ও 'আগলাল' বলা হয়েছে *(বাক্বারাহ ১৫৭)* এবং এ সকল বিধি-বিধানের বোঝা নামিয়ে সহজ-সরল ও সর্বশেষ দ্বীন হিসাবে 'ইসলাম'কে শেষনবী (ছাঃ)-এর উপরে নাযিল করার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে *(আলে ইমরান ১৯, মায়েদাহ ৩, হজ্জ ৭৮)*।

২. তাদেরকে শূকর-বানরে রূপান্তরিত করা হয়। শনিবারে মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এরা তা অমান্য করে। তারা বিভিন্ন কৌশলে ও প্রকাশ্যে মাছ ধরতে শুরু করে। এতে তাদের মধ্যকার সৎ ও বিজ্ঞ লোকেরা আল্লাহ্র গযবের ভয়ে পৃথক হয়ে যায়। এমনকি তাদের বাসস্থানও পথক করে নেয়। একভাগে সৎ লোকেরা ও অন্যভাগে অবাধ্য অসৎ লোকেরা বাস করত। হঠাৎ একদিন সকালে তারা অবাধ্যদের বসতিতে অস্বাভাবিক নীরবতা দেখে এগিয়ে গেল ও দেখল যে, অবাধ্য লোকগুলি সবাই বিকৃত ও বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। হযরত ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, তাদের যুবকেরা বানরে ও বৃদ্ধরা শূকরে পরিণত হয়েছিল। রূপান্তরিতরা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে চিনত এবং তাদের কাছে এসে অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করত'।[২০] ছহীহ মুসলিমে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছে যে, রূপান্তরের আযাব প্রাপ্ত এইসব ইহুদীরা ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেননা আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়ের উপরে আকৃতি রূপান্তরের আযাব নাযিল করেন, তখন তারা ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তিনি আরও বলেন, বানর ও শূকর পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল' (ভবিষ্যতেও থাকবে। এদের সাথে রূপান্তরিত বানর-শূকরের কোন সম্পর্ক নেই)।[২১]

৩. তারা আল্লাহ্র চিরন্তন গযবের শিকারে পরিণত হয়েছে *(ফাতিহা ৭, বাক্বারাহ ৬১)*।

৪. আল্লাহ প্রদত্ত ও মানুষ প্রদত্ত মাধ্যম ব্যতীত তারা যেখানেই যাবে, সেখানেই তাদের জন্য লাঞ্ছনা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকবে' *(আলে ইমরান ১১২)*। এখানে আল্লাহ প্রদত্ত মাধ্যম বলতে যাদেরকে আল্লাহপাক নিজের বিধান অনুযায়ী আশ্রয় ও অভয় দিয়েছেন। যেমন শিশু, নারী, বৃদ্ধ, সাধক শ্রেণী, যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে রত হয় না প্রভৃতি। মানবপ্রদত্ত মাধ্যম বলতে অন্যদের সাথে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি বুঝায়। এটি দু'ভাবে হ'তে পারেঃ (১) মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে জিযিয়া কর প্রদান করে বসবাস করা। যেমন ইসলামের প্রথম যামানায় হয়েছিল (২) অমুসলিমদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে তাদের আশ্রিত হয়ে বসবাস করা। যেমন ১৯৪৮ সাল থেকে তারা আমেরিকা-ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য অমুসলিম শক্তির আশ্রিত ক্রীড়নক হিসাবে ইস্রাঈলে বসবাস করছে সর্বদা যুদ্ধাবস্থার ন্যায় চরম অশান্তির গযবের মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে যা মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃষ্টান ও অমুসলিম অক্ষশক্তির একটি সামরিক ঘাঁটি ছাড়া কিছুই নয়। যেখানে ইহুদীরা তাদের দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৫. ক্বিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাদের উপরে সর্বদা এমনামন ব্যক্তিকে চাপিয়ে রাখবেন, যারা তাদেরকে কঠিনভাবে শাস্তি দিতে থাকবে এবং অপমান ও লাঞ্ছনায় জড়িয়ে রাখবে *(আ'রাফ ১৬৭)*।

৬. তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে। কোথাও এক দেশে তারা সমবেত হয়ে শান্তির সাথে বসবাসের সুযোগ পাবে না *(আ'রাফ ১৬৮)*।

৭. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মুসলমানেরা ইহুদীদের সঙ্গে লড়াই করবে। তারা ইহুদীদের হত্যা করবে। ইহুদীরা পাথর খণ্ড ও গাছের আড়ালে লুকাবে। তখন পাথর ও গাছগুলি বলবে হে মুসলিম! হে আল্লাহ্র বান্দা! এই যে ইহুদী আমার পিছনে। এস! ওকে হত্যা কর'।[২২]

শেষনবী (ছাঃ)-এর আগমনের পরে মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর দ্বীন রহিত হয়ে গেছে। অতএব বর্তমান যুগে ঐসব উম্মতের দাবীদারগণ নিছক দাবীদার মাত্র। আল্লাহ্র নিকটে এসব দাবীর কোন মূল্য নেই। বিশ্বমানবতার জন্য আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ'ল 'ইসলাম' (মায়েদাহ ৩)। আর 'ইসলাম' বলতে এখন শেষনবীর নিকটে প্রেরিত সর্বশেষ দ্বীনকেই বুঝতে হবে। ফেলে আসা এলাহী দ্বীন সমূহ নয়। অতএব 'ইসলাম'-এর বাইরে কোন দ্বীন যদি কেউ তালাশ করে, তবে তা আল্লাহ্র নিকটে কবুল হবে না এবং ঐ ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৮৫)*।

---

২০. *কুরতুবী ১/৪৪০।*
২১. *মুসলিম হা/২৬৬৩ 'ক্বদর' অধ্যায়।*

২২. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا تقومُ الساعةُ حتّى يُقَاتِلُ المسلمونَ اليهودُ، فيقتلُهُمُ المُسلمون حتى يَخْتَبِيءَ اليهوديُّ من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم؛ يا عبدالله؛ هذا يهوديٌّ خلفي، فتَعال فاقْتُلْهُ، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود *মুসলিম 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায় হা/৮২; ঐ, মিশকাত হা/৫৪১৪।*

সকল বেদ্বীন সমাজ বিশেষ করে কেতাবধারী ইহুদী-নাছারাদের লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন, 'কেমন করে আল্লাহ এমন জাতিকে হেদায়েত দান করবেন যারা ঈমান আনার পর এবং রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেওয়ার পর ও তাদের নিকটে প্রমাণ সমূহ উপস্থিত হওয়ার পর কাফের হয়ে গেছে? আল্লাহ সীমা লংঘণকারীদের হেদায়েত দান করেন না'। 'তাদের শাস্তি হ'ল এই যে, তাদের উপরে আল্লাহ, ফেরেশতামণ্ডলী ও মানবজাতির সকলের অভিসম্পাত' 'সর্বক্ষণই তারা এই অভিসম্পাতের মধ্যে থাকবে'। 'তাদের আযাব হালকা করা হবে না, তাদেরকে কোনরূপ অবকাশও দেওয়া হবে না' *(ঐ, ৮৬-৮৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যদি আজকে মূসা জীবিত থাকতেন, তাহ'লে আমার ইত্তেবা করা ব্যতীত তার কোন উপায় থাকতো না'।[২৩] ঈসা (আঃ) দামেস্কে অবতরণ করবেন ও বায়তুল' মুক্বাদ্দাসের নিকটবর্তী 'লুদ' পাহাড়ে দাজ্জাল নিধন করবেন।[২৪] তখন মুসলমানদের আমীর তাঁকে বলবেন, আমাদের ছালাতে ইমামতি করুন। জবাবে তিনি বলবেন, না। তোমরা তোমাদের উপরে আমীর হবে। এটি এই উম্মতের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মান'।[২৫] বহু হাদীছে এসেছে যে, এই আমীর হবেন ইমাম মাহদী।[২৬] হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে সকল কিতাবধারী ব্যক্তি মুসলমান হয়ে যাবে। *(নিসা ১৫৯)*। ইহুদীদের মধ্যে যারা বিরুদ্ধাচরণ করবে, তারা নিশ্চিহ্ন হবে। কেননা ঈসা (আঃ) একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে আগমন করবেন। তিনি ক্রুশ চূর্ণ করবেন, শূকর নিধন করবেন, জিযিয়া বসাবেন, দাজ্জাল খতম করবেন।[২৭]

ইসরাঈল রাষ্ট্র (?)

বর্তমানে গঠিত তথাকথিত 'ইসরাঈল' নামক ইহুদী রাষ্ট্রটি দেখে ধোঁকা খাওয়া উচিত নয়। এটি কখনোই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র নয়। বরং মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের সৃষ্ট একটি সামরিক কলোনী মাত্র। বৃটেন-আমেরিকার সাহায্য ব্যতীত এক মাসও টিকে থাকার ক্ষমতা তাদের নেই। এই বশংবাদ কলোনীটিকে 'রাষ্ট্র' নাম দেওয়াটাও বৃহৎ শক্তিবর্গের রাজনৈতিক ধোঁকাবাজি মাত্র।

তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে বর্তমানে ইসরাঈলে নামক ফিলিস্তীনের একাংশে তাদের জমা হওয়াটা তাদের চূড়ান্ত ধ্বংসের আলামত হ'তে পারে। ক্বিয়ামতের পূর্বে ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের পর সমস্ত খৃষ্টান মুসলমান হয়ে যাবে। অভিশপ্ত ইহুদীরা সব ফিলিস্তীনে এসে জড়ো হবে। তখন তিনি তাদের সবাইকে হত্যা করবেন। অতএব 'ইসরাঈলে' তাদের সমবেত হওয়া তাদের উপরে আপাতিত চিরস্থায়ী গযবের পরিপন্থী নয়।

শাম নাজী ফেরকার লোকদের আশ্রয় স্থল

জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'আমার ইম্মতের মধ্যে চিরকাল একটি দল থাকবে যারা হক্ব-এর উপরে সংগ্রাম করবে ও ক্বিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে। তিনি বলেন, অতঃপর ঈসা অবতরণ করবেন। তখন ঐ নাজী দলের আমীর (ইমাম মাহদী) তাঁকে বলবেন, আসুন! ছালাতে আমাদের ইমামতি করুন...।[২৮] ঈসা দামেস্কে অবতরণ করবেন ও শাম-এর অংশবিশেষ ফিলিস্তীনের লুদ পাহাড়ে দাজ্জালকে হত্যা করবেন।[২৯]

সম্ভবতঃ এসব কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শাম দেশের জন্য খাছ করে দো'আ করেছেন এবং তার মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। যেমন যায়েদ বিন ছাবিত বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, শাম-এর জন্য সুসংবাদ। আমরা বললাম, কেন হে রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, কেননা আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ এই জনপদের উপরে তাদের ডানা সমূহ প্রসারিত করে রাখে'।[৩০] অন্যত্র তিনি বলেন, ... শাম হ'ল আল্লাহ্র পসন্দনীয় জনপদ। শেষ যামানায় আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদেরকে সেখানে সমবেত করবেন। যদি তোমরা সেখানে যেতে না চাও, তাহ'লে ইয়ামনে চলে যাবে এবং তোমরা তোমাদের (গবাদিপশুকে) নিজেদের হাউয সমূহ থেকে পান করাবে। কেননা আল্লাহ আমার জন্য শাম ও তার অধিবাসীদের যিম্মাদার হয়েছেন'।[৩১]

উপরের হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফিলিস্তীনসহ সমগ্র সিরিয়া এলাকা মুসলিম উম্মাহ্র নাজী দলের আবাসস্থল হবে। অতএব বায়তুল মুক্বাদ্দাস মুসলমানদের অধিকারে ও তাদের কর্তৃত্বে থাকবে। ঈসা (আঃ) এখানেই অবতরণ করবেন ও এখানে বসেই সারা পৃথিবীতে ইসলামী শাসন পরিচালনা করবেন। নাফরমান ইহুদীদের নিশ্চিহ্ন করবেন, খৃষ্টানদের ক্রুশ ধ্বংস করবেন ও তারা সব মুসলমান হয়ে যাবে। এখানেই দাজ্জাল বধ করবেন। অতএব এই পবিত্র ভূমি কখনোই অভিশপ্ত ইহুদী ও তার দোসরদের কর্তৃত্বে থাকতে পারে না। এটা মুসলমানদের এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের কর্তৃত্বেই থাকবে।

---

২৩. *আহমাদ, বায়হাক্বী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৭৭ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*
২৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫।*
২৫. *মুসলিম, মিশকাত, হা/৫৫০৭।*
২৬. *আবদুল মুহসিন আববাদ, মাহদী মুনতাযার, (মদীনা, ১৪০২) পৃঃ ১৬৩।*
৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫০৫, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫।*
২৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৭ 'ঈসার অবতরণ' অনুচ্ছেদ।*
২৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫।*
৩০. *আহমাদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৬৬২৪ 'মর্যাদা সমূহ' অধ্যায় 'ইয়ামন ও শাম-এর বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।*
৩১. *আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৬২৬৭)।*

হে যুবক! তোমার প্রতি ফোঁটা রক্ত আল্লাহ্র দেওয়া পবিত্র আমানত। এসো তা ব্যয় করি নির্ভেজাল সত্যের পথে।

শামায়েলে মুহাম্মাদী (ছাঃ)

*মুহাম্মাদ হারূন আযীযী নদভী**

'শামায়েল' বলতে ব্যক্তিগত আকার-আকৃতি, আচার-আচরণ ইত্যাদিকে বুঝানো হয়। যা মানুষের পূর্ণাঙ্গ চরিত্র বা সীরাতের একটি অংশ মাত্র।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 'সীরাত' সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, সীরাত অধ্যয়ন করা, চর্চা করা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা সকল মুসলিম নর-নারীর ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, 'রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ' *(আহযাব ২১)*।

'সীরাতে রাসূলুল্লাহ' বিষয়টি অনেক ব্যাপক, এর অনেক দিক রয়েছে। সর্বদিক আলোচনা করে শেষ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সীরাত বিষয়ে অনেক লেখালেখি, বয়ান-বক্তৃতা, সভা-সমিতি, সেমিনার-সম্মেলন হয়েছে। এত কিছুর পরেও একথা বলা যায় না যে, সীরাতের ব্যাপারে লেখা-লেখি এবং প্রকাশ-প্রচারণা শেষ হয়ে গেছে। না কখনো না, বরং যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে সীরাতের বিভিন্ন দিক তার অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। সুন্দরের চেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হচ্ছে। আর ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। প্রসিদ্ধ সীরাত গবেষক শ্রদ্ধেয় উস্তাদ আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) স্বীয় অনন্য সীরাত গ্রন্থ 'আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ'-র ভূমিকায় বলেছেন, 'মহানবী (ছাঃ)-এর জীবনী অন্য নবী-রাসূল ও মহামনীষীদের জীবনীর মাঝে এক বিশাল ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তাঁর জীবনীর এ অকল্পনীয় ব্যাপকতা, জটিলতা ও খুঁটিনাটি বিষয়ের এ সুবিস্তারিত বর্ণনায় তাঁর আখলাক ও চরিত্রের অপূর্ব বিবরণ পাওয়া যায়।... সীরাত ও শামায়েল গ্রন্থ সমূহ যা কিছু সংকলন ও সংরক্ষণ করে আমাদের দিয়েছে (সীরাত ও শামায়েল লেখকদের যাবতীয় প্রচেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বিনয়ের সাথে বলতে হয়) এটা তাঁর সুবিশাল সীরাতের অপরূপ শোভা-সৌন্দর্যের ও সুমহান নবুওয়াতের যে পরিপূর্ণতা দিয়ে আল্লাহ পাক তাঁকে মহিমামণ্ডিত করেছিলেন, তার এক সামান্য ঝলকমাত্র'।[১]

সীরাতুন্নবীর বিশেষ একটি অংশ হ'ল শামায়েলে নববী। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শারীরিক আকার আকৃতি, চলা-ফেরা, উঠা-বসা, শয়ন-জাগরণ, খানা-পিনা, লেন-দেন, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, মানুষের সাথে মেলা-মেশা, ইবাদত-বন্দেগী, যিক্র-আযকার এবং দো'আ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে তাঁর আদত-অভ্যাস সম্পর্কে সম্যক আলোচনা। সীরাত ও শামায়েল সম্পর্কে জানার জন্য পবিত্র কুরআন মাজীদের বাস্তব রূপই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্র মাধুর্য তথা পবিত্র সীরাত। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হ'লে উত্তরে তিনি বলেন, 'তাঁর চরিত্র-মাধুর্য ছিল পবিত্র কুরআন মাজীদ'।[২] সীরাত-শামায়েলের কোন একটি অংশও কোন রকমের মনগড়া বর্ণনা বা বানোয়াট কল্প কাহিনীর মুখাপেক্ষী নয়। আল্লামা নদভী (রহঃ) বলেছেন, 'মহানবী (ছাঃ)-এর সীরাত রচনা করতে কোন প্রকার ক্বিয়াস-অনুমান ও মনগড়া সব নিয়ম-নীতির অনুসরণ ও এর উপর নির্ভর করার আদৌ প্রয়োজন নেই, যার প্রয়োজন পৃথিবীর মহামনীষীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই। কারণ মহানবী (ছাঃ)-এর জীবনী আর সব মনীষীর জীবনীর চেয়ে পরিপূর্ণ, ঐশ্বর্যময় ও অপরূপ শোভামণ্ডিত। উৎসমূল কুরআন পাকের তাবৎ সুস্পষ্ট বর্ণনা, ইতিহাসের অনস্বীকার্য সাক্ষ্য, তাঁর আখলাক-চরিত্রের খুঁটি-নাটি বিষয়ের সুবিস্তারিত বর্ণনা বিদ্যমান, যার অধিক কল্পনা করা যায় না'।[৩]

তিক্ত হ'লেও সত্য যে, হাদীছে রাসূলের অন্যান্য বিষয়ে যেমন কুমতলবীরা অনেক মনগড়া কল্পকাহিনী ও বানোয়াট কথা-বার্তার উন্মেষ ঘটিয়েছে, তদ্রূপ সীরাত-শামায়েলের ব্যাপারেও অনেক জাল-মওযূ কথা-বার্তা লোকালয়ে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। তাই বলি যাচাই-বাছাই করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছহীহ-শুদ্ধ সীরাত সংরক্ষণ করা এবং নির্ভেজালভাবে তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া সময়ের সুমহান দাবী এবং বিজ্ঞ আলেম-ওলামার গুরুদায়িত্ব। আমি এখানে সীরাতের বিশেষ একটি দিক 'শামায়েলে নববী' সম্পর্কে ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে কিছু আলোকপাত করতে চাই।

জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের বংশের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর থেকে কিনানা গোত্রকে বাছাই করেন, কিনানা গোত্র থেকে কুরাইশকে বাছাই করেন, আবার কুরাইশদের থেকে বনূ হাশিমকে বাছাই করেন এবং বনূ হাশিম থেকে আমাকে বাছাই করেন'।[৪]

২. হুনাইন যুদ্ধ প্রসঙ্গে বর্ণিত এক হাদীছে হযরত বারা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি নবী, কোন মিথ্যুক নই, আমি আব্দুল মুত্ত্বালিবের সন্তান'।[৫]

৩. আল-মুত্ত্বালিব ইবনে আবূ ওয়াদাআহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি আব্দুল মুত্ত্বালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ এর সন্তান। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে তাদের মধ্যে উত্তমদের অন্তর্ভুক্ত

* খত্বীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন।

১. *আস্-সীরাতুন নববিয়্যাহ-র ভূমিকা, পৃঃ ১৬, ১৭; নবীয়ে রহমত, পৃঃ ২৩।*

২. *ছহীহ আল-জামিউছ ছাগীর হা/৪৮১১।*

৩. *আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ, পৃঃ ১৬; নবীয়ে রহমত, পৃঃ ২৩।*

৪. *মুসলিম, হা/২২৭৬; তিরমিযী হা/৩৬০৬; মুসনাদ আহমাদ ৪/১০৭ পৃঃ, হা/১৭১১১।*

৫. *বুখারী হা/২৯৩০; মুসলিম হা/১৭৭৬।*

করেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর সৃষ্টিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে তাদের মধ্যকার উত্তম দল থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে কতক গোত্রে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে তাদের মধ্যকার উত্তম গোত্র থেকে পয়দা করেছেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে কতক পরিবারে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে তাদের মধ্যকার সবচেয়ে উত্তম পরিবারে পয়দা করেছেন। অতএব আমি ব্যক্তি সত্তায় তোমাদের চেয়ে উত্তম এবং বংশ মর্যাদায় সবার চাইতে উত্তম'।[৬]

৪. মুহাম্মাদ ইবনু আলী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ পাক আমাকে বিবাহ থেকে সৃষ্টি করেছেন, যেনা-ব্যভিচার থেকে নয়'।[৭]

৫. হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি.. বিবাহের মাধ্যমে পয়দা হয়েছি, যেনা-ব্যভিচারের মাধ্যমে নয়। জাহেলী যুগের ব্যভিচার আমাকে কোন স্পর্শ করেনি'।[৮]

৬. হযরত আবূ মাসঊদ বদরী ও জারীর ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে কথা বলছিল, তখন সে ভয়ে কাঁপছিল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি স্থির হও (ভয় কর না) আমি কোন সম্রাট নই, আমি কুরাইশ বংশীয় এক মহিলার ছেলে, যে শুকনা গোশত খেত'।[৯]

৭. কুতাইবা ইবনু সাঈদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর তিনটি দাদী ছিলেন, সবার নাম ছিল 'আতেকা'। যখন গর্ব করে কিছু বলতেন তখন বলতেন, 'আমি 'আতেকা' সমূহের সন্তান'।[১০]

৮. হযরত খালেদ ইবনে মা'দান বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি আমার পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আ, ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদ এবং আমার মায়ের স্বপ্ন। যখন সে আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিল, তখন সে দেখেছে যে তার থেকে একটি আলো বের হ'ল, যা সিরিয়া দেশের প্রাসাদগুলিকে আলোকিত করেছে'।[১১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছহীহ বর্ণনা মতে রবী'উল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ সোমবার হস্তিবাহিনীর হামলার বছর জন্মগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি বক্তব্য পেশ করা হলঃ

৯. আবূ কাতাদা (রাঃ) বলেন, এক বেদুইন এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! সোমবারের ছিয়াম সম্পর্কে আপনার কি মত? উত্তরে তিনি বললেন, 'সোমবার হ'ল সেই দিন, যে দিনে আমি পয়দা হয়েছি এবং আমার উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে'।[১২]

১০. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হস্তিবাহিনীর হামলার বছর জন্মগ্রহণ করেছেন'।[১৩]

১১. কায়স ইবনে মাখরামা (রাঃ) বলেন, 'আমি এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হস্তিবাহিনীর হামলার বছর জন্মগ্রহণ করেছি'।[১৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাম সমূহঃ

কুরআন-হাদীছ পর্যালোচনা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনেক নামের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এগুলির নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা কোন ছহীহ হাদীছে পাওয়া যায় না। একটি ছহীহ হাদীছে পাঁচ নামের কথা বর্ণিত থাকলেও অন্য এক বর্ণনায় পাঁচের অধিক নামের সন্ধান পাওয়া যায়। ইমাম নববী (রহঃ) আবূবকর ইবনুল আরাবী আল-মালেকীর বরাত দিয়ে বলেন যে, 'আল্লাহ্‌র এক হাযার নাম রয়েছে এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এরও এক হাযার নাম আছে। ইবনুল আরাবী অন্তত ৬৩টি নাম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন'।[১৫]

হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'মুহাদ্দিছ ইবনে দেহ্‌য়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাম সমূহ সম্পর্কে রচিত তাঁর কিতাবে বলেছেন, কেউ কেউ মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামও আল্লাহ পাকের আসমায়ে হুসনার ন্যায় ৯৯টি। কেউ রিচার্স করলে তা তিন শত পর্যন্ত পৌঁছবে'।[১৬] কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাম সমূহ সম্পর্কে ৯৯ অথবা তিনশত অথবা এক হাযার সংখ্যার উল্লেখ কোন ছহীহ হাদীছে দেখিনি। এ জন্যই মনে হয় কোন কোন আলেম নবীর ৯৯ নামের কথাটি কে বিদ'আতী উক্তি আখ্যা দিয়েছেন। ইয়েমেনের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ আল্লামা মুকবিল ইবনে হাদী আল-ওয়াদেয়ী বলেন, 'কুরআন মাজীদের বিভিন্ন কপিতে যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামের সংখ্যা গণনা করে ৯৯ পর্যন্ত পৌঁছানো হয়েছে তা বিদ'আতী উক্তি'।[১৭] তবে এটা সত্য যে, সব নাম না হ'লেও বেশ কিছু নামের উৎস কুরআন মাজীদের আয়াত এবং কোন কোন ছহীহ হাদীছে ইশারা-ইঙ্গিতে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। বিস্তারিত গবেষণা করে এগুলি বের করতে হ'লে, এই বিষয়ে বড় ধরনের একটি বই রচনা করতে হবে। এখানে ছহীহ-শুদ্ধ হাদীছের আলোকে কয়েকটি নামের উল্লেখ করা হ'ল।

১. হযরত যুবাইর ইবনে মুতঈম (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার পাঁচটি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ ও আহমাদ। আমি আলমাহী,

---

৬. ছহীহ আল-জামিউছ ছাগীর হা/১৪৭২; মিশকাত, তাহকীক আলবানী হা/৫৭৫৭)।
৭. ছহীহ আল-জামিউছ ছাগীর হা/১৭০৩; আস-সুনানুল কুবরা ৭/১৯০ পৃঃ, হা/১৪০৭৬।
৮. ছহীহ আল-জামিউছ ছাগীর, হা/৩২২৫; আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ, ইবনে কাছীর, তাহকীকঃ আলবানী, পৃঃ ১০; ইরওয়াউল গালীল হা/১৯১৪।
৯. সুনানু ইবনু মাজাহ হা/৩৩১২; মুস্তাদরাক হাকেম ২/৫৪৮ পৃঃ হা/৩৭৯০; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৮৭৬।
১০. বায়হাকী, ত্বাবরানী, ইবনু আসাকির, সিলসিলাহ ছহীহা, হা/১৫৬৯, ছহীহ আল-জামিউছ ছাগীর, হা/১৪৪৬।
১১. সিলসিলা ছহীহা, হা/১৫৪৫; মুস্তাদরাক ২/৭০৫ পৃঃ, হা/৪২৩৩।
১২. মুসলিম হা/১১৬২, মুস্তাদরাক হাকেম ২/৭০৭ পৃঃ, হা/৪২৩৮।
১৩. মুস্তাদরাক ২/৭০৭ পৃঃ, হা/৪২৩৯, ইবনে কাছীর, আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ, পৃঃ ১৩।
১৪. মুস্তাদরাক ২/৭০৮ পৃঃ, হা/৪২৪২, আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ, পৃঃ ১৩।
১৫. শরহ মুসলিম ১৫/১০৪ পৃঃ।
১৬. হাফেয ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৬/৬৮২ পৃঃ।
১৭. আল-জামিউছ ছাহীহ ৩/৩৭১ পৃঃ।

আমার দ্বারা আল্লাহ পাক কুফরকে নিশ্চিহ্ন করেন। আমি আল-হাশির, ক্বিয়ামতের দিন আমার পশ্চাতে মানব জাতিকে সমবেত করা হবে এবং আমি আল-আকিব (শেষ আগমনকারী), আমার পর আর কোন নবী আসবে না'।[১৮]

২. হযরত যুবাইর ইবনে মুতঈম (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি মুহাম্মাদ, আহমাদ, হাশির, আকিব, মাহী এবং খাতম'।[১৯]

৩. আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের কাছে অনেক নাম উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, 'আমি মুহাম্মাদ, আহমাদ, মুকাফ্ফী, হাশির, নবীয়্যুত তওবা এবং নবীয়্যুর রহমাহ'। অন্য বর্ণনায় আছে 'নবীয়্যুল মালহামাহ'।[২০]

৪. হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, 'আমি মদীনার রাস্তা অতিক্রম করছিলাম হঠাৎ শুনতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলছেন, 'আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ, নবীয়্যুর রহমাহ, নবীয়্যুত তওবাহ, হাশির, মুকাফফী, নবীয়্যুল মালাহিম'।[২১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপনামঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রসিদ্ধ উপনাম হ'ল আবুল কাসিম। কোন কোন বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, পরে তাঁকে আবূ ইবরাহীমও বলা হ'ত।

১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) বাজারে ছিলেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আবুল কাসেম! নবী (ছাঃ) সেদিকে তাকালেন (এবং বুঝতে পারলেন লোকটি অন্য কাউকে ডাকছে), অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা আমার নামে নাম রেখো, উপনাম ধরে আমাকে ডেকো না।[২২]

২. আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি আবুল কাসেম। আল্লাহ দান করেন আর আমি বন্টন করে থাকি'।[২৩]

৩. আনাস (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পুত্র ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করলেন, তখন জিবরাঈল (আঃ) এসে বললেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা ইবরাহীম'।[২৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শারীরিক গঠন ও আকৃতিঃ

১. হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্পষ্ট দীর্ঘকায়ও ছিলেন না, আর খর্বকায়ও ছিলেন না। ধবধবে শুভ্র বর্ণও ছিলেন না, আর বাদামীও ছিলেন না। অত্যধিক কুঞ্চিত কেশবিশিষ্টও ছিলেন না, আবার একেবারে সটান কেশ বিশিষ্টও ছিলেন না। তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর হয়, তখন আল্লাহ পাক তাঁকে নবুওয়াত প্রদান করেন, অতঃপর মক্কায় দশ বছর এবং মদীনাতে দশ বছর অবস্থান করেন। তাঁর বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হ'লে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওফাৎ দেন। ওফাৎকালে তাঁর মাথায় এবং দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা হয়নি'।[২৫]

২. হযরত আনাস (রাঃ) আরো বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন মধ্যম উচ্চতা-বিশিষ্ট, না দীর্ঘ আর না বেঁটে। সুন্দর ছিল তাঁর শারীরিক গঠন। আর তাঁর চুল অত্যধিক কুঞ্চিতও ছিল না এবং একেবারে সটান সোজাও ছিল না। তিনি গৌরবর্ণ ছিলেন। পথে হাঁটার সময় তিনি সম্মুখে ঝুঁকে দ্রুত চলতেন'।[২৬]

৩. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মধ্যম আকৃতির লম্বা ছিলেন। তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান বেশ প্রশস্ত ছিল'।[২৭]

৪. হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'নবী (ছাঃ) লম্বাও ছিলেন না, আবার একেবারে বেঁটেও ছিলেন না। হাতের তালুদ্বয় ও পদতলদ্বয় এবং আঙ্গুলগুলি মাংসল ছিল। মস্তক বৃহৎ এবং অস্থিগ্রন্থিগুলি মোটা ছিল। লোমের একটি সরু রেখা বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত দীর্ঘ ছিল। পথ চলা কালে এমনভাবে সম্মুখে ঝুঁকে দ্রুত হাঁটতেন যেন কোন নিম্নস্থানে নামছেন। তাঁর অনুরূপ কাউকেও আমি তাঁর পূর্বে দেখিনি, তাঁর পরেও দেখিনি, আল্লাহ পাক তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন'।[২৮]

[চলবে]

---

১৮. বুখারী, কিতাবুল মানাক্বিব হা/৩৫৩২; কিতাবুত তাফসীর হা/৪৮৯৬; মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল হা/২৩৫৪; তিরমিযী, কিতাবুল আদব হা/২৮৪০; ছহীহ আল-বুখারী আরবী-বাংলা; ৩/৪৩৬ পৃঃ, হা/৩২৬৮।

১৯. মুসনাদে আহমাদ ৪/৮১, ৮৪ পৃঃ, হা/১৬৮৬৯, ১৬৮৯২।

২০. মুসলিম হা/২৩৫৫; মুসনাদে আহমাদ ৪/৪০৪ পৃঃ, হা/১৯৮৫০, ৪/৩৯৫ পৃঃ, হা/১৯৭৫৪; মুস্তাদরাক-হাকেম ২/৭০৯ পৃঃ, হা/৪২৪৪।

২১. মুসনাদে আহমাদ ৫/৪০৫ পৃঃ, হা/২৩৮৩৮, আল-জামিউছ ছহীহ, শায়খ মুকবিল ইবনে হাদী আল-ওয়াদেয়ী ৩/৩৭১ পৃঃ; ইবনু হিব্বান, হা/৬৩২৪।

২২. বুখারী হা/৩৫৩৭; মুসলিম হা/২১৩১।

২৩. মুস্তাদরাক ২/৭০৯ পৃঃ, হা/৪২৪৬, ছহীহুল জামিউছ ছাগীর হা/১৪৪৭।

২৪. মুস্তাদরাক হাকেম ২/৭১০ পৃঃ, হা/৪২৪৭।

২৫. বুখারী হা/৩৫৪৮; মুসলিম হা/২৩৩৭; শামায়েলে তিরমিযী, তাহকীকঃ শায়খ আলবানী, পৃঃ ১৩, হা/১।

২৬. বুখারী, হা/৩৫৪৭, মুসলিম হা/২৩৪৭, শামায়েলে তিরমিযী, পৃঃ ১৪।

২৭. বুখারী, হা/৩৫৫১, মুসলিম, হা/২৩৩৭।

২৮. তিরমিযী, হা/৩৬৪১; মুস্তাদরাক ২/৬০৬ পৃঃ; মুসনাদে আহমাদ ১/৯৬ পৃঃ, হা/৭৪৬; শামায়েলে তিরমিযী, পৃঃ ১৫, হা/৪।

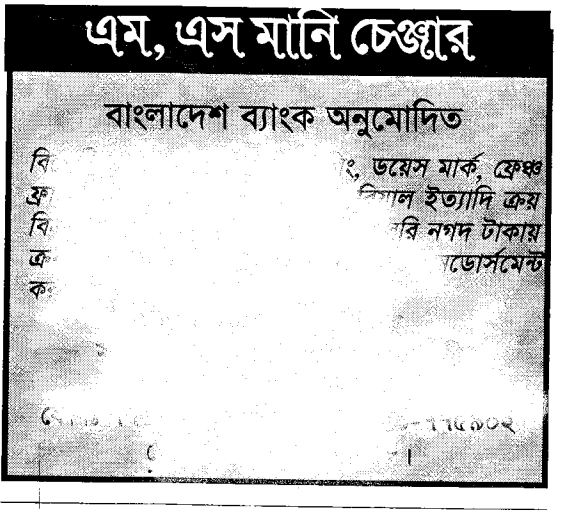

ফিকহ শাস্ত্র ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

*মূলঃ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আস-সাম্মান**
প্রফেসর অব ফিক্‌হ, জর্দান।
অনুবাদঃ মুহাম্মাদ শামসুযযোহা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

ইসলামের ফিক্‌হ এবং জীবনের চাহিদাঃ

সাধারণভাবে মানবতার জন্য এবং বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য ইসলাম যে জীবন প্রত্যাশা করে, সেটি হ'ল, হায়াতে ত্বাইয়েবা বা উত্তম জীবন। এই উত্তম জীবনের সমষ্টি হচ্ছে শান্তি ও সমৃদ্ধি। শান্তি ও সমৃদ্ধির ফলে গড়ে উঠে সৃজনশীলতা ও সভ্যতা। সভ্যতা অর্জিত হয় জ্ঞান ও বুৎপত্তি অর্জনের যাবতীয় উপায়কে গ্রহণ করার মাধ্যমে। জ্ঞান ও বুৎপত্তি লাভের উপায়সমূহ এমনিতেই অর্জন করা যায় না। এটা পেতে ও অর্জন করতে চেষ্টা করতে হয়। এ বিষয়টি মৌলিকভাবে নির্ভর করে জীবন সম্পর্কে ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করার উপর। নিঃসন্দেহে দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করার ক্ষেত্রে কিছু সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। এটি পূর্ণ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

কুরআন এবং কোন কোন হাদীছে দুনিয়ার জীবনকে খেল-তামাশা ও ধোঁকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে কুরআনের আয়াত ও হাদীছসমূহ সম্পদকে ফিত্‌না ও দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্য হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

আমি মনে করি, উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছসমূহে দুনিয়ার জীবন বলতে হায়াতে ত্বায়েবাহ বা উত্তম জীবনকে বুঝানো হয়নি। যার প্রতি অন্য আয়াত ইঙ্গিত দিয়েছে, 'যে পুরুষ কিংবা নারী নেক আমল করবে আমি তাঁকে হায়াতে ত্বাইয়েবাহ (উত্তম জীবন) দান করব' *(নাহ্‌ল ৯৭)*।

এক্ষেত্রে আমাদের দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা দরকারঃ

১. যে সকল আয়াত এবং হাদীছ সমূহে দুনিয়া এবং সম্পদকে ফিত্‌না বলা হয়েছে, তার দ্বারা দুনিয়া ও সম্পদের মোহে না পড়া এবং মানুষের জন্য ফিত্‌না সৃষ্টি করার মত না হওয়ার জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

২. ইমাম হাসান বছরী কর্তৃক প্রবর্তিত যুহদ (দুনিয়া বিমুখতার) আন্দোলন পরবর্তীতে তার মূলনীতির ভিত্তিতে প্রসার লাভ করে। প্রথমে উমাইয়া পরবর্তীতে আব্বাসীয় ও ফাতেমীয় যুগে সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া বিলাসিতার মোকাবিলা করতে তারা এ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।

আমি মনে করি যুহদ তথা দুনিয়া বিমুখ আন্দোলন ছিল, একটি নেতিবাচক আন্দোলন। এ আন্দোলনের প্রবক্তাগণ তৎকালীন বিলাসপ্রিয় শাসকগণের বিলাসী কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করার জন্য এ আন্দোলনে মনোনিবেশ করেন। তাদের এ আন্দোলনের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক ছিল দু'টিঃ

১. যুহদ তথা দুনিয়া বিমুখ আন্দোলন তার যথার্থতার পক্ষে অনেক বানোয়াট হাদীছ ও উদ্ভট কাহিনীর জন্ম দিয়েছে এবং আমাদের যুগেও অনেক কিতাবে বিশেষ করে খুৎবার গ্রন্থসমূহে সে সকল ব্যাপকভাবে চালু আছে।

২. তৃতীয় হিজরী সালে ছূফীবাদের যে উত্থান ঘটেছিল, তার পিছনে কাজ করেছিল এই যুহদ তথা দুনিয়া বিমুখ আন্দোলন। মূলতঃ ছূফীবাদ যথার্থ ও সঠিক জীবন যাপনের চিন্তার পথকে রুদ্ধ করে দেয়।

পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি করতে চাই। উত্তম জীবনের চাহিদাসমূহ সীমাবদ্ধ করা কিংবা স্থির করে দেয়া সম্ভব নয়। এ সকল চাহিদাসমূহ মূলতঃ বুদ্ধি ও চিন্তার ফসল। বুদ্ধি এবং চিন্তা জন্ম দেয় জ্ঞান ও বুৎপত্তির। এর মাধ্যমে জীবনে উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সভ্যতা বিকশিত হয়।

সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্য উন্নতি লাভ করেছে। এটা তারা করেছে জ্ঞান এর মাধ্যমেই। এর মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে মুসলিম জাতি উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করেছিল এই জ্ঞানের মাধ্যমেই। পাশ্চাত্যকে যে মুসলমানগণ উন্নতি শিখিয়েছিল, সে মুসলমানরা আবার অনুন্নত হয়ে পড়ে। কাজেই বর্তমান সময়ে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণ অনুসন্ধান করা যরূরী। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, পশ্চাৎপদতার কারণগুলি যে বিষয়টিকে ঘিরে আবর্তিত সেটি হ'ল, জ্ঞানকে প্রশস্ত ও যথার্থ অর্থে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হওয়া এবং উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য জীবনের অন্যতম প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অবহেলা করা।

এ কথা সত্য যে, পূর্ববর্তী ইসলামী চিন্তাবিদগণ পরবর্তী চিন্তাবিদগণের চেয়ে অধিক সম্মানিত ছিলেন। আপনি যদি ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকান, তাহ'লে নিশ্চিতভাবে দেখতে পাবেন, আমরা সে সকল চিন্তাবিদগণকে আজও অনুভব করি। যেমন ইমাম রাযী, ইবনুল হাইছাম, খাওয়ারিজমী, ইবনু সীনা, ইবনু জিবরীন, জাবির ইবনু হাইয়ান প্রমুখ চিন্তাবিদগণকে আজও আমরা অনুভব করি। পাশ্চাত্য আমাদের এসকল মনীষীগণকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। আর আমরা ইসলামের নামে অপ্রয়োজনীয় চিন্তায় ব্যস্ত রয়েছি। আপনি দেখতে পাবেন ষষ্ঠ হিজরীতে

একজন মুসলিম অর্থনীতিবিদকে অর্থনীতির জনক বলা হ'ত। তিনি হচ্ছেন, জা'ফর বিন আলী আদ-দামেশকী। আর এটি আবিষ্কার করেছেন একজন জার্মান গবেষক। আমরা তা আবিষ্কার করতে পারিনি।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ববর্তীগণের রেখে যাওয়া জ্ঞান ভাণ্ডার বিশাল। কিন্তু তার সবগুলিই আমাদের বর্তমান যুগে জীবনের চাহিদা মিটাতে সক্ষম নয়। আমরা এখন ইলেক্ট্রনিক্স ও টেকনোলজির যুগে বাস করছি। এটা এমন এক বাস্তবতা, যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু 'এহইয়া-উ উলূমুদ্দীন' গ্রন্থে ইমাম গাযালী, 'হুলইয়াউতুল আওলিয়া' গ্রন্থে আবূ নু'আইম, 'তাবাকাতুছ-ছূফিয়াহ' গ্রন্থে আস্-সুলামী এবং 'তাবাকাতুল আওলিয়া' গ্রন্থে আশ্-শা'রাণী যা লিখেছেন সেগুলিকেই শুধু আমরা রোমন্থন করছি।

আপনি একথা জেনে হতবাক হয়ে যাবেন যে, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে যারা পি-এইচ.ডি অর্জন করার জন্য পাশ্চাত্যে পাড়ি জমিয়েছেন দু'চারজন বাদে তাদের প্রায় সকলে তাছাউফ তথা ছূফীবাদের উপর গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। তাদের মধ্যে অন্তত দু'জন গাযালীর ছূফীবাদের উপর পি-এইচ.ডি করেছেন এবং তারা উভয়ই এক সময় আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শায়খের পদ অলঙ্কৃত করেছেন।

এটা ঠিক যে, পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ হয়ত চেয়েছেন যে, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোন চিন্তাবিদ গড়ে না উঠুক, যারা মুসলিম জাতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারবে, তাই তারা তাদেরকে ছূফীবাদের বিষয়ে গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু আল-আযহারের অভ্যন্তরে যেটা ঘটছে তার কারণ কি? গত বিশ বছরে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকর্ম হিসাবে যে সকল অভিসন্দর্ভ রচিত হয়েছে, তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির একজন সদস্য ছিলেন প্রফেসর আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত (রহঃ)। তিনি আমাকে বলেছেন, 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, উক্ত অভিসন্দর্ভসমূহের একটিও বর্তমান যুগে প্রকাশ করার উপযোগী নয়'।

আমরা আল-আযহারের অবদানকে অস্বীকার করছি না। সেখানে রয়েছে বিজ্ঞ আলেমগণ, যাঁদের চিন্তাধারা দ্বারা অনেকেই উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু আমরা কতিপয় বাস্তব ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করতে চেয়েছি।

সারকথা হ'ল, আজ আমাদের পুনঃ পর্যালোচনা করে দেখতে হবে আমাদের চিন্তা-গবেষণার ফলাফল কি?

আমাদের রয়েছে অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশনা সংস্থা। যেমন ইসলামিক একাডেমীসমূহ, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার। অপরদিকে চিন্তার ফলাফল পর্যালোচনা করলে এমন একটি গ্রন্থও খুঁজে পাবেন না, যাকে সত্যিকার অর্থে ইলমী কিতাব বলা যেতে পারে এবং যা নির্মাণ ও উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে, যেটি মুসলিম উম্মাহ্কে এক কদম সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

ইসলামের ফিক্হ এবং আধুনিক বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ্র পশ্চাৎপদতার কারণঃ

মুসলিম উম্মাহ্র পশ্চাৎপদতার পেছনে তিনটি বিষয়কে মূল কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. মুসলমানদের জ্ঞানের দৈন্যদশা।

২. আমাদের উত্তরসূরীদের অন্ধ অনুকরণ। পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করা আমরা নিজেদের উপর আবশ্যকীয় কর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছি। কেননা আমরা মনে করি তাঁরা হচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে পূতপবিত্র ও বিশুদ্ধ চরিত্রের অধিকারী। কোন প্রকার বিচার বিশ্লেষণ ব্যতিরেকেই ইসলামের প্রতিটি বিষয়ে আমরা তাঁদের অনুসরণ করে থাকি।

৩. অতীত ঐতিহ্য আমাদের জন্য অর্থহীন বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সদা-সর্বদা আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে অতীত ঘটনাবলীর উপর। উম্মতের অতীত গৌরবময় কীর্তির কথা স্মরণ করে আমরা গর্ব করে থাকি। বর্তমান এবং ভবিষ্যতের চিন্তাকে আমরা পরিত্যাগ করেছি। আর এর ফলশ্রুতিতে আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও ঐতিহ্যকে হারিয়ে অন্য জাতির কৃপার পাত্রে পরিণত হয়েছি।

আমি বলতে চাই, চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে দৈন্যদশা এবং ইসলামের সার্বিক বিষয়কে ফিকহ্র দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করাই আমাদের পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলামের প্রচলিত ফিকহের মধ্যে মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ ও সমকালীন যুগ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান যথার্থরূপে পাওয়া যায় না। (আর উল্লেখিত দৃষ্টিভঙ্গিই এ উম্মতের পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারণ)।

আর প্রকৃতপক্ষে ইসলাম যদি মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ এবং স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী যুগসমস্যার সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়, তাহ'লে তো আর ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা তার সত্যতা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। অথচ আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেনঃ 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৩)*। উল্লেখিত আয়াতে এ বিষয়টা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, স্থান, কাল, পাত্রভেদে প্রতিটি যুগের জন্য ইসলামী আদর্শ সমভাবে উপযোগী। আর আমাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমরা মনে করি, ইসলাম হচ্ছে এমন এক শক্তি, যে শক্তি স্বীয় স্থান হ'তে বিচ্যুত হওয়ার নয়। আর আমাদের জ্ঞান,

চিন্তা, গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে সত্য ও ভুল উভয় পথে। ইসলাম সম্পর্কে লেবুদ কায়েছ স্বীয় গ্রন্থ 'আল-ইসলাম 'আলা মুফতারাকাতুত্-তুরুক' নামক বইতে লিখেছেন যে, 'ইসলাম ছূফীদের বিশ্বাস নয়, না কোন দার্শনিকের চিন্তাধারা, বরং ইসলাম হচ্ছে, এমন একটি জীবন্ত আদর্শ যা আল্লাহ পাক স্বীয় সৃষ্টির পথ চলার পাথেয় হিসাবে মানবজাতির জন্য কল্যাণকর বিধান হিসাবে নাযিল করেছেন'।

মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণ স্বয়ং ইসলাম নয়। বরং মুসলমানদের ভুল পথে পরিচালিত হওয়া এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিই হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ্র পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারণ। ইসলাম বহু পূর্ব থেকেই মানব জাতি ও মানবতার উন্নতির কারণসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। ইসলাম তার জন্মলগ্ন থেকে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। বর্তমান সময়ে আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হচ্ছে, আমাদের ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত করে এর সঠিক সমাধান পেশ করা।

পূর্ববর্তীদের অভিমতসমূহ নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে তাদের নিকট যারা পূর্ববর্তীদের রেফারেন্সসমূহ নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে থাকে। এ পর্যায়ে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই, আর তা হচ্ছে যে, পূর্ববর্তীদের চিন্তাধারা মান্য করা কি আমাদের উপর ফরয কি এই কারণে যে, সেসব অভিমতসমূহ সম্পৃক্ত করা হয়েছে ইসলাম তথা পূর্ববর্তীদের প্রতি? যদি এর উত্তর হ্যাঁ হয় তবে আমি বলব, পূর্ববর্তীদের উপর নির্ভরতার কারণে আমাদের জ্ঞান, চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এক বড় ধরনের বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হবে। ইমাম মালেক (রহঃ)-এর কিতাব 'মুয়াত্ত্বাকে' সর্ব সাধারণের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে খলীফা সমন প্রকাশ করলে ইমাম মালেক (রহঃ) তা প্রত্যাখ্যান পূর্বক বললেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবাগণ বিভিন্ন দেশে অবস্থান করার প্রাক্কালে মাসআলার ক্ষেত্রে প্রত্যেক এলাকার লোকদেরকে স্বীয় মতামত অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ প্রদান করতেন।

আর উপরোক্ত সমস্যার প্রকৃত সমাধান হচ্ছে এই যে, আমাদের এমন একটি নতুন চিন্তাধারা উপহার দিতে হবে, যা আমাদের জীবন-জীবিকার জন্য কল্যাণকর এবং উক্ত চিন্তাধারা আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধানে সহায়ক হবে। শুধুমাত্র পূর্ববর্তীদের চিন্তাধারার অভিমতের মধ্যে আমাদের জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করা ঠিক হবে না। আর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, অতীত উম্মতের গৌরবজনক বিষয়। এ বিষয়ে আমি বলতে চাই পূর্ববর্তী উম্মতের গৌরবজনক বিষয়ের ব্যাপারে গর্ব করাতে কোন দোষ নেই। কেননা যে জাতি অতীতের ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীন থাকে, সে জাতি বর্তমান এবং ভবিষ্যত জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। কিন্তু দোষের বিষয় হচ্ছে শুধুমাত্র অতীতে উম্মাহ্র গর্ব নিয়ে বেঁচে থাকা।

ইসলামী স্বর্ণ যুগে অনেক কিতাব সংকলিত হয়েছে। বহু যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান সময়ে আমরা কোথায় আছি? আমাদের সেই বীরত্ব, সাহসিকতা আজ কোথায়? ইসরাঈল রাষ্ট্রের মোকাবেলায় আজ মুসলিম উম্মাহ অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। উম্মাহ্র অতীত গৌরব কীর্তির কথা স্মরণ করেই আমরা আমাদের স্বকীয়তাকে হারিয়েছি। উন্নত জাতি হওয়ার পরিবর্তে বর্তমান বিশ্বে আমরা অনুন্নত জাতিতে পরিণত হয়েছি। রপ্তানী নির্ভর দেশ হওয়ার পরিবর্তে আজ বিশ্বে আমরা আমদানী নির্ভর দেশে পরিণত হয়েছি।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই অসুস্থতার কারণ বর্ণনা করলেই চলবে না। বরং অসুস্থতার কারণ নির্ণয়পূর্বক তার প্রতিষেধক হিসাবে যথাযথ ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ অসুস্থতা এবং ঔষধ প্রয়োগ দু'টি পৃথক কর্ম। একটি অপরটির সাথে সংযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রকার ক্রিয়া করে না। দু'টির সমন্বয়ে তৃতীয় কর্মটি সম্পন্ন হয়। আর তা হচ্ছে সুস্থতা। আর আমি বলতে চাই ইসলামী আদর্শই হচ্ছে সকল রোগের কার্যকর প্রতিষেধক।

আমাদের পশ্চাৎপদতার কারণ নির্ণয়ের জন্য আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। আল্লামা আবুল হাসান আন-নদভী 'মাযা খাসিরাল আলাম বি ইনহিতাত আল-মুসলিমীন' নামক কিতাবে লিখেছেন যে, ইসলামী বিশ্ব ইলম তথা জ্ঞান এবং শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার কারণেই মুসলমানদের জীবনে দীর্ঘ গোলামীর জিঞ্জির এবং মুসলমানগণ অপমানজনক জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

সূত্রঃ ১৯৮৪ সনে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে International Institute of Islamic Thought (IIIT) কর্তৃক আয়োজিত 'The Third International Conference of Islamization of Knowledge'-এর সুপারিশমালা ও প্রবন্ধসমূহের সংকলন গ্রন্থ 'Toward Islamization of Disciplines'-এ নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। লেখাটি সংক্ষেপ করেছেন IIIT-এর সাবেক সভাপতি ড. তাহা জাবির আল-আলওয়ানী।

নিরাময় হোমিও হল

এখানে সকল প্রকার আঁচিল, অর্শ্ব, আমবাত, ঘন ঘন প্রস্রাব, প্রসাবের সাথে ধাতুক্ষয়, প্রসাবে জ্বালা-যন্ত্রনা, সিফিলিস, গণোরিয়া, মূত্র ও পিত্ত পাথরী, গ্যাষ্টিক, মাথা ব্যাথা, পুরাতন আমাশয়, হাঁপানী, বাত, প্যারালাইসিস, চর্মরোগ, টিউমার, মহিলাদের ঋতুর যাবতীয় গোলযোগ, বাঁধক, বন্ধ্যাত্ব, হাত, পা, মাথার তালু জ্বালা ও ধ্বজভঙ্গ রোগ সহ সর্বপ্রকার রোগীর সু-চিকিৎসা ও পরামর্শ দেওয়া হয়।

ডাঃ মুহাম্মাদ শাহীন রেযা

(ডি,এইচ,এম,এস), ঢাকা।

চেম্বারঃ রাজশাহী টেক্সটাইল মিলের ১নং গেটের সামনে নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

তওবা

রফীক আহমাদ*

'তওবা' (توبة) আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা। মানব জীবনে পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত, সত্য বা মিথ্যা, সঠিক বা ভুল, জটিল বা সহজ, আন্তরিক বা বাহ্যিক ইত্যাদি যেকোন সিদ্ধান্ত হ'তে প্রত্যাবর্তন করা বা ফিরে আসার নাম তওবা। অবশ্য এখানে কোন ঈমানদার বান্দা ধর্মের পরিপন্থী কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত হ'তে বিরত হওয়া বা ফিরে আসার পদ্ধতির নাম 'তওবা'। তাছাড়াও কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বা হঠাৎ ভুল করে কোন অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বা অনুরূপ অপরাধ করে নিজেকে পাপী বা গোনাহগার মনে করলে, অনুতপ্ত, দুঃখিত ও লজ্জিত হয়ে পরম ক্ষমাশীল আল্লাহ তা'আলার নিকট 'তওবা'র পথ অবলম্বন করতে পারে। আবার কোন ঈমানদার, পরহেযগার, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, ধার্মিক, নীতিবান ব্যক্তিও নিজের অজ্ঞাত ভুল-ত্রুটি বা অপরাধের আশংকায় 'তওবা' করতে পারেন বা তা করা অপরিহার্য।

'তওবা' ইসলামের বিধানভুক্ত মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভের একটি অন্যতম মাধ্যম। ইসলামী বিধান মতে কোন ঈমানদার ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করার পরিকল্পনা বা নিয়ত করলে, উক্ত নিয়তে অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'এর দ্বারা যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে, তিনি তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন' *(মায়েদাহ ১৬)*। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, 'যে এ (ভাল) কাজ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে, আমি তাকে বিরাট ছওয়াব দান করব' *(নিসা ১১৪)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

'আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিন এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরও। এটা তাদের জন্যে উত্তম, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে। তারাই সফলকাম' *(রূম ৩৮)*।

উপরের আয়াতগুলি দ্বারা সর্বজনবিদিত ভাল কাজে আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এ পথ অবলম্বনে কেবলমাত্র প্রকৃত আল্লাহভীরু বিশ্বাসী বান্দাই সর্বান্তকরণে সদা প্রস্তুত থাকে। তবুও অন্যমনস্কতা, শিথিলতা, উদাসীনতা, অসচেতনতা বা কোন ভুলের কারণে নানাবিধ আত্মবিস্মৃতি ঘটতে পারে। অন্তর্যামী মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা সন্দেহাতীতভাবে তা পুরোপুরি অবহিত আছেন। এজন্য তিনি তাঁর ও বান্দার মধ্যে এক অভাবনীয়, আসামান্য ও অকৃত্রিম প্রীতি পুনঃস্থাপনের লক্ষ্যে 'তওবা'র মত মহৎ অবদানের সমন্বয় ঘটিয়ে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে তাঁর উজ্জ্বল স্বাক্ষর স্থাপন করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ ط اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ-

'আর তোমাদের পালনকর্তার কাছে মার্জনা চাও এবং তাঁরই পানে ফিরে এসো। নিশ্চয়ই আমার প্রভু খুবই মেহেরবান অতি স্নেহময়' *(হূদ ৯০)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 'মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও' *(নূর ৩১)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা কর- আন্তরিক তওবা। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডান দিকে ছুটোছুটি করবে। তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা। আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন! নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান' *(তাহরীম ৮)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলি দ্বারা বান্দার প্রতি মহীয়ান, গরীয়ান আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠতম অকৃত্রিম ভালবাসার আশীর্বাদ ও অনাবৃত বাণী প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। বস্তুত পক্ষে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে- যা সকল ধর্মভীরু, আখেরাতমুখী বান্দার জন্য অনুশীলনযোগ্য ও অধ্যবসায়যোগ্য। এগুলি একটু মনোযোগী, চিন্তাশীল, আদর্শবাদী, জ্ঞানীদের জীবনের সর্বোত্তম চাওয়া ও পাওয়ার উৎসস্থল। মহান আল্লাহ্‌র আহ্বানে কুরআন মান্যকারীরা নতমস্তকে বিনয়ভাব পোষণ করে এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও প্রশংসা সহ ফরয ইবাদতের মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করে। যেহেতু ইসলাম হ'ল প্রেমের ধর্ম এবং মুসলমানরা তাদের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান। কাজেই তওবার জন্য ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ প্রেমের দ্বারা ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা মহান আল্লাহ্‌রই অন্যতম আদেশ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন-

وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِىْ الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً- رواه البخارى

* অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, প্রফেসরপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

'আল্লাহ্র কসম! আমি দিনে সত্তরের অধিক বার আল্লাহ্র নিকট গোনাহ হ'তে ক্ষমা চাই, আর তাঁর কাছে তওবা করি' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩২৩ 'তওবা ও ইস্তেগফার' অনুচ্ছেদ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো এরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ فَإِنِّىْ أَتُوْبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ- رواه مسلم

'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর। কেননা আমি দিনে ১০০ বার তাঁর নিকট তওবা করি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৫ 'তওবা ও ইস্তেগফার' অনুচ্ছেদ)*।

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশী আনন্দিত হন, যার উট মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর সে তা ফিরে পায়' *(বুখারী হা/৬৩০৯ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, 'তওবা' অনুচ্ছেদ)*।

আসলে কুরআন ও হাদীছের বহুমুখী বাণীসমূহ দ্বারা বার বার প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের অত্যধিক ভালবাসেন। তাই বান্দা যেন তাঁর ভালবাসা হ'তে দূরে সরে না যায়, এমনকি অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অপরাধ করেও পুনরায় তাঁর ভালবাসার দিকে ফিরে আসতে পারে, সেজন্যই তওবার বিধান রাখা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولٰئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا-

'অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবূল করবেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে; এরাই হ'ল সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ' *(নিসা ১৭)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 'যে গোনাহ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়' *(নিসা ১১০)*। একই মর্মে আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার তওবা কবূল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(মায়েদাহ ৩৯)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'অনন্তর যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, আপনার পালনকর্তা এসবের পরে তাদের জন্য অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(নাহল ১১৯)*।

উল্লেখিত আয়াত সমূহের আলোকে বুঝা যায়, যারা দৈনন্দিন ধর্মীয় জীবনের সরল-সহজ পথে সতর্কতা অবলম্বনে ঐকান্তিকভাবে নিয়োজিত, শুধু তাদের কাছেই তাড়াতাড়ি ভুল পথ ধরা পড়ে। যেহেতু কোন মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়, তাই কোন সময় অজ্ঞতাবশতঃ, কোন সময় অসাবধানবশতঃ, কোন সময় অসচেতনতাবশতঃ, আবার কোন সময় দৈবক্রমেও অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের মত অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায়। অতঃপর নিজের ভুল ও অপরাধ বুঝতে পেরে আত্মসমালোচনার প্রেক্ষাপটে ভ্রম সংশোধনের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র শরণাপন্ন হ'লে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা মনের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন। কাজেই ইসলামের যেকোন বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আত্মত্যাগ, আত্মশুদ্ধি, আত্মসমর্পন, ইতিবাচক চিন্তা, মর্মস্পর্শী আবেগ ইত্যাদি অনুকূল পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে, তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল' *(বণী ইসরাঈল ২৫)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'অবশ্য যারা তওবা করে নিয়েছে, নিজেদের অবস্থার সংস্কার করেছে এবং আল্লাহ্র পথকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আল্লাহ্র ফরমাবরদার হয়েছে, তারা থাকবে মুসলমানদেরই সাথে। বস্তুতঃ আল্লাহ শীঘ্রই ঈমানদারগণকে মহাপুণ্য দান করবেন' *(নিসা ১৪৬)*।

উপরের আয়াতগুলিতে অবশ্য অকৃত্রিমভাবে তওবাকারীর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিভাত হয়েছে। ধর্মে কৃত্রিমতার কোন স্থান নেই। এখানে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, প্রহসন, অবিশ্বাস, অবহেলা, উপেক্ষা ইত্যাদির মত অলীক গুণভাণ্ডারের কোন মূল্য নেই। মুসলিম নর-নারীর জ্ঞান আহরণ, ভ্রম সংশোধন, সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণ, উন্নত চরিত্র গঠন ও আখেরাতের মুক্তির জন্য অকৃত্রিম তওবার মাধ্যমে পবিত্র ও নির্ভুল ইবাদত পালনের নির্দেশ তাৎপর্যপূর্ণভাবে পুনঃপুনঃ অবতীর্ণ হয়েছে।

আমাদের জ্ঞানসীমায় আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় আদেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে আল্লাহ্র আনুগত্য করা। পক্ষান্তরে সর্বনিম্ন, সর্বনিকৃষ্ট হচ্ছে আল্লাহ্র শরীক সাব্যস্ত করা। যেটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে চরম অপসন্দনীয়। কারণ এক আল্লাহ সত্য, দ্বীন ইসলাম সত্য, জন্ম-মৃত্যু, ইহকাল-পরকাল, নবী-রাসূল, ক্বিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নাম সবই সত্য। এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ সকল সত্যের প্রবর্তক। কিন্তু বিপরীতে আল্লাহ্র শরীক মিথ্যা, নবী-রাসূলের অবিশ্বাস মিথ্যা, পুনরুত্থানে অবিশ্বাস মিথ্যা, জান্নাত ও জাহান্নামে অবিশ্বাস মিথ্যা, সর্বোপরি অনন্তকালে অবিশ্বাসও মিথ্যা। আর শয়তান সকল মিথ্যার প্রবর্তক।

ইসলামের ঘোর শত্রু, মিথ্যার প্রবর্তক ইবলীস তার প্রচেষ্টা, প্ররোচনা ও প্রবঞ্চনায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ হ'তে ধীরে ধীরে অতি কৌশলে মানুষকে মিথ্যার পানে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করছে। ফলে সারা বিশ্বে আল্লাহ্র সমকক্ষ বহু মানুষ, জিন, দেব-দেবী, মূর্তি, জড়বস্তু, প্রকৃতি ইত্যাদি শক্তির উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্র সমতুল্য বা তাঁর চেয়ে কম বেশী উপকারী বলে পূজনীয় বস্তুগুলি তাদের (পূজকদের)

বিন্দু-বিসর্গও উপকার করতে পারে না। তাদের এহেন হীন ও গর্হিত সিদ্ধান্তের প্রতিফল দেওয়ার জন্য আল্লাহ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রয়েছেন। এরূপ শিরক প্রতিষ্ঠাকারীদের তওবা আল্লাহ কখনও কবূল করবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন। শিরক ব্যতীত তিনি যেকোন গোনাহ মাফ করে দিতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহ্র সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল' *(নিসা ৪৮)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়' *(নিসা ১১৬)*।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সঙ্গে শরীক স্থাপনকারীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং শাস্তি দানে দৃঢ় সংকল্প। এ বিষয়ে হুঁশিয়ারী প্রদান করে মহান আল্লাহ বলেন, 'অতএব আপনি আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করবেন না। করলে শাস্তিতে পতিত হবেন' *(শু'আরা ২১৩)*।

কুরআন মাজীদের উপরোক্ত বাণীর প্রতি সংগত কারণেই সকল মুমিন ও ধর্মভীরু বান্দার মনোযোগী ও আস্থাশীল হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়। পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে যেকোন ত্রুটি-বিচ্যুতি, অন্যায়-অপরাধ বা পাপসমূহ হ'তে শিরক অধিক মারাত্মক। আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপনকারী ছাড়া যেকোন ব্যক্তির বিশাল পাপরাশিও আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন বা ক্ষমাযোগ্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এমনকি কোন নবী রাসূলও শিরকের মত বিষাক্ত অপরাধ বা পাপ হ'তে ক্ষমারযোগ্য নয়। তাই শিরক থেকে বেঁচে থাকা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

কতিপয় কৃত্রিম ঈমানদার হয়ত শিরক করে না, গোনাহ করে অতঃপর তওবা করে। আবার পৃথিবীর মোহে, প্রবৃত্তির তাড়নায়, আন্তরিক ভীতির অভাবে, পরিবেশের চাপে তওবার কথা ভুলে গিয়ে অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়ে। অতঃপর কিছু কাল পর পুনরায় তওবা করে এবং অনির্দিষ্টকাল পর পথভ্রষ্ট হয় এবং আবার তওবা করে। এভাবে বারবার কৃত্রিম তওবার মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে প্রহসন করে। এরূপ ব্যক্তির তওবা কখনও কবূল হবে না। এদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে, আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি' *(নিসা ১৮)*।

আলোচ্য বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বাণী অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এভাবে, 'যারা একবার মুসলমান হয়ে পুনরায় কাফির হয়ে গেছে, আবার মুসলমান হয়েছে এবং আবারও কাফির হয়েছে এবং কুফরীতেই উন্নতি লাভ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে না ক্ষমা করবেন, না পথ দেখাবেন' *(নিসা ১৩৭)*। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং আল্লাহ্র পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, তারা সুদূর বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং সত্য চাপা দিয়ে রেখেছে, আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং সরল পথ দেখাবেন না' *(নিসা ১৬৭-৬৮)*। মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন, 'যা নিজেদের মনে চায় না, তারা আল্লাহ্র জন্য তাই সাব্যস্ত করে এবং তাদের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে এ মর্মে যে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। স্বতঃসিদ্ধ কথা হ'ল, তাদের জন্য রয়েছে অগ্নি এবং তাদেরকেই সর্বাগ্রে (তথায়) নিক্ষেপ করা হবে' *(নাহল ৬২)*।

উম্মতে মুহাম্মাদীর জীবনব্যবস্থায় শরী'আত অনুমোদিত নানা সুযোগ-সুবিধার মধ্যে তওবা অন্যতম। তওবার নীতিমালায় তেমন কোন সীমাবদ্ধতা নেই। এটা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাত্যহিক জীবন-যাপনে বা ধর্মপালনের যেকোন পর্যায়ে ভুল-ত্রুটির জন্য তওবাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করা যায়। এই সুবর্ণ সুযোগ হ'তেই এক শ্রেণীর চিরাচরিত সুবিধাভোগী মানুষ পুনঃপুনঃ তওবার মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করতে চায়। বর্ণিত আয়াতে কারীমাগুলিই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। পূর্বেই বলা হয়েছে, বান্দার প্রকৃত কাজ হবে প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করা। সুতরাং তওবার মত একটি মহৎ ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ক্ষেত্রেও অবশ্যই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি সর্বাগ্রে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামে তওবার প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিগ্রহণের প্রয়াস রয়েছে। এখানে ব্যক্তিগত মানমর্যাদা, অর্থ-সম্পদ, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, অহংকার প্রভৃতি স্বেচ্ছাচারিতার কোন অবকাশ নেই। আত্মসমর্পণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মশুদ্ধি ও আত্মানুশাসনমূলক প্রক্রিয়ায় তওবাই কেবল আল্লাহ্র দরবারে স্বীকৃত ও অনুমোদিত। সুতরাং প্রত্যেককে নিজের কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার পর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ্র কাছে পুনঃপুনঃ আবেদন করতে হবে। তওবা ও আবেদনমূলক আয়াতগুলির মাধ্যমে এ আবেদন করা যেতে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'হে আমাদের পালনকর্তা! সরলপথ প্রদর্শনের পর আপনি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করবেন না এবং আপনার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন। আপনিই সবকিছুর দাতা। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি মানুষকে একদিন অবশ্যই সমবেত করবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ভঙ্গ করেন না অঙ্গীকার' *(আলে ইমরান ৮-৯)*। বিনীত আবেদনপূর্ণ অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'হে

পালনকর্তা! আমরা আমাদের নফসের উপর যুলুম করেছি। যদি আপনি ক্ষমা না করেন এবং রহম না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হব' *(আ'রাফ ২৩)*।

এসব আয়াতের মাধ্যমে অন্তর্যামী আল্লাহ্‌র নিকট একনিষ্ঠ চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি অনায়াসেই ক্ষমা করে দিবেন। কেননা আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের প্রায় শতাধিক আয়াতে নিজেকে ক্ষমাশীল বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, '(হে নবী!) আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(হিজর ৯)*। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করে না কেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে না কেন? আল্লাহ যে ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(মায়েদাহ ৭৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ' *(বণী ইসরাঈল ৪৪)*। অন্য জায়গায় তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান' *(নূর ৬২)*।

বস্তুতঃ ক্ষমা, দয়া ও অনুগ্রহের আয়াতগুলিতে ব্যাপক মহানুভবতার ছোঁয়া খুঁজে পাওয়া যায়। সেজন্য নিরপেক্ষ বিবেচনায়, পাপী-তাপী বান্দা ও অকৃত্রিম আল্লাহভীরু হ'লে উক্ত আয়াতগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হ'তে পারে। এতদ্ব্যতীত কতিপয় বান্দা স্বীয় গোপন পাপের কারণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, নিজেকে অসহায় ভাবে। কিন্তু তার গোপন পাপকে গোপন রাখার দরুণ আল্লাহ তা গোপন রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত তা ক্ষমা করে দেন। এ ক্ষমা বান্দার কোমল হৃদয়ের পুরস্কার বৈ কিছুই নয়। এ প্রসঙ্গে ছাফওয়ান ইবনু মুহরিম থেকে বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর মুমিন বান্দার নির্জনে কথাবার্তা সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কি বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, 'তোমাদের কেউ তার রবের কাছে গেলে, তিনি তাঁর উপর পর্দা দিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, এসব কাজ কি তুমি করেছ'? সে বলবে, 'হ্যা করেছি'। আল্লাহ পাক আবার জিজ্ঞেস করবেন, 'তুমি কি এ কাজ এবং এ কাজ করেছ'? সে বলবে, 'হ্যা'। আল্লাহ এভাবে তার স্বীকৃতি নিবেন। অতঃপর বলবেন, 'আমি দুনিয়ায় তোমার এসব কাজ গোপন রেখেছিলাম আর আজকে তা মাফ করে দিলাম' *(বুখারী)*।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে বলা যায়, তওবা নিঃসন্দেহে দ্বীন ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কখনও ইহা অবহেলিত, উপেক্ষিত, অপ্রত্যাশিত ও কল্পনাপ্রসূত হ'তে পারে না; বরং ইহা অবশ্য পালনীয় একটি রহস্যপূর্ণ বিষয়। একমাত্র তওবার মাধ্যমেই বান্দা আত্মশুদ্ধির জগতে প্রবেশ করতে পারে। আর এই আত্মশুদ্ধির জন্যই কেবল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটেছিল। প্রিয় পাঠক! আসুন আমরা নশ্বর পার্থিব জীবনে বিদায় ঘন্টা বাজার আগেই তওবার মাধ্যমে নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করে নিই। তাহ'লে অবিনশ্বর পারলৌকিক জীবনে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হওয়া যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

সাময়িক প্রসঙ্গ

সন্ত্রাসঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

*মুহাম্মাদ মজীবুর রহমান**

মানব জীবনের জন্য দৈহিক ও মানসিক শান্তি, স্থিতি, জান-মাল ও ইয্যতের নিরাপত্তা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, ধর্মীয়, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অত্যাবশ্যক। কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংস্থা ও রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত যেই কর্মকাণ্ড দ্বারা মানব জীবনের উক্ত আবশ্যিক বিষয়গুলি বিপর্যয় ও হুমকির সম্মুখীন হয়, সেই কর্মকাণ্ডকেই বলা যায় 'সন্ত্রাস'।

সন্ত্রাস বর্তমান যুগের রাষ্ট্রীয় ফসল। যারা যত বড় সন্ত্রাসী, তারাই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তত বেশী সোচ্চার। গ্রাম বাংলায় একটি প্রবাদ রয়েছে- 'চোরের মা-এর বড় গলা'। আজকের সমাজচিত্র বড়ই বিভৎস, বড়ই জটিল। গ্রামের সমাজ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, জাতীয় সংসদ এগুলিই এক একটি সন্ত্রাসের সূতিকাগৃহ। গ্রামের মাতব্বরের অন্যায় ও অপকর্মের বিরুদ্ধে কেউ যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য অনেক মাতব্বরই ডজন ডজন সন্ত্রাসী পোষেন। অপরদিকে সমাজে দাঁড়িয়ে যখন কথা বলেন, তখন তাঁর কণ্ঠ থেকেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আহ্বান ঘোষিত হয়।

পৃথিবীর অনেক জাতির ক্ষেত্রেই জাতীয় প্রেক্ষাপটে গ্রামীন মাতব্বর থেকে শুরু করে ক্ষমতাসীন দল, বিরোধী দল সবাই সন্ত্রাস লালন করে আসছে। কোন কোন দেশের দল বিশেষের প্রভাবশালী নেতার হাতে দলীয় মিছিলে অংশ নেয়ার সময় প্রকাশ্য দিবালোকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখা যায়। সেই অস্ত্রের হস্তধারণ চিত্র দৈনিক পত্র-পত্রিকার পাতায় চোখে পড়বে। সেই দলেরই নেতা-কর্মীগণ যেখানেই সভা সমিতি করছেন, সেখানেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে কথা বলছেন। দেশ-বিদেশের প্রায় সবগুলি রাজনৈতিক দলই এ অভিযোগে অভিযুক্ত। দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে চোখ পড়লে বড় ভয়াল চিত্র পরিদৃষ্ট হ'তে থাকে।

খেয়ালী সন্ত্রাসঃ

বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা প্রায় ছয় শত কোটি। ইংরেজী ভাষায় একটি কথা আছে- Many men many minds. 'যত মানুষ তত মন'। যুক্তিগতভাবেই পৃথিবীতে মানুষের মন সবচেয়ে দামী। যে বস্তুটি অর্জন করা যত বেশী কঠিন, সে বস্তুটি তত বেশী মূল্যবান হয়ে থাকে। সাগর-মহাসাগরের অতলান্তিক গর্ত থেকে মণি-মাণিক্য তুলে আনা যত না দুষ্কর, একজন মানুষের দ্বারা আর একজন মানুষের মনকে জানা, উপলব্ধি করা, জয় করা তার

* প্রিন্সিপ্যাল, মহিশালবাড়ী সিনিয়র ফাযিল মাদরাসা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

চেয়ে অনেক বেশী দুষ্কর। দূরদর্শন, দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, এক্স-রে অথবা আল্ট্রাসনোগ্রাফী ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে নানা ধরনের চিত্র, তথ্য ও জ্ঞান লাভ করা যায়, পরীক্ষাধীন বস্তুর তথ্যাদি জানা যায়। আফসোসের বিষয় পৃথিবীর বিজ্ঞান দ্বারা এ পর্যন্ত মানুষের মন নিরুপণকারী কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। মনোবিজ্ঞান মানুষের দেহমনের বিশেষ লক্ষণাদি ও উপসর্গ পর্যবেক্ষণ পূর্বক মানবমনের সুখ-দুঃখ ভাবাবেগের আভাষ দিতে পারে মাত্র, তাও সর্বক্ষেত্রে নির্ভুল হয় না। মানুষের মনে কি সংকল্প রয়েছে? ভাল কাজের না খারাপ কাজের পরিকল্পনা করছে? তা জানা তো দূরের কথা আন্দাজ-অনুমান করাও বিপজ্জনক। মানুষের মন নিঃছিদ্র অন্ধকার। যুগ যুগ ধরে মানুষ মানবতার কল্যাণে বহু কাজ করেছে। আর কোন কোন মানুষ মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। মানুষের ভাল অথবা মন্দ কাজটি সর্বপ্রথমে তার মনে উদয় হয়। অনেক সময় ধরেই হয়তো মনে মনে তাকে পরিকল্পনা করতে হয়েছে। ফলাফল হয়তো এমন হয়েছে যে, মার্কনীর মন থেকে বেরিয়ে এসেছে রেডিও আর হালাকুখা'র মন থেকে বেরিয়ে এসেছে সমসাময়িক বিশ্বের সভ্যতার স্পন্দন মহানগরী বাগদাদের ধ্বংসযজ্ঞ। কিছু ব্যক্তি এমন আছে যারা মনের খেয়াল বশতঃ Art for art's sake-এর মত সন্ত্রাসকে সন্ত্রাসের জন্যই বেছে নিয়েছে। এ ধরনের সন্ত্রাসকে 'খেয়ালী সন্ত্রাস' বলা যায়।

স্বার্থসংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসঃ

মানুষকে চালনা করে মানুষের মন। আর মনকে চালনা করে মনের মধ্যে ছয়টি বিভাগীয় সচিবালয়- কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। মানব দেহের সংরক্ষণ, পরিবর্ধন, পরিমার্জন এ ছয়টি বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে ; পার্থিব পরিবেশের যে বস্তুটি মানুষের যত বেশী কল্যাণ করে, সে বস্তুটির মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতাও ততই বেশী। মানুষের তথা প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য আগুন ও তাপ সবচেয়ে বেশী কল্যাণ করে থাকে। অপরপক্ষে আগুনে পুড়ে মানুষ সবচেয়ে খারাপ পরিণতির শিকার হয়ে মারা যায়। মানব মনের ছয়টি বিভাগীয় সচিবালয় মানুষকে যেমন বাঁচার মত বাঁচতে সাহায্য করে, আবার যদি অনিয়ন্ত্রিত উপায়ে যথেচ্ছো আচরণ করে ঐ বিভাগগুলি দ্বারা মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই হবে অনেক বেশী। লোভের কথাই ধরা যাক। মানুষের লোভ যখন হিংস্র নখর বিস্তার করে, আইন-শৃংখলাকে বৃদ্ধাংগুল দেখিয়ে নারী, সম্পদ, বাড়ী, গাড়ী, জমি-জমা ইত্যাদি একের পর এক দখল করার জন্য যখন নাশকতামূলক কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে যায়, তখন তাকেই বলতে হয় স্বার্থপর সন্ত্রাস। বাংলাদেশের খুলনা যেলার এরশাদ শিকদারকে এ জাতীয় সন্ত্রাসীর তালিকায় নেয়া যায়।

ঠকবাজি সন্ত্রাসঃ

দরিদ্রের উপর ধনীর প্রবঞ্চনা, দুর্বলের উপর সবলের নির্যাতন পৃথিবীর নৈমিত্তিক ঘটনা প্রবাহের নির্বাচিত অংশ। মানব জাতির জাতীয়তাবাদী সত্তার প্রারম্ভিকতার পূর্বে মানুষ ঠকবাজ ছিল না। ছিলনা শঠ ও বঞ্চুর মনের অধিকারী। শক্তির সাহায্যে যে যাকে পেরেছে প্রকাশ্যভাবেই দুর্বল করে ফেলেছে। নিজে হ'তে চেয়েছে অধিকতর শক্তিশালী। জাতীয় উন্মেষে পরবর্তী মানুষ যখন নিয়ম-নীতি দ্বারা বাঁধা পড়তে লাগল, মানুষকে মানুষের সহায়ক ও পরিপূরক শক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় আইন-কানূনকে যখন লাগামহীন স্বেচ্ছাচারীদের হিংস্র নখর কেটে ফেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করল, তখন আইন ফাঁকি দিয়ে ঠকবাজি মনবৃত্তির বশবর্তী হয়ে অথবা মানব রচিত আইনের মার প্যাচের সুযোগে মালিক পক্ষ শ্রমিক পক্ষকে ঠকিয়ে শ্রমিকদেরকে নানা সময় নানাভাবে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে থাকে। বঞ্চনার শিকার হয়ে শ্রমিক পক্ষ তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিকের দাবীতে সংগ্রাম চালাতে থাকলে, এহেন সংগ্রামী শ্রমিক জনতার উপর বেআইনী শক্তি প্রয়োগের ফলে শ্রমিক জনতার শান্তির ঘুম হারিয়ে যায়। মালিক পক্ষের এরূপ শ্রমিক ঠকানো কর্মসূচীর সন্ত্রাসীরূপকে 'ঠকবাজী সন্ত্রাস' বলা যেতে পারে।

দমনমূলক সন্ত্রাসঃ

রাষ্ট্রীয় সংবিধান কর্তৃক বৈধতা থাকার পরও রাষ্ট্রে বসবাসরত কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, উপজাতি বা জাতি-সত্তা বাক-স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার হ'তে বঞ্চিত হ'তে থাকে; এরূপ বঞ্চনার বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আবেদন-নিবেদন যখন রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক উপেক্ষিত হয়, তখন ঐ সরকারের প্রতি বঞ্চিত জনগোষ্ঠী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। বহু জাতিক রাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন জাতিসত্তা বা কোন উপজাতি তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অথবা স্বাধীনতা চাইতেই পারে। জাতিসত্তার স্বাধীনতার দাবী আন্তর্জাতিক সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত। তা না হ'লে বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারত-পাকিস্তান স্বাধীন হ'তে পারত না; পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হ'তে পারত না। একাধিক জাতি, উপজাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার উপাদান দ্বারা যে, রাষ্ট্রের দৈহিক কাঠামোকে সুশোভিত করতে পারে। যে কোন সময়, যে কোন কারণে, যে কোন একটি উপাদান কেন্দ্রিক স্বতন্ত্র জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। প্রচণ্ড হক কথা হচ্ছে, যে কোন উপাদানকে কেন্দ্র করে কোন জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মতামত যদি স্বাধীনতার দাবী পেশ করে, তবে সে দাবীকে ন্যায্য দাবী মনে করাই বিধেয়। পরিতাপের বিষয়, যত দেশকে স্বাধীন হ'তে দেখা গিয়েছে, স্বাধীন হয়েছে যত জাতিসত্তা, সেই জাতিকে স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতার সাহসী বীর যোদ্ধাদের। হাযারো কোরবানীর তোহফা উৎসর্গ করতে হয়েছে কায়েমী স্বার্থান্বেষী ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রের সরকারী দাম্ভিকতার বেদীমূলে। সমস্ত জাতির স্বাধীনতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে একই চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। এক পক্ষের দাবী স্বাধীনতা নিতে হবে। অন্য পক্ষের দাবী স্বাধীনতা দেয়া যাবে না। এ দু'টি বাক্যকে কেন্দ্র করে কত নিরপরাধ-নিষ্পাপ মানুষ, স্বাধীনতাকামী

মানুষ ইতিহাসের গর্ভে হারিয়ে গেছে; কত লক্ষ সংগ্রামীর নিষ্পাপ রক্ত বন্যায় প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র-মসনদ স্নাত-বিধৌত হয়েছে; সম্ভবত কোন ঐতিহাসিক তার সঠিক পরিসংখ্যান সংরক্ষিত রাখতে পারেননি।

বাস্তবিক অর্থেই স্বাধীনতা পাবার হকদার জনগোষ্ঠীর সংগ্রামকে অশুভ স্বার্থে নস্যাৎ করার হীন মানসিকতায় পরিচালিত সামরিক পদক্ষেপকেই বলতে হয় 'অবদমন মূলক সন্ত্রাস'।

উপমহাদেশে চলেছে বৃটিশের দাপট। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে চলেছে অহিংস স্বদেশী আন্দোলন। স্বরাজের দাবীতে চলেছে নিখিল ভারত জুড়ে তোলপাড়, মিটিং মিছিল আর বিক্ষোভ, বেড়ে চলেছে লাল পাগড়ীর তৎপরতা। বিলেতি পণ্য বর্জনে দেশী খাদী পোশাকের সূতা তৈরীর চরকা ঘুরছে আর ঘুরছে। সাথে সাথে নেতাজী সুভাস বোসের দিল্লীর চাঁদনীচক ময়দানের স্বাধীনতার ঘোষণা-'ভারত ছাড়' আন্দোলন। বৃটিশ সরকারের পাশবিক শক্তি ফুঁসে উঠল। শুরু হ'ল সরকার পক্ষের যুলুম আর নিপীড়ন। জেল আর হত্যাযজ্ঞ। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রক্তশালুর অবগুণ্ঠনে পাঞ্জাব প্রদেশের জালিয়ান ওয়ালা বাগ পবিত্র হয়ে উঠল।

বৃটিশ সরকারের তদানীন্তন এহেন হীন সামরিক তৎপরতা কি সন্ত্রাসী তৎপরতা নয়? বৃটিশ সরকারের দমনমূলক সশস্ত্র পদক্ষেপের বিরুদ্ধে 'আযাদ হিন্দ ফৌজে'র চোরা গুপ্তা আক্রমণকে কি সন্ত্রাস বলে আখ্যায়িত করা যাবে? এ প্রশ্নের উত্তর বিশ্ব বিবেক কি দেবে? নিঃসন্দেহে বৃটিশরাই সন্ত্রাসী আর 'আযাদ হিন্দ ফৌজে'র জোয়ানরাই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী।

১৯৭১ এর পূর্বের কথা, তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্খা ও ভাল লাগার বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করতে থাকে। ১৯৫২ সনে পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে 'উর্দূ'-কে বাঙ্গালীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে শুরু হয় গণ-আন্দোলন। মিছিলে মিছিলে ঢাকার রাজপথ ছেয়ে যেতে থাকে। বেসামাল সরকার ১৪৪ ধারা জারী করে। ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে জনতার ঢল রাজ পথে। তৎকালীন প্রাদেশিক গভর্ণরের ফায়ারিং এর নির্দেশ। ঢাকার রাজপথ বাঙ্গালীর রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠল। বীর শহীদদের রক্ত সিঞ্চনে স্বায়ত্তশাসনের বীজ থেকে অংকুরোদগমিত হ'ল স্বাধীনতার মহীরুহ। স্বাধীন হ'ল বাংলাদেশ। স্বাধীনতাকামী বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে পাকিস্তান সরকার লক্ষ লক্ষ নর ও নারীকে হত্যা করেছিল। পাকিস্তান সরকারের হুমকির মুখে দমনমূলক নিপীড়নের ফলে অসংখ্য বাঙ্গালী সেদিন আশ্রয় নিল পড়শী দেশ ভারতে। ভারত বাঙ্গালী উদ্বাস্তু ও মুক্তিযোদ্ধাদের সেদিন আশ্রয় দিয়েছিল। বাঙ্গালীর স্বাধীনতার জন্য ভারত সরকারের অবদান স্মরণীয়। তবে ভারত সরকার সেদিন সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করেছিল যতটা বাঙ্গালীর স্বার্থে, তার চেয়ে অনেক বেশী স্বার্থ ছিল ভারতের নিজের। বাঙ্গালীর স্বাধীনতার স্বার্থকে ঢাল বানিয়ে ভারত তার নিজের স্বার্থ হাতিয়ে নিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু জাতীয়তাবাদের কল্প শত্রু মুসলিম উম্মাহর শান্তি-শক্তির প্রতীক পাকিস্তানকে দুর্বল করে ভেঙ্গে ফেলতে পারল। ১৯৬৫ সালে যা পারেনি।

কাশ্মীর প্রসঙ্গে আসতে হয়। কাশ্মীরের অধিবাসীর প্রায় ৯০ শতাংশ মুসলিম। কাশ্মীরের রাজা ছিলেন একজন অমুসলিম। বৃটিশ শাসনের বাইরে ছিল কাশ্মীর। বৃটিশ সরকার যখন ভারত উপমহাদেশকে হিন্দু ও মুসলিম দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে গেল, তখনকার বাস্তবতার দাবী অনুযায়ী স্থির হ'ল কাশ্মীরের রাজা কাশ্মীরেই থাকবেন, দেশ শাসন করবেন। কিন্তু তা হ'তে দেওয়া হয়নি। কাশ্মীরের 'ডোগরা' রাজাকে দিল্লীতে ডেকে আনা হ'ল। ভারতীয় বাহিনীকে কাশ্মীরে ঢুকতে দেখে পাকিস্তানী বাহিনীও ঢুকে পড়ল। শুরু হ'ল পাক-ভারত যুদ্ধ। ফলাফল অমীমাংসিত। এক-তৃতীয়াংশ কাশ্মীর পাকিস্তানের দখলে আর বাকী অংশ ভারতের দখলে চলে গেল। বাস্তবতার দাবী কাশ্মীরী জনগণের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। তাই তো সেদিন জাতিসংঘের মাধ্যমে ফায়ছালা এসেছিল। যে ফায়ছালায় বলা হয়েছিল, কাশ্মীরবাসীকে তিনটি বিকল্পের উপর গণভোটের ব্যবস্থা দিয়ে যেকোন একটি বিকল্প বেছে নেওয়ার অধিকার দিতে হবে। বিকল্প তিনটি হচ্ছে, স্বাধীনতা গ্রহণ অথবা ভারতের সাথে একাত্মতা অথবা পাকিস্তানের সাথে একাত্মতা। অদ্যাবধি গণভোট হয়নি। কাশ্মীরী জনগণকে সুকৌশলে সুপরিকল্পিতভাবে বঞ্চিত করা হয়। কাশ্মীরী মুসলিম জনতা আজ প্রবঞ্চনার শিকার। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবীতে কাশ্মীরের জনসাধারণ অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। লড়াই চলছে। একদিকে কাশ্মীরী জনতার ঈমানী তেজোদীপ্ত সীমিত অস্ত্রে সজ্জিত মুজাহেদীন, অপরদিকে আধুনিক সমর সাজে সজ্জিত অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রসহ সুশিক্ষিত নিয়মিত ইণ্ডিয়ান আর্মি। কাশ্মীর উপত্যকার লক্ষ লক্ষ নিরীহ বেসামরিক ও মহান স্বাধীনতার সুমহান সৈনিক কচুকাটা হচ্ছে, ভারত সরকারের দমনমূলক সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে। কাশ্মীরী জনতার স্বাধীনতার স্পৃহা চিরতরে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য দুই লক্ষ সেনা মোতায়েন করা হয়েছে কাশ্মীরে। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত খালি হচ্ছে কাশ্মীরী জননীর বুক। অসহায়া দম্পতির কাছ থেকে ছিনতাই করা হচ্ছে তার স্বামীর সোহাগ। হাযার হাযার শিশুকে বানানো হয়েছে অনাথ, ইয়াতীম। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন-কানূন ও নীতিমালা উপেক্ষা করে লক্ষ লক্ষ শান্তিকামী স্বাধীনতাকামী নিরীহ কাশ্মীরী জনসাধারণের উপর নির্মম, নির্দয় ও বর্বর হামলা ও হত্যাযজ্ঞ সবচেয়ে জঘণ্য সন্ত্রাস।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসঃ

কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে আদিতে মানুষ ছিল বুনো।

তাদের জীবন ছিল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘাতময়, ক্ষণস্থায়ী ও সংক্ষিপ্ত। কারো জীবনের কোন নিরাপত্তা ছিল না। মানবমণ্ডলীর জীবনবোধ, মান-সম্মান, ইয্যত-আব্রু ও নিরাপত্তাহীনতার অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র নামক সংগঠন বা সংস্থার উৎপত্তি হয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থার হাতে সমাজের ব্যক্তিবৃন্দের নিজ নিজ ক্ষমতা তুলে দিয়ে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালনভার অর্পন করে। যাই হোক আধুনিক যুগের রাষ্ট্র মানেই ক্ষমতা।

মানব প্রজন্মের অগ্রযাত্রার সাথে সাথে মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী পেছনে ফেলে এসেছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি জীবনের যাবতীয় উপাদানের সুলভ প্রাপ্তির জন্য মানুষ স্থান থেকে স্থানান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে মাইগ্রেট করতে করতে গোটা পৃথিবীকে জনবসতি দিয়ে ভরে দিয়েছে। দেশ থেকে দেশান্তর হওয়ার সাথে সাথে বর্ণ থেকে বর্ণান্তর, ভাষা থেকে ভাষান্তর, ভাব থেকে ভাবান্তর ও মত থেকে মতান্তরের শিকার হয়েছে মানব জাতি। মানবমণ্ডলীর এক ও অভিন্ন জাতিসত্তা বহুজাতিক রূপ পরিগ্রহ করে ফেলেছে। আর এ জাতীয়তাবোধ থেকেই আধুনিক রাষ্ট্রশক্তি দোর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ে বিদ্যমান।

জাতি-গোষ্ঠীর বিভিন্নতা পৃথিবীব্যাপী অসংখ্য রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্রই জাতীয়তাবাদকে সাম্প্রতিকতম রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে আত্মস্থ করেছে। ইংরেজ দার্শনিক বার্নাণ্ড রাসেলের উক্তি এ প্রসঙ্গেই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'অনেক আধুনিক লোক জাতীয়তাবাদকে একটা স্বাভাবিক বিষয় বলে গণ্য করেন। বিষয়টি কত নতুন সে বিষয়ে তাদের কোন ধারণা নেই'। এ বিষয়টি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যোয়ান অব আর্ক; ধর্ম যুদ্ধে সমগ্র ফ্রান্সে যার সমাধি রচিত হয়। ফ্রান্সের পর এলিজাবেথের সমকালীন ইংল্যাণ্ডে জাতীয়তাবাদকে প্রভাব বিস্তার করতে দেখা যায়। এর বিষাক্ত মন্ত্র শেকস্‌পীয়ারের মত কেউই এত সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারেনি। ফরাসি বিপ্লবের সময় এ বিষয়টি পুনরায় মূল্যায়িত হয়। এ পুনঃ মূল্যায়নের সাহায্যেই প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধী দলকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালানো হয়েছিল। এ জাতীয়তাবাদের শিষ্য হ'তে থাকে নেপোলিয়ান, জার্মান ও মেটার্নিক ইটালিয়ানগণ। ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্ব এহেন জাতীয়তাবাদের ছাত্রত্ব বরণ করতে থাকে। জাতি তথা রাষ্ট্র তার জাতীয় সুরক্ষা, অভ্যন্তরীণ শৃংখলা এবং দেশবাসীর কল্যাণে সীমাবদ্ধ থাকলে কথা ছিল না, কিন্তু রাষ্ট্র ক্রমশঃ সরকার বিরোধী ন্যায্য আন্দোলন অবদমন ও আন্তর্জাতিক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় গ্রেট বৃটেনের অধিবাসী টিউটাস, সেকস নম, ব্রিটন প্রভৃতি জাতি নরম্যান্স, গল প্রভৃতি জাতির অত্যাচার থেকে রক্ষা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের কথা কারো অজানা নয়। শিল্প বিপ্লবের ফলে যে সকল দেশ ও জাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যায়, তারা যে সকল দেশে বিপ্লবের হাওয়া লাগেনি এরূপ দেশ সমূহকে তাদের উৎপাদিত ফিনিস গুডস এর বাজার হিসাবে পেয়ে যায়। আর এই বাজার হিসাবে প্রাপ্ত দেশগুলির উপর আগ্রাসন ও নিপীড়ন চালাতে থাকে। ফলতঃ আত্মরক্ষামূলক ও শাসন-শৃঙ্খলামূলক জাতীয়তাবাদ রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে আগ্রাসনমূলক জাতীয়তাবাদের। আগ্রাসনমূলক জাতীয়তাবাদী কবি জনৈক বৃটিশ নাগরিক তার কবিতার দু'টি চরণে ইংল্যাণ্ডের উগ্র আগ্রাসনমূলক জাতীয়তাবাদের সুন্দর এক কাব্যচিত্র দৃষ্টিগোচর হয়-

"Rule Britannia rule the waves
Britain never shall be slaves."

'হে বৃটেনবাসী উত্তাল তরঙ্গের উপরও তোমার শাসন চালিয়ে যাও। বৃটেন কোনদিনও দাস শ্রেণীতে পরিণত হবে না'। সোজা কথায় বৃটেন সর্বদাই প্রভু হয়ে থাকবে। উগ্র জাতীয়তাবাদের এহেন পরিণতির ফলে প্রথম মহাযুদ্ধে ইউরোপকে মানুষের রক্ত গঙ্গায় সাতার কাটতে হয়। এক কোটি মানুষের অমূল্য জীবনের বিনিময়ে এহেন বর্বরোচিত উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনার মূল্য চুকাতে হয়েছে।

বড় বড় শক্তিধর ও উন্নত দেশগুলি ছোট ছোট দুর্বল ও অনুন্নত দেশগুলির উপর নানাবিধ কৌশলে আগ্রাসন পরিচালনা করে থাকে।

বাণিজ্যিক আগ্রাসনঃ

পৃথিবীর বাণিজ্য ব্যবস্থা ও মুদ্রা ব্যবস্থার নীতিমালা প্রণয়নের দায়িত্ব কেবলমাত্র উন্নত ও শক্তিধর দেশগুলির হাতে থাকায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও মুদ্রানীতি এমনভাবে প্রণীত হয়েছে, যাতে সুকৌশলে বিত্তবান দেশগুলিরই স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে। কর্মশক্তি, শ্রমশক্তি ও জনবল ভিত্তিতে মুদ্রা মান নির্ণিত না হয়ে পুঁজি ও প্রযুক্তিভিত্তিক মুদ্রামান নির্ণিত হয়ে আসছে। শ্রম ও শ্রম সংখ্যাকে গৌণ মনে করে প্রযুক্তি শক্তি ও কিছু কিছু মানব জীবনের জন্য অপ্রয়োজনীয় পদার্থকেই অর্থ ও মুদ্রা গঠনের মানদণ্ড হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়ে থাকে। অথচ শ্রম ব্যতীত কোন বস্তু বা পদার্থই অর্থ ও সম্পদে পরিণত হ'তে পারে না। ফলতঃ শ্রম প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। শ্রমবহুল একটি দেশ শ্রম ঘাটতির দেশগুলির চেয়ে বিপুল সম্পদ ঘাটতির কবলে পড়ে থাকে। বাণিজ্যিক দর কষাকষির ক্ষেত্রে দুর্বল দেশগুলির দুর্বলতার সুযোগে কম মূল্যে কাঁচামাল ক্রয় করে আবার উন্নত দেশগুলি যখন অনুন্নত দেশের কাছে জিনিসগুলি বিক্রি করে, তখন অধিক চড়া মূল্যে বিক্রি করে। দুর্বল দেশগুলি এমন পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়ে যে, উচ্চমূল্য দিয়েই ক্রয় করতে বাধ্য হয়। দেশ ভিত্তিক সবল বনাম দুর্বলের এই দ্বন্দ্ব পৃথিবীর নির্মম বাস্তবতা। দুর্বল সবলকে ছাড় দিতে বাধ্য হয়, সবলের ভয়ে ভীত হয়ে। দুর্বলের প্রতি সবলের এ জাতীয় ভীতির সঞ্চালন এক প্রকার সন্ত্রাস।

[চলবে]

ছাহাবা চরিত

হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ)

*নূরুল ইসলাম**

ভূমিকাঃ

হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ) ছিলেন জাহেলী ও ইসলামী যুগের কাব্যগগনের এক দীপ্ত রবি। জাহেলী যুগে ষাট বছর অতিক্রম করে ইসলাম গ্রহণ করে বয়সের ভারে ন্যুব্জ এই কবি ইসলামের প্রতিরক্ষায় কাব্যঅস্ত্র নিয়ে অতন্দ্র শার্দূলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ময়দানে। কবিতার তীক্ষ্ণ ধার দিয়ে মুশরিকদের ব্যঙ্গ কবিতার যথাযথ উত্তর দিয়ে তাদের মুখে তালা লাগিয়ে দেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁর অদম্য দুঃসাহসী কাব্য প্রতিভাকে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত করে এক বিরল ও অনুকরণীয় আদর্শ সৃষ্টি করেন। আর এজন্যই شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم বা 'রাসূল (ছাঃ)-এর কবি' আখ্যায় আখ্যায়িত হয়ে আজো তিনি ইতিহাসের পাতায় এক জীবন্ত কিংবদন্তী হিসাবে বেঁচে আছেন।

জন্ম, নাম, উপনাম ও বংশীয় ঐতিহ্যঃ

কবির মূল নাম হাসসান এবং উপনাম আবুল ওয়ালীদ, আবূ আবদুর রহমান, আবুল হুসাম ও আবুল মুযাররাব।[১] তবে আবুল ওয়ালীদ উপনামটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বলে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) মন্তব্য করেছেন।[২] হাসসান (রাঃ)-এর উপনাম 'আবুল হুসাম'-এর ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে যে, যেহেতু তিনি কবিতার দ্বারা কাফিরদের অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতেন এবং তাদের সম্মানকে নষ্ট করে দিতেন, তাই তাঁকে এই উপনামে ভূষিত করা হয়।[৩] তাঁর উপাধি হ'ল شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم বা 'রাসূল (ছাঃ)-এর কবি'।[৪] পিতার নাম ছাবিত ও মাতার নাম ফুরাই'আহ বিনতু খালেদ বিন খুনাইস বিন লূযান বিন আবদূদ।[৫] তবে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) খুনাইস-এর স্থলে হুবাইশ উল্লেখ করেছেন।[৬]

হাসসান (রাঃ) মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখায় রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মের প্রায় আট বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।[৭] রাসূল (ছাঃ)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিবের মাতা এবং রাসূল (ছাঃ)-এর মাতা আমিনাও ছিলেন এই গোত্রের। এদিক দিয়ে কবি হাসসান (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর আত্মীয়।[৮] কবির পূর্ণ বংশপরিক্রমা হ'ল- হাসসান বিন ছাবিত বিন মুনযির বিন হারাম বিন আমর বিন যায়েদ মানাত বিন আদী বিন আমর বিন মালেক বিন নাজ্জার আল-আনছারী আল-খাযরাজী আন-নাজ্জারী আল-মাদানী।[৯]

হাসসান (রাঃ) এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান ছিলেন। এ পরিবার জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগেই মর্যাদার অধিকারী ছিল। হাসসান (রাঃ)-এর পিতা ছাবিত বিন মুনযির ছিলেন গোত্রপতি এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। মাতা ফুরাই'আহ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[১০] 'সামীর' যুদ্ধে আওস ও খাযরাজ গোত্র হাসসান (রাঃ)-এর পিতা ছাবিতকে বিচারক নিয়োগ করেছিল এবং তার আদেশেই তারা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। হাসসান (রাঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাই আওস বিন ছাবিত মদীনার আনছারগণের সাথে 'শেষ আক্বাবা'য় (العقبة الأخيرة) অংশগ্রহণ করেছিলেন। হিজরতের পর ওছমান (রাঃ) তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় নেন এবং রাসূল (ছাঃ) উভয়কে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। তিনি ওহোদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। অপর ভাই আবূ শায়খ ওবাই বিন ছাবিত বদর যুদ্ধে আনছারগণের সাথে অংশগ্রহণ করেন এবং 'বিরে মাউনা'র (بئر معونة) যুদ্ধে শহীদ হন। দু'বৈমাত্রেয় বোন কাবশাহ ও লুবনাহ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[১১]

---

* বি,এ (অনার্স), ১ম বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়া, ১৪১৫ হিঃ/১৯৯৪ খৃঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৭; ঐ, আল-ইছাবাহ (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়া, তাবি), ১ম জিলদ, ২য় জুন, পৃঃ ৮; মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ওছমান আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরুতঃ মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৫ হিঃ/১৯৮৫ খৃঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১২।

২. আল-ইছাবাহ ১/৮ পৃঃ।

৩. ডঃ মুক্তাদা হাসান আযহারী, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান (রাজশাহীঃ মুহাম্মাদী প্রকাশনী সংস্থা, জুন '৯৬), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১।

৪. আল-ইছাবাহ ১/৮ পৃঃ।

৫. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-হাকেম আন-নাইসাপুরী, আল-মুসতাদরাক আলাছ-ছহীহাইন (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়া, ১৪১১ হিঃ/১৯৯০ খৃঃ), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫৩।

৬. আল-ইছাবাহ ১/৮ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব ২/২২৭ পৃঃ।

৭. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখুল আদাবিল আরাবী (মাত্বা'আতুল বুলিসিয়াহ, তাবি), পৃঃ ২৩২; ডঃ শাওকী যাইয়েফ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, ২য় খণ্ড, আল-আছরুল ইসলামী (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, তাবি), পৃঃ ৭৭।

৮. আল-আছরুল ইসলামী, পৃঃ ৭৭; আ,ত,ম মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় প্রকাশঃ জুন ১৯৯৫), পৃঃ ১৫৩; আবদুল জলীল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) ও সাহাবীদের মনোভাব (ঢাকাঃ ঐ, ১৯৯৫ খৃঃ), পৃঃ ৩৯।

৯. আবুল ফযল মুহাম্মাদ বিন ত্বাহের বিন আলী আল-মাক্বদেসী, আল-জাম'উ বায়না রিজালিছ-ছহীহাইন (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়া, ১৪০৫ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৩; সিয়ার ২/৫১২ পৃঃ; আল-মুস্তাদরাক আলাছ-ছহীহাইন ৩/৫৫৩ পৃঃ।

১০. আল-আছরুল ইসলামী, পৃঃ ৭৭।

১১. দীওয়ানু হাসসান বিন ছাবিত, ভূমিকা ও ব্যাখ্যাঃ প্রফেসর আবদা মাহিন্না (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়া, তাবি), পৃঃ ৯।

হাসসান (রাঃ)-এর পুরো বংশই ছিল কবি বংশ। তাঁর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, পুত্র আবদুর রহমান, পৌত্র সাঈদ, কন্যা লায়লা সকলেই কবি ছিলেন।[১২]

ইসলাম পূর্ব জীবনের চালচিত্রঃ

হাসসান (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্ববর্তী জীবনচিত্র সম্পর্কে যৎসামান্যই (Very Little) জানা যায়।[১৩] শৈশবকালে তিনি অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ ও বিলাসবহুল জীবন যাপন করেছেন। খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ, মদ্যপান প্রভৃতির মাঝে তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।[১৪]

জাহেলী যুগে মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। ফলে উভয় গোত্রের কবিদের মধ্যে কাব্যযুদ্ধ অব্যাহত ছিল যুগ যুগ ধরে। কায়স বিন খাতীম ছিলেন আওস গোত্রের কবি। দু'গোত্রে যুদ্ধ বাঁধলে কবি কায়স আওসের পক্ষে এবং কবি হাসসান খাযরাজ গোত্রের পক্ষে লড়াই করতেন। এর ফলে আরবে হাসসান (রাঃ)-এর কাব্যখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।[১৫] উকায মেলায় তিনি কবি আ'শা ও খানসা (রাঃ)-এর ন্যায় খ্যাতিমান কবির সাথে প্রতিযোগিতা করে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন।[১৬]

সিরিয়া সীমান্তের (Syrian Border) গাসসানী রাজন্যবর্গ বিশেষ করে আল-হারিছ বিন আবী সামীর, আমর বিন হারিছ এবং জাবালা বিন আয়হামের সাথে তাঁর সুনিবিড় সম্পর্ক ছিল।[১৭] তিনি গাস্সানী ও মানাযিরা রাজন্যবর্গের স্তুতি বর্ণনা করে কবিতা লিখতেন এবং উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করতেন।

সবচাইতে বেশী সম্পর্ক ছিল তাঁর 'আলে জাফনা'দের সাথে। তারা খৃষ্টান ছিলেন। কবি হাসসান (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার পরও তাদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতা হ্রাস পায়নি। তখনও তাঁর কাছে কনস্টান্টিনপোল থেকে যোগ্য উপহার নিয়ে দূত আসত।[১৮] তিনি বৃদ্ধ বয়সে যখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তখনও গাসসানী-রাজ দূত মারফত তাঁকে ৫০০ দীনার এবং কাপড় পাঠিয়েছিলেন।[১৯] একবার হাসসান (রাঃ) সামন্ত জাবালার দরবারে উপস্থিত হ'লে তিনি সেখানে কবি নাবিগার সাক্ষাত পান। কবি তখন তাঁর বিখ্যাত লামিয়াহ ক্বাছীদা আবৃত্তি করেন। জাবালা এ ক্বাছীদা শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁকে নাবিগার চাইতে ভাল কবি বলে স্বীকৃতি দেন।[২০]

ইসলাম গ্রহণঃ

রাসূল (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করলে হাসসান (রাঃ) মদীনার আনছারগণের সাথে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[২১]

কাব্যের মাধ্যমে ইসলামের খেদমতঃ

রাসূল (ছাঃ)-এর রাজনৈতিক (Diplomatic) ও সামরিক (Military) বিজয়ের ফলে কুরাইশরা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবাগণের বিরুদ্ধে বিদ্রুপাত্মক কাব্য-অভিযানে নেমে পড়ল। এ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল ৪ জন প্রভাবশালী কবির দ্বারা। তারা হ'ল আবূ সুফইয়ান বিন হারিছ বিন আবদুল মুত্তালিব, আবদুল্লাহ বিন যিবা'রাহ, আমর ইবনুল আছ ও যেরার বিন খাত্তাব আল-ফিহরী।[২২]

এদের রচিত ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবাগণকে ভীষণভাবে পীড়া দিতে লাগল। একদা এক ব্যক্তি আলী (রাঃ)-কে বললেন, যারা আমাদেরকে বিদ্রুপ করে আপনিও তাদেরকে বিদ্রুপ করে কবিতা রচনা করুন। তখন আলী (রাঃ) বললেন, রাসূল (ছাঃ) অনুমতি দিলে আমি প্রস্তুত রয়েছি। জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আলী (রাঃ)-কে বিদ্রুপকারীদের বিদ্রুপের সমুচিত জবাব দানের অনুমতি প্রদান করুন। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, আলীর এ যোগ্যতা নেই। অতঃপর তিনি বললেন,

مَا يَمْنَعُ الْقَوْمَ الَّذِيْنَ نَصَرُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِسِلَاحِهِمْ اَنْ يَّنْصُرُوْهُ بِاَلْسِنَتِهِمْ؟

'যারা অস্ত্রের দ্বারা আল্লাহ্র রাসূলকে সাহায্য করেছে, কবিতা দ্বারা তাঁকে সাহায্য করতে তাদেরকে কে বাধা দিয়েছে'?[২৩]

রাসূল (ছাঃ)-এর এ উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে মর্দে মুজাহিদ হাসসান বিন ছাবিত, কা'ব বিন মালেক ও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) কাব্যের মাধ্যমে ইসলামের প্রতিরক্ষার সংগ্রামে এগিয়ে এলেন।[২৪]

এ তিনজনের মধ্যে হাসসান (রাঃ)-এর কাব্যশক্তি ছিল প্রবল। তাই রাসূল (ছাঃ) তাঁকে নির্দেশ দিলেন,

اُهْجُ الْمُشْرِكِيْنَ فَاِنَّ جِبْرَئِيْلَ مَعَكَ –

---

১২. *মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, সাহাবীদের (রাঃ) কাব্যচর্চা (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৭), পৃঃ ৭৭; কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (স.) ও সাহাবীদের মনোভাব, পৃঃ ৩৯।*

১৩. *K.A. Fariq, History of Arabic Literature (Delhi: Vikas Publications, 1972), p.112.*

১৪. *হান্না আল-ফাখূরী, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃঃ ২৩২।*

১৫. *তদেব; আ,ত,ম মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ১৫৪; সাহাবীদের (রাঃ) কাব্যচর্চা, পৃঃ ৭৭।*

১৬. *আল-আছরুল ইসলামী, পৃঃ ৭৭; কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (স.) ও সাহাবীদের মনোভাব, পৃঃ ৪০।*

১৭. *History of Arabic Literature, p.112.*

১৮. *আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, তারীখুল আদাবিল আরাবী (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, ৪র্থ প্রকাশঃ ১৪১৮ হিঃ/১৯৯৭ খৃঃ), পৃঃ ১১১; গোলাম সামদানী কোরায়শী, আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃঃ ৪৮।*

১৯. *কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (স.) ও সাহাবীদের মনোভাব, পৃঃ ৪০। গৃহীতঃ ইবনু কুতায়বা, কিতাবুশ শি'র ওয়াশ-শু'আরা, পৃঃ ১৭১।*

২০. *আ,ত,ম মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ১৫৪।*

২১. *যাইয়াত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃঃ ১১১; আল-আছরুল ইসলামী, পৃঃ ৭৭।*

২২. *History of Arabic Literature, p.112-113.*

২৩. *জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিইয়া (কায়রোঃ দারুল হেলাল, ১৯৫৭ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭১-৭২।*

২৪. *তদেব, পৃঃ ১৭২; History of Arabic Literature, p.113.*

'তুমি মুশরিকদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপাত্মক কবিতা আবৃত্তি কর। জিবরাঈল (আঃ) তোমার সাথে আছেন'।

তিনি তাঁকে আরো বললেন,

اُجِبْ عَنِّىْ اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ-

'তুমি আমার পক্ষ থেকে কাফেরদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের জবাব দাও (এবং হাসসান (রাঃ)-এর জন্য এভাবে দো'আ করলেন) হে আল্লাহ! তুমি জিবরাঈলের দ্বারা হাসসানকে সাহায্য কর'।[২৫]

তিনি তাঁকে আরো বললেন,

إِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ لاَ يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ-

'যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূলের পক্ষ হ'তে (মুশরিকদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের) মুকাবিলা করতে থাকবে, 'রূহুল কুদুস' তথা জিবরাঈল (আঃ) তোমায় সাহায্য করতে থাকবেন'।[২৬]

তাছাড়া তিনি ছাহাবী কবিগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

اُهْجُوْا قُرَيْشًا فَإِنَّهُ اَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ رَشْقٍ النَّبْلِ-

'তোমরা কুরাইশদের প্রতি ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপাত্মক কবিতা আবৃত্তি কর। কেননা এটা তাদের জন্য তীরের আঘাতের চেয়েও কঠোর আঘাত'।[২৭]

রাসূল (ছাঃ) হাসসান (রাঃ)-কে বলেছিলেন, 'তুমি কিভাবে কুরাইশদের নিন্দা করবে অথচ আমি সে বংশের'। তখন হাসসান (রাঃ) বলেছিলেন,

أَسُلُّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ-

'মথিত আটা থেকে চুল যেভাবে বের করে আনা হয়, আমিও সেভাবে আপনাকে তাদের মধ্য থেকে বের করে আনব'।[২৮]

রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ প্রাপ্তির পর কুরাইশ নেতা আবূ সুফইয়ানকে লক্ষ্য করে তিনি যে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করেন তার কিয়দংশ নিম্নরূপ-

أَلاَ اَبْلِغْ اَبَا سُفْيَانَ عَنِّىْ + مُغَلْغَلَةً فَقَدْ بَرِحَ الْخَفَاءُ
بِأَنَّ سُيُوْفَنَا تَرَكَتْكَ عَبْدًا + وَعَبْدُ الدَّارِ سَادَتُهَا الْإِمَاءُ
هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَاَجَبْتُ عَنْهُ + وَعِنْدَ اللّٰهِ فِىْ ذَاكَ الْجَزَاءُ
أَ تَهْجُوْهُ وَلَسْتَ لَهُ بِكُفْءٍ + فَشَرُّكُمَا لِخَيْرِكُمَا الْفِدَاءُ-

অনুবাদঃ 'কেউ কি আমার পক্ষ থেকে আবূ সুফইয়ানকে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দিবে যে, তার স্বরূপ আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়ে গেছে। আমাদের তরবারী তাকে করেছে পুরোপুরি দাস। তাই আজ দাসীদের হাতে আবদুদ দার গোত্রের নেতৃত্বভার পড়েছে। তুমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিন্দা করেছ আর আমি তার জবাব দিয়েছি। আল্লাহ্র কাছে এর যথাযথ প্রতিদান রয়েছে। তুমি এমন একজনের কুৎসা রটনা করেছ, যার সমকক্ষ তুমি নও। তোমাদের মন্দজন তোমাদের ভালজনের জন্য উৎসর্গ হোক'।[২৯] এভাবে ব্যঙ্গ কবিতার যথাযথ উত্তর দিয়ে তিনি নিজেকে প্রকৃত অর্থে রাসূল (ছাঃ)-এর সভাকবি রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।

হাসসান (রাঃ)-এর কাব্যে ইসলামী ভাবধারাঃ

হাসসান (রাঃ) তাঁর ইসলাম গ্রহণোত্তর রচিত কবিতায় মুশরিকদের ব্যঙ্গ কবিতার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ), মুহাজির ও আনছারগণের প্রশংসা, যুদ্ধের ময়দানে অনুপ্রেরণা, ধর্মীয় উপদেশ, রাসূল (ছাঃ) ও বিশিষ্ট ছাহাবাগণের ইন্তেকালে শোকগাঁথা রচনা ইত্যাদিকে অবলম্বন করে তার ইসলাম গ্রহণোত্তর কবিতা আবর্তিত হয়েছে।

আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসায় তিনি বলেন,

نَبِىٌّ أَتَانَا بَعْدَ يَأْسٍ وَفَتْرَةٍ + مِنَ الرُّسُلِ وَالْأَوْثَانُ فِى الْأَرْضِ تُعْبَدُ
فَأَمْسَى سِرَاجًا مُسْتَنِيْرًا وَهَادِيًا + يَلُوْحُ كَمَا لاَحَ الصَّقِيْلُ الْمُهَنَّدُ
وَ أَنْذَرَنَا نَارًا وَ بَشَّرَ جَنَّةً + وَعَلَّمَنَا الْإِسْلاَمَ فَاللّٰهَ نَحْمَدُ
وَأَنْتَ إِلٰهَ الْخَلْقِ رَبِّىْ وَخَالِقِىْ + بِذٰلِكَ مَاعُمِّرْتُ فِى النَّاسِ اَشْهَدُ

অনুবাদঃ 'রাসূলগণের আগমনের দীর্ঘ বিরতির পর প্রতীক্ষার প্রহর শেষে নবীর আগমন ঘটেছে, পৃথিবীতে মূর্তি পূজার রেওয়ায চালু হয়েছে, এমন সময় প্রজ্জ্বলিত বাতির ন্যায় তিনি পথ প্রদর্শকরূপে এসেছেন। তিনি ঝলমলিয়ে উঠলেন ভারতীয় স্বচ্ছ ধারালো তরবারী যেমনভাবে ঝলমল করে। তিনি আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করলেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। আর আমাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দিলেন। তাই আমরা আল্লাহ্র প্রশংসা করি। (হে আল্লাহ!) তুমি সমস্ত সৃষ্টিকূলের ইলাহ! তুমি আমার প্রতিপালক ও স্রষ্টা। আজীবন এ সাক্ষ্যই দিয়ে যাব'।[৩০]

রাসূল (ছাঃ)-এর ইন্তেকালে তিনি সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করেছিলেন। রাসূল (ছাঃ)-কে হারানোর ব্যথায় জর্জরিত কবির হৃদয়ের গভীর থেকে উচ্চারিত হয়েছে-

'সঠিক পথের দিশারী-বিদায়ে বুদ্ধিহীন আমি চিরতরে,
আমি কেন হায় মরিনি আগে, ভাল হতো যদি গেলে যে মরে।
ওরে ও হাসসান! চোখে কেন তোর ঘুম নাই বল! হয়েছে কি
অধীর কেন রে? উষর মরুতে বিচরণে ফের না যাবে কি!'[৩১]

[চলবে]

---

২৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাতুল মাছাবীহ (দিল্লীঃ কুতুবখানা রশীদিয়া, তাবি), পৃঃ ৪০৯।
২৬. মুসলিম, গৃহীতঃ তদেব।
২৭. মুসলিম, গৃহীতঃ তদেব।
২৮. যাইয়াত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃঃ ১১১।
২৯. ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ, যাদুল মা'আদ (বৈরুতঃ মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ২৭তম সংস্করণঃ ১৪১৫ হিঃ/১৯৯৪ খৃঃ), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪১৮।
৩০. দীওয়ানু হাসসান বিন ছাবিত, ভূমিকা, পৃঃ ১৪।
৩১. সাহাবীদের (রাঃ) কাব্যচর্চা, পৃঃ ৯৭।

নবীনদের পাতা

ইসলামের দৃষ্টিতে রোগ ও তার প্রতিকার

*মুহিবুর রহমান হেলাল**

ভূমিকাঃ

ইসলাম বাস্তবমুখী পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানব জাতি যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, ইসলাম তখন তার সমাধান দিয়েছে। মানুষ আল্লাহ্‌র দাস। তাঁর হুকুম পালনে একনিষ্ঠ মানুষ কখনও কখনও শারীরিক এবং মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে আল্লাহ্‌র হুকুম পালনে অক্ষম হয়ে পড়ে। মানুষ যেন আল্লাহ্‌র হুকুম পালনে অক্ষম হয়ে না পড়ে, তার জন্য ইসলাম দিয়েছে বৈজ্ঞানিক সমাধান। আর এই বৈজ্ঞানিক সমাধানই হচ্ছে চিকিৎসা।

ইসলামের দৃষ্টিতে রোগঃ

একবিংশ শতাব্দীর চরম উন্নতির যুগেও মানুষ রোগ সম্পর্কে নানা অদ্ভুত চিন্তা-ভাবনা করে থাকে। অনেকের মতে রোগ একটি মুছীবত এবং এলাহী গযব। আবার অনেকের মতে রোগ হ'ল জিন, ভূত এবং প্রেতাত্মার আছর। মূলতঃ রোগ হ'ল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরীক্ষা। যেমন- আল্লাহপাক বলেন, 'অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, জান ও মালের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে' *(বাক্বারাহ ১৫৬)*। সুতরাং রোগ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে। তাই এর নিন্দা করা উচিৎ নয়। রোগ আমাদের পরীক্ষা ও যাচাইয়ের জন্য অথবা উচ্চ মর্যাদাশীল করার জন্য। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ। শাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ) একদা একজন রোগীকে দেখতে গিয়ে বলেন, কেমন আছেন? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের সাথে প্রভাত করেছি। একথায় খুশী হয়ে শাদ্দাদ তাকে হাদীছ শুনিয়ে বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ পাক বলেছেন, 'যখন আমি আমার কোন মুমিন বান্দাকে বিপদে ফেলে পরীক্ষা করি, তখন সে আমার প্রশংসা করে। অতঃপর সে তার বিছানা থেকে উঠে এমন পাপশূন্য অবস্থায় যেমনভাবে সে ভূমিষ্ট হয়েছিল'। আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দাকে গ্রেফতার করেছিলাম। তোমরা তাকে এমনভাবে পুরস্কৃত কর, যেমনভাবে সুস্থ অবস্থায় নেকী করলে সে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।[১]

অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুসলমানদের উপর যেকোন বিপদ মুছীবতই আসে, আল্লাহ তা'আলা এর বদলে তার গুনাহ মিটিয়ে দেন। এমনকি তার শরীরে কাটাবিদ্ধ হ'লে তার দ্বারাও।[২]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুসলমান যখন রোগ-শোক বা অন্য কোন বিপদে পতিত হয় (এবং ছবর করে), আল্লাহ এর বিনিময়ে তার গুনাহ সমূহ ঝরিয়ে দেন। যেমন বৃক্ষ থেকে পত্রসমূহ ঝরে পড়ে'।[৩] অপর একটি হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ করতে চান তাকে মুছীবতে ফেলেন'।[৪]

উপরের হাদীছগুলি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, রোগ কোন মুছীবত বা এলাহী গযব নয়; বরং গোনাহ হ'তে পাপ মুক্তির একটা মাধ্যম।

ইসলামে রোগের প্রতিকারঃ

রাসূল (ছাঃ) স্বাস্থ্য-সুস্থতা এবং স্বাস্থ্যের হিফাযত ও সুরক্ষার মৌল বিধি-বিধান সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি স্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক ও উপকারী বস্তু এবং সে সকল বিষয়াবলীও চিহ্নিত করে দিয়েছেন, যা স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্য অত্যন্ত যরূরী। কেননা সুস্বাস্থ্য মুমিনের জন্য রহমত স্বরূপ। তাইতো রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'একজন ভগ্ন স্বাস্থ্যবান মুমিন থেকে স্বাস্থ্যবান বলশালী মুমিন আল্লাহ্‌র নিকট শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়'।[৫] কোন ব্যক্তি অসুস্থ হ'লে, ইসলামের নির্দেশে সে ওষুধ ব্যবহার করবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ্‌র বান্দারা তোমরা ওষুধ ব্যবহার কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ দেননি, যার কোন আরোগ্যের ব্যবস্থা তিনি দেননি। তবে একটি রোগ ছাড়া। ছাহাবাগণ বললেন, সে রোগটি কি? তিনি বলেন বার্ধক্য'।[৬]

অন্য হাদীছে তিনি বলেন, 'আল্লাহ এমন কোন রোগ প্রেরণ করেননি, যার সঙ্গে তার প্রতিষেধক প্রেরণ করেননি'।[৭] উপরের হাদীছদ্বয় থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, কোন রোগই দূরারোগ্য নয়। একমাত্র শেফা দানকারী মহান আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি রোগের সঙ্গে প্রতিষেধক সৃষ্টি করেছেন। তাই কোন ভাবেই আরোগ্য থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না। প্রতিটি রোগের ওষুধ নির্দিষ্ট। তাই কোন ওষুধে কাজ না হ'তে থাকলে মনে করতে হবে, রোগের সঠিক ওষুধ প্রয়োগ করা হচ্ছে না। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক রোগের জন্য ওষুধ রয়েছে। সুতরাং সঠিক ওষুধ যখন রোগের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন আল্লাহ্‌র হুকুমে রোগী রোগ মুক্ত হয়'।[৮]

আজকের যুগে যদি চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিকে তাকানো যায়, তাহ'লে আমরা দেখতে পাব, অনেক রোগের এখনো প্রতিষেধক আবষ্কৃত হয়নি। তার মানে এই নয় যে, মানুষ প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারবে না। মানুষ যদি গবেষণা করতে থাকে, তাহ'লে একদিন না একদিন তা আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ। কেননা প্রতিটি রোগের প্রতিষেধক আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন।

সকল রোগের মহৌষধ আল-কুরআনঃ বার্ধক্য এবং মৃত্যু ছাড়া আর কোন অবস্থা দুরারোগ্য ব্যাধি নেয়। যার চিকিৎসা কুরআন দ্বারা সম্ভব নয়। অর্থাৎ বার্ধক্য এবং মৃত্যু ছাড়া সকল প্রকার রোগের মহৌষধ আল-কুরআন। কেননা কুরআন এসেছে

* বি,এ (অনার্স), ১ম বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. আহমাদ, সনদ হাসান, আলবানী মিশকাত হা/১৫৭৯।
২. বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৫ম খণ্ড, হা/৫২২৯।
৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আলবানী মিশকাত হা/১৫৩৮।
৪. বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৫ম খণ্ড, হা/৫২৩৩।
৫. মুসলিম, গৃহীতঃ ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-খাত্বীব আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাছাবীহ (ঢাকাঃ ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, তাবি), পৃঃ ৪৫২।
৬. আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, আলবানী মিশকাত ২/১২৮১ পৃঃ, হা/৪৫৩২, সনদ ছহীহ।
৭. বুখারী, আলবানী মিশকাত ২/১২৭৮ পৃঃ, হা/৪৫১৪।
৮. মুসলিম, আলবানী মিশকাত ২/১২৭৮ পৃঃ, হা/৪৫১৫।

মানব মনের সকল প্রকার কলুষ-কালিমা, অশুভ চিন্তা, শঠতা ও ধৃষ্টতা, অবাধ্যতা, বর্বরতা, কৃপণতা, অসভ্যতা, নাস্তিকতা ও পাশবিকতা ইত্যাদি সকল বিষয়ের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক রোগের প্রতিষেধক হিসেবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ 'আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা ঈমানদারদের জন্য শেফা (রোগ মুক্তি) ও রহমত স্বরূপ' *(বণী ইসরাঈল ৮২)*।

'যখন মানুষ প্রকৃত ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে আল্লাহভীতি ও পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস করতে পারবে, সঠিক ধ্যান-ধারণা নিয়ে মানুষ যখন ধর্মপরায়ণ হবে, শরী'আতের প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর পূর্ণ মাত্রায় আমল করবে, অতি প্রভাতে ঘুম থেকে জেগে উঠবে, ওযূ গোসল ও পাক-পবিত্রতা সহকারে সকাল-বিকালের আহার পর্যন্ত শরী'আত মোতাবেক হবে, তখন সে স্বচক্ষে দেখবে যে, তার মনের স্বচ্ছতা ও ঈমানের পরিপক্কতা অনেক বেড়েছে। ঈমান উজ্জীবিত হয়ে তার অন্তরাত্মা পূর্ণতা লাভ করেছে। রক্ত, মাংস, শিরা-উপশিরায় এসেছে আল্লাহ্র শক্তি। নিজেকে মহান আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ দাসানুদাসে পরিণত করতে পেরে তার মনে আসবে আনন্দের জোয়ার। আল্লাহ্র নূরে দীপ্ত হবে তার মুখমণ্ডল, ভীত হবে দুশমন এবং সতেজ হবে ইশকে এলাহী। তিনি যেখানে যাবেন, সেখানে আল্লাহ্র রহমত সঙ্গে নিয়ে যাবেন। তিনি আল্লাহ্র শক্তির বলে সব সময় এমনভাবে বলীয়ান হবেন যে, তার নিকট কোন বাতিল শক্তি এসে শিকড় গেড়ে বসতেই পারবে না। রহমতের বারী তাকে এমনভাবে বেষ্টন করে থাকবে যে, তার শ্বাস-প্রশ্বাসে, ওযূ-গোসলে, সকাল-সন্ধ্যার তাসবীহ পাঠে শুধু আল্লাহ্র প্রেমের মদিরায় কুলুষিত আবহাওয়ার ব্যাধিগুলিকে নিস্তেজ করে এমনভাবে সরিয়ে রাখবে যে, তার উপর সব সময় আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হবে। এমতাবস্থায় বহিরাগত কোন ব্যাধির জীবাণু তার নিকট আসতেই পারবে না।[৯]

পবিত্র কুরআন এখনও রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র। তবে শর্ত হ'ল, এর উপর যথাযথভাবে আমল করতে হবে। কুরআনকে শুধু উত্তম মনে করে পাঠ করতে থাকাই যথেষ্ট নয়। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত এ মহাগ্রন্থটিকে আমরা আমাদের জীবন চলার পথের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ্রহণ করে না নিব, ততদিন আল-কুরআন কিভাবে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা পত্র হবে?

পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত ওষুধ সমূহ

১. মধুঃ

মধু আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে মানব জাতির জন্য এক মহা নে'মত। কেননা আল্লাহ বলেন, فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ 'এতে (মধুতে) মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার' *(নাহল ৬৯)*।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমার ভাইয়ের পেট ছুটেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে মধু পান করালো এবং আবার এসে বলল, আমি তাকে মধু পান করিয়েছি, এতে তার দাস্ত আরও বেড়ে গেছে। এভাবে একই অভিযোগ তিন বার করল। অতঃপর সে চতুর্থবার ঐ অভিযোগ করল। এবারও নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে বলল, আমি অবশ্যই তাকে মধু পান করায়েছি। কিন্তু তার দাস্ত আরও বেড়ে গেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ যা বলেছেন তা সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা অর্থাৎ পেটে এখনও দূষিত পদার্থ রয়েছে। অতঃপর তাকে মধু পান করাল এবং সে আরোগ্য লাভ করল।[১০]

মধু সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেন যে, একমাত্র মধুর ব্যবহারে হাযার হাযার কঠিন রোগ অতি অল্প দিনেই আরোগ্য হয়েছে। এ মধুর সন্ধান না পেলে চিকিৎসাবিজ্ঞান থাকত পশ্চাদপদ আর লক্ষ লক্ষ নর-নারী অকালেই ধরা হ'তে বিদায় নিত।[১১] বিখ্যাত পুষ্টিবিজ্ঞানী ডঃ আরন্ত লোবাণ্ড বলেছেন, 'ইনের শক্তি যেমন পেট্রোল, হৃদযন্ত্রের শক্তি তেমন মধু'।[১২] বেশ কিছু ওষুধ বিশেষজ্ঞ মধুকে শিশুর খাদ্য হিসাবে অনুমোদন করেছেন। কেননা শিশুরা মধু পান করলে ক্যালসিয়াম লাভ করে থাকে এবং হজমের গণ্ডগোল দূরীভূত হয়।[১৩] বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন মধুতে রয়েছে এক শক্তিশালী জীবাণুনাশক ক্ষমতা। এই ক্ষমতার নাম 'ইনহিবিন'। গবেষণায় আরো দেখা গেছে, রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া মধুতে দিতে গেলে মারা যায়।[১৪] মধু শরীর ও ফুসফুসকে শক্তিশালী করে এবং রুচি বৃদ্ধি করে।[১৫] পোড়া ঘায়ের চিকিৎসায় মধু ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারণ মধুতে কিছু নমনীয় এ্যান্টিসেপটিক গুণাবলী আছে।[১৬] মধু সর্দি-কাশি, ডায়রিয়া, হাপানী, হৃদরোগ, বাত, কিডনী রোগ, মেয়েদের মেয়েলী রোগ সহ নানাবিধ রোগে ব্যাপকভাবে কার্যকর।[১৭] আয়ুর্বেদ মতে মধু সাধারণত রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, স্তন্য, কেশ, বল, বর্ণ ও দৃষ্টিশক্তি বর্ধক গুণ সম্পন্ন। বালক, বৃদ্ধ, ক্ষয় রোগী ও দুর্বল লোকের জন্য হিতকর। এটা দেহের ওযন, শক্তি, সাহস, জননশক্তির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।[১৮] বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেন যে, মধুর মাধ্যমে অনেক কঠিন কঠিন রোগ ভালো হয়ে যায়। আজ হ'তে ১৪শত বছর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, মধু এমন এক মহৌষধ, যা দ্বারা সকল রোগের চিকিৎসা করা যায়।

[চলবে]

---

৯. জিল্লুর রহমান নাদভী, আল-কোরআনের বিপ্লবী অবদান (ঢাকা তামান্না বুক ডিপো, ৩য় প্রকাশ ১৯৯৮) পৃঃ ১৬।

১০. বুখারী-মুসলিম, আলবানী মিশকাত ২/১২৭৯ পৃঃ, হা/৪৫২১।

১১. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, বিজ্ঞান না কোরআন (কলিকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ডিসেম্বর ১৯৯৭), পৃঃ ৩১৮।

১২. ডঃ নাজমুল আলম, প্রবন্ধঃ মধুঃ একটি মহৌষধ, মাসিক পৃথিবী, ৮ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৮, পৃঃ ৩৫।

১৩. মুহাম্মাদ আবু তালেব, আল-কোরআন ইজ অল সাইন্স (চট্টগ্রামঃ ইডেন প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী ২০০১), পৃঃ ৪৬৮।

১৪. ডাঃ মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন সুন্নাহ (ঢাকাঃ কাসেমিয়া লাইব্রেরী, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯), পৃঃ ২৪।

১৫. ডাঃ এ,এইচ,এম, আজহারুল ইসলাম, প্রবন্ধঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসাবে হুযুর পাক (সঃ) এবং হার্বসের ভূমিকা, মাসিক মদীনা, মার্চ ২০০০, পৃঃ ৩৯।

১৬.শেখ মোহাম্মাদ ইসমাইল ও আব্দুল কাদের মল্লিক, পবিত্র কোরআনে বিজ্ঞানের নির্দেশনা (ঢাকাঃ জ্ঞানস্রোষ প্রকাশনী ২০০০), পৃঃ ৩৪৮।

১৭. কোহিনুর বেগম, প্রবন্ধঃ ইসলামের স্বাস্থ্য সম্মত জীবন পদ্ধতি, মাসিক আদর্শ নারী, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন ২০০০, পৃঃ ৬৬।

১৮. বিজ্ঞান না কোরআন, পৃঃ ৩১৯।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

কারূনের সম্পদ ধ্বংসের কাহিনী

*আবদুল ওয়াদুদ**

কারূন ছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগের একজন ধনবান ব্যক্তি। তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْأُ بِالْعُصْبَةِ أُوْلِى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَتَفْرَحْ إِنَّ اللّهَ لاَيُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ-

'কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। আমি তাকে এমন ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম, যার চাবিগুলি বহন করা (কদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর! তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, 'দম্ভ করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পসন্দ করেন না' *(ক্বাছাছ ৭৬)*।

কারূনের এই ধন-সম্পদ বেশী দিন স্থায়ী ছিল না; বরং অহংকারের কারণে আল্লাহ সব সম্পদ ধ্বংস করেছিলেন। তার সম্পদ ধ্বংসের অনেক কাহিনী ও কারণ তাফসীরকারকগণ উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হ'লঃ

(১) অভিশপ্ত কারূন এক ব্যভিচারিণী নারীকে বহু মাল দিয়ে এই কাজে উত্তেজিত করে যে, যখন মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলের জামা'আতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার কিতাব পাঠ করতে শুরু করবেন ঠিক ঐ সময়ে যেন সে জনসম্মুখে বলে, হে মূসা! তুমি আমার সাথে এরূপ এরূপ করেছ। কারূনের এই কথামত ঐ মহিলা তা-ই করল। অর্থাৎ কারূনের শিখানো কথা বলল। তার একথা শ্রবণে মূসা (আঃ) কেঁপে উঠেন এবং তৎক্ষণাৎ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে ঐ স্ত্রী লোকটির দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলেন, আমি তোমাকে ঐ আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি, যিনি সমুদ্রের মধ্যে রাস্তা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, তোমার কওমকে ফিরাঊনের অত্যাচার হ'তে রক্ষা করেছেন এবং আরো বহু অনুগ্রহ করেছেন। সত্য ঘটনা খুলে বল। স্ত্রী লোকটি তখন বলল, হে মূসা (আঃ)! আপনি যখন আমাকে আল্লাহ্‌র কসমই দিলেন তখন আমি সত্য কথাই বলছি। কারূন আমাকে বহু টাকা-পয়সা দিয়েছে এই শর্তে যে, আমি যেন বলি আপনি আমার সাথে এরূপ এরূপ কাজ করেছেন। আমি আপনাকে তা-ই বলেছি। এজন্যে আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছে তওবা করছি। তার বক্তব্য শুনে হযরত মূসা (আঃ) পুনরায় সিজদায় পড়ে যান এবং কারূনের শাস্তি প্রার্থনা করেন। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হ'তে তাঁর নিকট অহি আসে, 'আমি যমীনকে তোমার বাধ্য করে দিলাম'। হযরত মূসা (আঃ) তখন সিজদা হ'তে মাথা উঠিয়ে যমীনকে বলল, 'তুমি কারূন ও তার প্রাসাদকে গিলে ফেল'। যমীন তাই করল।

(২) একদা কারূনের সওয়ারী অতি জাঁকজমকের সাথে চলতে শুরু করে। সে অত্যন্ত মূল্যবান পোশাক পরিহিত হয়ে অতি মূল্যবান সাদা খচ্চরের উপর আরোহন করে চলছিল। তার সাথে তার গোলামগুলিও ছিল, যারা সবাই রেশমী পোশাক পরিহিত ছিল।

এভাবে সে চলছিল। আর ওদিকে মূসা (আঃ) বণী ইসরাঈলের সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। যখন কারূন তার দলবলসহ ঐ জনসমাবেশের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন মূসা (আঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'হে কারূন! আজ এমন শান-শওকতের সাথে চলার করার কারণ কি'? সে উত্তরে বলল, ব্যাপার এই যে, আল্লাহ আমাকে একটি ফযীলত দান করেছেন। যদি তিনি আমাকে নবুওয়াত দান করে থাকেন, তবে আমাকে তিনি দান করেছেন ধন-দৌলত ও মান-মর্যাদা। যদি আমার মর্যাদা সম্পর্কে তুমি সন্দেহ পোষণ করে থাকো, তবে আমি প্রস্তুত আছি যে, চল আমরা দু'জন আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করি। দেখা যাক আল্লাহ কার দো'আ কবুল করেন? হযরত মূসা (আঃ) কারূনের এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যান এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হন। অতঃপর তিনি তাকে বলেন, হে কারূন! আমি প্রথমে প্রার্থনা করব, না তুমি প্রথমে করবে? সে জবাবে বলল, আমি প্রথমে দো'আ করব। একথা বলে সে দো'আ করতে শুরু করে এবং শেষও করে দেয়। কিন্তু তার দো'আ কবুল হ'ল না।

হযরত মূসা (আঃ) তখন তাকে বললেন, 'তাহ'লে আমি এখন দো'আ করি? সে উত্তরে বলল, হ্যাঁ কর। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট দো'আ করেন, 'হে আল্লাহ আপনি যমীনকে নির্দেশ দিন যে, আমি তাকে যে হুকুম করব তাই যেন সে পালন করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দো'আ কবুল করেন এবং তাঁর নিকট 'অহি' অবতীর্ণ করেন, 'হে মূসা! যমীনকে আমি তোমার হুকুম পালনের নির্দেশ দিলাম। হযরত মূসা (আঃ) তখন যমীনকে বললেন, হে যমীন তুমি কারূন ও তার লোকদেরকে ধরে ফেল। তাঁর একথা বলা মাত্রই তাদের পাগুলি যমীনে প্রোথিত হয়ে যায়। তিনি আবার বললেন, আরো ধরো। তখন তাদের হাঁটু পর্যন্ত প্রোথিত হয়। তারপর তিনি যমীনকে বলেন, তার মাল ও তার কোষাগারও পুঁতে ফেলো। তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত ধন-ভাণ্ডার ও সম্পদ এসে গেল। কারূন সবগুলিই স্বচক্ষে দেখে নিল। অতঃপর তিনি যমীনকে ইঙ্গিত করলেন, এগুলি সহ তাদেরকে তোমার ভিতরে গিলে নাও। সাথে সাথে কারূন তার দলবল, প্রাসাদ, ধন-দৌলত এবং কোষাগার যমীনে প্রোথিত হয়ে গেল। এভাবে তার ধ্বংস সাধিত হ'ল। যমীন যেমন ছিল তেমনই হয়ে গেল। *=তাফসীর ইবনে কাছীর (কুয়েতঃ জমঈয়াতু এহইয়ায়িত তুরাছ আল-ইসলামী, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪), ৩য় খণ্ড, ৫৩১, ৫৩২ পৃঃ।*

মহান আল্লাহ আমাদেরকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন। তাই আমাদের উচিৎ ধন-সম্পদ সঠিক পথে ব্যয় করা। আর তা না হ'লে সেই ধন-সম্পদগুলিই পরকালে আমাদের জাহান্নামের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আমীন!

* তুলাগাঁও (নোয়াপাড়া), দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

চিকিৎসা জগৎ

স্ট্রোক প্রতিরোধে করণীয়

*ডাঃ মুহাম্মাদ ফিরোজ**

স্ট্রোক শব্দটির সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। এটি একটি নিউরোলজিক্যাল ব্যাপার। এটি সহসাও হ'তে পারে, ধীরে ধীরেও হ'তে পারে। কয়েক মিনিটে হ'তে পারে, কয়েক ঘন্টায় হ'তে পারে, কয়েক দিনেও হ'তে পারে। অনেক সময় ধাপে ধাপে শুরু হয়ে চূড়ান্ত পরিণতি হ'তে পারে। মস্তিষ্কের রক্তনালীতে রক্ত চলাচলে বিশেষ কিছু পরিবর্তনের জন্য স্ট্রোক দেখা দেয়। ঠিক যেমনটি ধীরে ধীরে শুরু হ'তে পারে, তেমনি ধীরে ধীরে ভাল হ'তে পারে। আংশিক ভাল হ'তে পারে, সম্পূর্ণ ভাল হ'তে পারে। স্ট্রোক-এর একটি ধরন টিআইএ, পুরোপুরি যাকে 'ট্রাঞ্জিয়েট স্কিমিক এ্যাটাক' বলা হয়। এ অসুখটি রক্তনালী সংক্রান্ত। রক্তনালীতে রক্তের জমাটবদ্ধতা এর কারণ হ'তে পারে। এর স্থায়িত্বকাল কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত হ'তে পারে। যদি এ ঘটনার স্থায়িত্বকাল ২৪ ঘন্টা পার হয়ে যায় এবং শারীরিক কোন পঙ্গুত্ব থাকে তবেই তাকে 'স্ট্রোক' বলে। মনে রাখা দরকার, এই শারীরিক পঙ্গুত্ব সময়ের সাথে সাথে ভাল হয়ে যেতে পারে। যদি সামগ্রিক ঘটনার স্থায়িত্ব ২৪ ঘন্টার নীচে হয় এবং শারীরিক পঙ্গুত্ব দেখা না দেয় তবে তাকে 'টিআইএ' বলা হয়। বোঝার সুবিধার্থে জানা দরকার, টিআইএ ২৪ ঘন্টার কম স্থায়িত্ব হয় ও শারীরিক পঙ্গুত্ব থাকে না। স্ট্রোকের স্থায়িত্ব ২৪ ঘন্টার বেশি হয় এবং এতে বিভিন্ন মাত্রার শারীরিক পঙ্গুত্ব থাকতে পারে।

স্ট্রোকে কি হয়ঃ একজন মানুষের শরীরে প্রায় ৫ লিটার রক্ত থাকে। পরিশোধিত রক্ত অর্থাৎ অক্সিজেন মিশ্রিত রক্ত হার্টের মাধ্যমে রক্তনালী দ্বারা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছানো হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি অক্সিজেন ব্যবহার শেষে অপরিশোধিত রক্ত অর্থাৎ কার্বনডাই-অক্সাইড মিশ্রিত রক্ত হার্টে পাঠিয়ে দেয়। হার্ট আবার সেই অপরিশোধিত রক্ত ফুসফুসের মাধ্যমে পরিশোধিত করে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছায়। এটি হচ্ছে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার গুপ্ত কথা। পরিশোধিত রক্তবহনকারী নালীর নাম 'আর্টারি' এবং অপরিশোধিত রক্তবহনকারী নালীর নাম 'ভেইন'। রক্তের নিজস্ব কারণ, জমাটবদ্ধভাব, ঘনত্ব, রক্তনালীর বিভিন্ন সমস্যা থেকে স্ট্রোক হ'তে পারে।

কাদের হয়ঃ বৃটেনে স্ট্রোক তৃতীয়তম জীবন সংহারী অসুখ। প্রথম হার্ট ডিজিজ, দ্বিতীয়টি ক্যান্সার। প্রতিবছর প্রতি ১ হাযার লোকের মধ্যে ২ জনের স্ট্রোক হয়। এই পরিসংখ্যানটি বেশি বয়সের লোকজনের জন্য আরো বেশি হয়। পুরুষদের মধ্যে স্ট্রোক হওয়ার প্রবণতা মহিলাদের চেয়ে একটু বেশি।

* পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

স্ট্রোক বুঝবেন কি করে?ঃ

* শরীরের যে কোন একদিকের মুখ, হাত অথবা পা সহসা দুর্বল লাগা ও অবশতার ভাব।
* যে কোন এক চোখে সহসা কম দেখা, ঝাপসা দেখা কিংবা দৃষ্টিশক্তি হারানো।
* সহসা কথা বন্দ হয়ে যাওয়া, কথা বলতে কষ্ট হওয়া, কথা বুঝাতে কষ্ট হওয়া।
* কোন কারণ ছাড়া অতিরিক্ত মাথা ব্যাথা।
* ব্যাখ্যাহীন ভাবে পড়ে যাওয়া, পড়ে যাওয়া ভাব, হয়তবা পড়ে যাওয়া।

উপরোক্ত উপসর্গগুলির যে কোন একটির উপস্থিতি থাকলে বুঝতে হবে আপনি স্ট্রোকের মুখোমুখি হচ্ছেন।

স্ট্রোকের জটিলতা কি কি হ'তে পারেঃ

❒ মৃগী রোগ ❒ মগজে পানি জমা ❒ বড় বড় মাংসপেশী শক্ত হয়ে যাওয়া ❒ কাঁধ জমে যাওয়া বা ঝুলে পড়ে ❒ প্রস্রাব-পায়খানার নিয়ন্ত্রণ হারানো ❒ বিষণ্নতা ❒ অনিয়মিত হৃদস্পন্দন ❒ নিউমোনিয়া ❒ মূত্রনালীর প্রদাহ ❒ রিনাল বা কিডনি ফেলিওর ❒ চর্মের বিভিন্ন জায়গায় ঘা ❒ পায়ে পানি জমা ❒ শরীরের ওযন কমে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়া ❒ পুষ্টিহীনতা।

স্ট্রোক সম্বন্ধে আমাদের কতগুলি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। বিভিন্ন ধরনের জড়তা, উপরি বাতাস, ভূতে ধরা, পাপের শাস্তি ইত্যাদি মনোভাব প্রচলিত আছে। যে কোন বয়সে গরীব, ধনী, আয়-ব্যয় নির্বিশেষে স্ট্রোক হ'তে পারে।

স্ট্রোকের চিকিৎসক নিউরোলজিস্ট বা স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞঃ যেখানে নিউরোলজিস্টের সাথে দেখা হবে না সেখানে মেডিসিন বিশেষজ্ঞের সাথে দেখা করুন। একটা জিনিস মনে রাখা ভাল, স্ট্রোক-পরবর্তী শতকরা ৮০ ভাগ লোকের বিভিন্ন প্রকারের মানসিক রোগ দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে নিউরোলজিস্টের পাশাপাশি একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের চিকিৎসা নেয়া বাঞ্ছনীয়।

স্বল্পমাত্রার অ্যাসপিরিন স্ট্রোক বন্ধ করতে পারেঃ আমরা এতদিন জেনে এসেছি অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট রক্তের চলাচল বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। রক্তের ঘনত্ব কমিয়ে দেয়। একদল গবেষক আমেরিকায় গবেষণা চালিয়ে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়েছেন তা 'জার্নাল অব স্ট্রোক'-এ ছাপা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, স্বল্প মাত্রার অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট প্রথমবারের জন্য কাউকে স্ট্রোকের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। অপরপক্ষে বেশি মাত্রার অ্যাসপিরিন যে কারো স্ট্রোক তৈরি করতে পারে। প্রতি বছর ৭,৩০,০০০ আমেরিকান স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। আক্রান্তরা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'তে পারেন, কথা বলার অসুবিধা হ'তে পারে। ব্যবহারিক

ও মানসিক অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এক সমীক্ষায় ৭০,০০০ মহিলা নার্সের ওপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যে, যারা সপ্তাহে ৬টি বা তার কম অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খেয়েছেন তাদের মধ্যে 'স্কিমিক্স স্ট্রোক'-এর মাত্রা কম হয়েছে। জেনে রাখা ভাল স্ট্রোকের মধ্যে 'স্কিমিক্স স্ট্রোক' সবচেয়ে বেশি হয় এবং রক্তের জমাটবদ্ধতা থেকে এ রোগের সৃষ্টি হয়। ঐ একই সমীক্ষায় আরো দেখা গেছে যে, যেসব মহিলা সপ্তাহে ১৫টি বা তার অধিক অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খেয়েছেন তাদের মধ্যে রক্তপাতজনিত স্ট্রোক দ্বিগুণ মাত্রায় পাওয়া যায়। মস্তিষ্কের গ্রেম্যাটার ও হোয়াইট ম্যাটারে রক্তপাতের দরুন এ স্ট্রোক তৈরি হয়। ডাঃ জো এণ্ড ম্যানসন এ সমীক্ষায় উদ্ধৃতি দিয়ে আরো বলেছেন যে, খুব স্বল্প মাত্রার অ্যাসপিরিন যেমন ১ ট্যাবলেট প্রতিদিন অথবা ১ ট্যাবলেট ১ দিন পরপর অথবা বেবি অ্যাসপিরিন যাতে কিনা ৮১ মিঃ গ্রাঃ অ্যাসপিরিন থাকে স্ট্রোক কমাতে এভাবে ওষুধ সেবন বেশি কার্যকরী।

যাদের একবার হার্ট এ্যাটাক কিংবা স্ট্রোক হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে অ্যাসপিরিন খাবার জন্য কার্ডিওলজিষ্টরা হরদম উপদেশ দিচ্ছেন। এটি সত্যি যে, অ্যাসপিরিন সেবন নির্ধারিত নিয়মিত মাত্রায় পরবর্তী হার্ট এ্যাটাক বা স্ট্রোক বন্ধ করে, কিন্তু স্বাস্থ্যবান জনগণের ওপর এ পরীক্ষার ফলাফল এখনো সন্দেহমুক্ত নয়। ডাঃ ম্যানসন এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে আরো বলেছেন যে, নিজস্ব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে কথা বলে নিতে।

ভিটামিন 'ই' স্ট্রোকের হার কমিয়ে দেয়ঃ আমেরিকান একাডেমি অব নিউরোলজিষ্ট টরেন্টো কানাডাতে তাদের ৫১তম বার্ষিক সম্মেলনে মতামত প্রকাশ করেন যে, ভিটামিন 'ই' প্রতিদিন সেবনে স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয়। কলম্বিয়া মেডিকেল সেন্টারে গবেষকরা তাদের সাথে একমত হয়ে আরো বলেছেন যে, ভিটামিন 'ই' যে কোন লোকের স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি শতকরা ৫৩ ভাগ কমিয়ে দেয়। ডাঃ রিচার্ড ম্যানসন একজন নিউরোলজিষ্ট আরো একধাপ এগিয়ে বলেছেন যে, মাল্টি ভিটামিন ট্যাবলেটে যতখানি ভিটামিন 'ই' পাওয়া যায় তাই স্ট্রোকের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। স্ট্রোক আমেরিকায় সমগ্র মৃত্যুর তৃতীয়তম কারণ। বিজ্ঞানীরা ৮৫০ জন প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে এক গবেষণা চালিয়েছেন। তাদের গড় বয়স ৬৯ বছর। এর মধ্যে ৩৫০ জনের স্ট্রোকের পূর্বের ইতিহাস ছিল। ৪৬ শতাংশ অংশগ্রহণকারী নিয়মিত ভিটামিন খেতেন। স্বাস্থ্যবান একদল পুরুষের সাথে তাদের ভিটামিন 'ই' খাবারের পরিমাণ নিয়ে গবেষণা করে দেখা গেছে, যাদের স্ট্রোক হয়েছিল তাদের চেয়ে যাদের স্ট্রোক হয়নি তারা দ্বিগুণ মাত্রায় ভিটামিন 'ই' খেতেন। ভিটামিন 'ই' ভেজিটেবল অয়েল ও পাম ওয়েল-এর মধ্যে পাওয়া যায়। বেশিরভাগ লোকই তাদের খাদ্য ও পুষ্টির মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন 'ই' পান না। ভিটামিন 'ই' যদিও স্বাস্থ্য সুরক্ষার এক চাবিকাঠি বটে, তবে বেশি মাত্রার ভিটামিন 'ই' শারীরিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন বমি বমি ভাব, পেট খারাপ ও পেটে গ্যাসের সৃষ্টি করে। গবেষকরা ভিটামিন 'ই' ছাড়াও কতগুলি কাজ করতে বলেছেন যাতে স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে যায়।-

❒ কোলেষ্টেরল কমানো ❒ সেচুরেটেড ফ্যাট কম খাওয়া ❒ মদ্যপান ত্যাগ করা ❒ ধূমপান ত্যাগ করা ও ❒ শারীরিক ব্যায়াম করা।

স্ট্রোকের দ্রুত চিকিৎসার ফলাফল ভালঃ ১৯৯৫ সালের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, রক্ত জমাটবদ্ধতাজনিত স্ট্রোক চিকিৎসায় যদি জমাটবদ্ধতা কাটানোর ওষুধ স্ট্রোক হওয়ার তিন ঘন্টার মধ্যে দেয়া হয় তাহ'লে পঙ্গুত্বের হাত থেকে ৩০% বেশি রেহাই পাওয়া যায়। 'নিউ ইংল্যাণ্ড জার্নাল অব মেডিসিন' গবেষণায় আরো দেখিয়েছেন, যারা দ্রুত চিকিৎসা নেন তারা দ্রুততার সাথে আরোগ্য লাভ করেন। রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় সহসা জমাটবদ্ধতা মগজে অক্সিজেনের চলাচল কমিয়ে দেয়। জমাটবদ্ধতা কাটানোর ওষুধের নাম 'টিপিএ'। তাপ প্রয়োগে রক্তনালীর জমাটবদ্ধতা ভাব কেটে যায়। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যায়। টিপিএ প্রয়োগে জীবন নাশের হার যেমনটি কমে যায়, তেমনি পঙ্গুত্ব হওয়ার হার আরো ৩০% কমে যায়।

স্ট্রোক এবং টিআইএ-এর জন্য ঝুঁকি কি কিঃ এগুলিকে রিস্ক ফ্যাক্টর বলা হয়। অর্থাৎ এগুলি থাকলে স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়। আবার না থাকলে যে স্ট্রোক হবে না এমনটি সত্যি নয়।

❒ উচ্চ রক্তচাপ ❒ হার্টের অসুখ যেমন-আইএইচডি ❒ প্যারিফ্যারাল ভাসকুলার ডিজিজ ❒ ডায়াবেটিস ❒ ধূমপান ❒ টিআইএ-এর পূর্বের ইতিহাস ❒ রক্তে লিপিডের মাত্রা বৃদ্ধি ❒ মদ্যপান ❒ জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি খাওয়া।

॥ সংকলিত ॥

মুক্তি ক্লিনিক প্রাঃ লিঃ

এতদ অঞ্চলের প্রথম বেসরকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান

সুবিধাদিঃ

❑ রোগ নির্ণয়ের পূর্ণ ব্যবস্থা
❑ চিকিৎসা ❑ অপারিশন

ডাঃ এস,এম,এ মান্নান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ফোনঃ ৭৭৪৩৩৭, ৭৭৫৪৪৭

ক্ষেত-খামার

বর্ষাকালে গবাদিপশুর সংক্রামক রোগ এবং তার প্রতিকার

বর্ষাকালে এবং বন্যার পরে আমাদের দেশের গবাদিপশু অনেক প্রকার সংক্রামক রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। যেমন বাদলা, তড়কা, গলাফুলা, ক্ষুরা প্রভৃতি রোগ এই মৌসুমে অত্যন্ত বেশী হয়। আর এসব রোগ যেহেতু সংক্রামক বা ছোঁয়াচে, তাই এক অঞ্চলে দেখা দিলে খুব দ্রুত অন্য অঞ্চলের গবাদিপশুতেও এসব রোগ দেখা দেয়। আর এসব সংক্রামক রোগের মধ্যে অধিকাংশ রোগই অত্যন্ত মারাত্মক। যেমন তীব্র প্রকৃতির তড়কা রোগ, বাদলা রোগ এবং গলাফুলা রোগে পশু দু-একদিনের মধ্যেই মারা যায়। সুতরাং এসব সংক্রামক রোগের কারণে প্রায় প্রতিবছর দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে গবাদিপশুর মড়ক দেখা দেয়। এই মড়কে একদিক যেমন পশুর মৃত্যু ঘটে, অন্যদিকে কৃষক হয় অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। গো-মড়কের ফলে দেশে হাল চাষের অসুবিধা হয়, দুধের অভাব দেখা দেয়।

আমরা জানি, তড়কা রোগের জীবাণু এক প্রকার খোলস সৃষ্টি করে মাটিতে প্রায় ৪০ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে এবং বর্ষাকালে পানির মাধ্যমে এ জীবাণু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় এবং গবাদিপশু এ জীবাণুমিশ্রিত দূষিত পানি পান করার ফলে তড়কা রোগে আক্রান্ত হয় এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

আমাদের দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তার উপর পানিতে পথঘাট ডুবে যাবার কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও ব্যাহত হয়। ফলে কোন অঞ্চলে গবাদিপশুর মড়ক দেখা দিলে দ্রুত প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এ কারণে গো-মড়কে প্রতিবছর অসংখ্য গবাদিপশুর মৃত্যু হয়। এ ভয়াবহ মড়ক প্রতিরোধে আমাদের যা করণীয় তা হচ্ছে-

(১) রোগ প্রতিরোধের জন্য আগেভাগে গবাদিপশুকে বাদলা, তড়কা, গলাফুলা এবং ক্ষুরা রোগের টিকা প্রদান করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে স্থানীয় ভেটেরিনারি হাসপাতালে যোগাযোগ করে টিকা প্রদান করা।

(২) কোথাও এ জাতীয় মড়ক দেখা দিলে দ্রুত নিকস্থ ভেটেরিনারি হাসপাতালে যোগাযোগ করে চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৩) কোথাও কোন পশুতে সংক্রামক রোগ দেখা দিলে রোগাক্রান্ত পশুকে দল থেকে পৃথক করে আলাদাভাবে রেখে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

(৪) সংক্রামক রোগে মৃত গবাদিপশুর মরদেহ যেখানে সেখানে না ফেলে মাটির নিচে পুঁতে ফেলা উচিত। এ ক্ষেত্রে গভীরভাবে মাটি খনন করে গবাদিপশুর মৃতদেহ মাটিতে রেখে চুন বা ব্লিচিং পাউডার বা অন্য কোন জীবাণু নাশক গর্তের মধ্যে দিয়ে গর্ত ভাল করে ভরাট করে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, মৃত দেহের উপরের অংশ যেন কমপক্ষে ২-৩ ফুট পর্যন্ত মাটির নিচে অবস্থান করে। তবে কখনও মৃত দেহ পানিতে ভাসিয়ে দেয়া উচিত নয়।

(৫) সংক্রামক রোগে মৃত পশুর শরীর হ'তে কখনই চামড়া সংগ্রহ করা উচিত নয়। এতে তড়কা সহ অন্যান্য সংক্রামক রোগের জীবাণু আরও দ্রুত ছড়ায়। এ সময়ে কৃমি ও পরজীবী জাতীয় রোগেও গবাদি পশু অধিক আক্রান্ত হয়।

বর্ষাকালে গবাদিপশুকে কৃমি এবং অন্যান্য পরজীবীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের যা করণীয় তা হচ্ছে-

(১) গবাদিপশুকে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক নিয়মিত কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে।

(২) নিচু জলাভূমিতে গবাদিপশুকে চারণ করতে দেওয়া যাবে না, এতে করে কলিজা কৃমিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

(৩) গবাদিপশুর মল যেখানে সেখানে না ফেলে একটি নির্দিষ্ট স্থানে গর্ত করে সংরক্ষণ করতে হবে।

(৪) গবাদিপশুর বাসস্থানের চার পাশে যেন ময়লা-আবর্জনা না জমা হয় সেদিকে খেয়াল করতে হবে। ময়লা-আবর্জনার কারণে মল মাছির উপদ্রব বাড়ে। যা গবাদি পশুতে অনেক প্রকার রোগ ছড়াতে সাহায্য করে।

বন্যা কবলিত এলাকায় ভাসমান বীজতলা তৈরী

বন্যাকবলিত এলাকায় যদি বীজতলা করার মত জায়গা-জমি শুকনা না থাকে কিংবা বন্যার পানি নেমে যাবার পর চারা তৈরীর প্রয়োজনীয় সময় না পাওয়া যায় তাহ'লে কৃষক ভাইগণ নিম্ন পদ্ধতিতে চারা তৈরী করতে পারেন।

ভাসমান বীজতলার নিয়মঃ ধানের বীজ ২৪ ঘন্টা বস্তাবন্দী অবস্থায় অথবা কোন বড় পাত্রে রাখলে ধানের মুখ ফেটে অঙ্কুর বের হবে। প্রতি বর্গমিটার বীজতলার জন্য ১০০ গ্রাম বীজ বপন করতে হবে। পুকুর, ডোবা, খাল ও বিলের পানির উপর বাঁশের চাটাই-এর মাচা বা কলার ভেলা করে তার উপরে ২-৩ সেন্টিমিটার পরিমাণ পাতলা কাঁদার প্রলেপ দিয়ে ভেলা বীজতলার মত বীজতলা তৈরী করা যায়। বন্যার পানিতে যাতে ভেসে না যায় এর জন্য এ বীজতলাকে দড়ির সাহায্যে পাড়ের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখতে হবে। এই বীজতলায় সেচের দরকার হয় না। পরে উক্ত অঙ্কুরিত বীজ ছিটিয়ে দিতে হবে। চারা বড় হ'তে হ'তে প্রধান জমি থেকে বন্যার পানি নেমে গেলে চারা রোপন করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে চারা রোপনের জন্য এটি একটি উত্তম পদ্ধতি।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

বিধ্বস্ত মঞ্জিলে বিজয় নিশান

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

যতই প্রলেপ দিক কুয়াশার কালো ডানা
অশুভ শক্তির বাজুক বিষাণ,
আমার দিগ্বলয়ে যতই সে দিক হানা
বিধ্বস্ত মঞ্জিলে বিজয় নিশান।

রক্তের লালিমায় হয়ে যাক পৃথিবীর
প্রান্ত হ'তে প্রান্ত পরে টকটকে লাল,
শহীদের সেই খুনে গর্বিত যে বীর
জ্বেলে দেবে প্রতিবার বিজয় মশাল।

কনীকারা উদ্ধত অন্যায়ের প্রতিবাদে
দুরন্ত দুর্বার তীব্র মুখর,
দুশমন হাতিয়ারে যতই বীরত্ব সাধে
ধ্বসে যাবে প্রতিবার তাদেরই বাসর।

একদিন প্রতিদিনে অবাঞ্ছিত নিষ্পেষণে
এসে যাবে ঘুমন্ত জন-জাগরণ,
তাওহীদী ঝাণ্ডায় ছেয়ে রবে সারাক্ষণ
সু-তীব্র কামনায় আমার জীবন;
সময়ের প্রান্তে এসে এনে দেবে অনুক্ষণ
বঞ্চিত এ চোখের রঙিন স্বপন॥

***

বিদ্রোহী মুজাহিদ

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন খান
ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর।

নয়ন সম্মুখে রক্তাক্ত প্রাঙ্গণ
নির্বাক বিশ্ব করছে অবলোকন
যালিম মেতেছে খুনের নেশায়
ত্রাস (?) মুক্ত ভূখণ্ডের আশায়,
অন্যায় দখলে ওরা সেজেছে বীর (?)

নিষ্পাপ শিশু মরছে অকারণ,
ঘরে ঘরে ওরা জ্বালছে আগুন
পাখীর মত করছে গুলী
উড়ছে কত ভাইয়ের খুলি;
দেখে কোনজন রইতে পারে স্থির?

উদভ্রান্ত, মাতাল; রচিছে শ্মশান
বাস্তুহারা, শোষিত মানুষের ক্রন্দন
হৃদয়ে তুলছে ব্যথার অনুরণ
ঘৃণার আগুন বুকে জ্বলছে দ্বিগুণ,
পরাজয়ে ডরে না বিপ্লবী বীর॥

রক্তে আজি ডেকেছে বান
ঘরে থাকতে চায় না প্রাণ,
ক্ষুধার্ত বাঘের হিংস্র থাবায়
প্রলয় গ্রাসে গুড়তে চায়
বেঈমানের ঐ উদ্ধত শির॥

দিকে দিকে আজ জিহাদের ডাক;
জাগো বিদ্রোহী মুজাহিদ;
যালিমকে রুখতে হও আগুয়ান
দ্বীনের তরে হ'তে শহীদ।।

***

যৌতুক

-নাজমুন নাহার
পলাশবাড়ী উচ্চবিদ্যালয়
হাতীশাল, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

নারী হয়ে জন্ম মোদের
নয় তো অভিশাপে,
কেন তবে কষ্ট দেব
শ্রদ্ধেয় বাপ-মাকে?
বিয়ের কথা বলতে গেলেই
যৌতুক বাধে আগে,
অনেক টাকা আসবে ঘরে
ছেলের বাবা ভাবে।
হালাল বিয়ে হচ্ছে হারাম
যৌতুক তার কারণ,
যৌতুকের বিয়ে বন্ধ কর
হোক এ প্রথা বারণ।
হিন্দু ধর্মে জন্মে যৌতুক
সবার ঘরে এলো,
এই প্রথা মানতে গিয়ে
ইসলাম বিদায় নিল।
যৌতুক দিয়ে হয় না শান্তি
হয় না সুখের ঘর,
কেন নারী নিচ্ছ মেনে
হারাম টাকার বর?
অন্যায় ছেড়ে ধরো নারী
সত্য-ন্যায়ের পথ,
অন্যায় প্রথা নেব না মেনে
এই হোক মোদের শপথ।
দেশ ও দশের দিকে চেয়ে
ছুড়ে ফেল বোকামী,
আর ভেব না ঐ লোভীরা
তোমার চেয়ে দামী।
নারী হয়ে জন্ম বলে
বল নাকো আপদ,
যত্ন করে গড়লে জীবন
তোমরাই হবে শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর দাতাদের নামঃ

নলডাঙ্গা, নাটোর থেকেঃ আবূ ত্বালেব মৃধা, মুসাম্মাৎ আনোয়ারা খাতুন, আবূ ত্বাহের মৃধা, মুসাম্মাৎ রহীমা খাতুন ও মুহাম্মাদ আখতার হোসায়েন।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (উদ্ভিদ জগৎ)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. ইউক্যালিপ্টাস।
২. জিগা/সজনে।
৩. শিশু, মেহগনি, কড়ই, শিমুল, গবিল/ল্যাটা।
৪. কলা গাছ।
৫. কলা গাছ।

গত সংখ্যার ধাঁধা-এর সঠিক উত্তরঃ

১. বলাকা।
২. বিমান।
৩. চিরুনি।
৪. বদনা।
৫. মশার কামড়।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অঙ্ক)

১. গাণিতিক সংখ্যায় ব্যবহৃত অংকগুলি কি কি?
২. গাণিতিক বন্ধনী কতগুলি ও কি কি?
৩. সুতরাং বা অতএব এবং যেহেতু বুঝাতে কিরূপ গাণিতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়?
৪. গাণিতিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত চিহ্নগুলি কি কি?
৫. গণিতে ব্যবহৃত সম্পর্কযুক্ত চিহ্নগুলি কি কি?

সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১. বাংলার রাজধানী সর্বপ্রথম ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় কোন সম্রাটের আমলে?
২. বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন নবাব কে ছিলেন?
৩. ইংরেজরা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে কখন আসেন?
৪. বাংলাদেশের সর্বপ্রথম অস্থায়ী রাজধানী কোথায় ছিল?
৫. বাংলাদেশ কবে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে?

সংকলনেঃ আব্দুল মুক্বীত
সহ-পরিচালক, সোনামণি
রাজশাহী যেলা।

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(২৮২) মাষ্টারপাড়া (পি,টি,আই) আহলেহাদীছ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ (বালক) শাখা, চাঁপাই নবাবগঞ্জঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার (মাষ্টার)
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ ইউনুস আলী
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মশীউযযামান (শাহীন)
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী।

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আযীম বাশার (৮ম)
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শাহীন আলী (৫ম)
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান (৪র্থ)
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আবুল কালাম (৬ষ্ঠ)
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আসাদুয্যামান (৬ষ্ঠ)

(২৮৩) মাষ্টারপাড়া (পি,টি,আই) আহলেহাদীছ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, চাঁপাই নবাবগঞ্জঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন
উপদেষ্টা ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মশীউর রহমান।

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ নিশাত জাহান (৬ষ্ঠ)
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ মুনীরা খাতুন (৫ম)
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ সুলতানা খাতুন (৬ষ্ঠ)
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ জান্নাতুন নাঈম (৭ম)
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ নূরজাহান লাকী (৫ম)।

উপযেলা পরিচালনা পরিষদঃ

১১. পুঠিয়া, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ আমীর আলী মুন্সী
উপদেষ্টা ঃ গিয়াছুদ্দীন
পরিচালক ঃ যিল্লুর রহমান
সহ-পরিচালক ঃ আশরাফ আলী
সহ-পরিচালক ঃ জাবের আলী।

প্রশিক্ষণ

১. রাজশাহী যেলা ও মহানগরীঃ

(ক) ১ মে ২০০২ মঙ্গলবারঃ অদ্য বিকাল ৩-টা হ'তে বায়তুল আমান জামে মসজিদ, রাজশাহী মহানগরীতে ৪০ জন সোনামণির উপস্থিতিতে মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহেদ-এর কুরআন তেলাওয়াত ও তাহমীনা আখতারের জাগরণী পাঠের মাধ্যমে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন অত্র মসজিদের মুয়াযযিন ও অত্র

শাখার সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক খুরশীদ আলম। তিনি সোনামণি সংগঠন ও সাধারণ জ্ঞানের উপর আলোচনা পেশ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা রাখেন রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম এবং ওয়ালিউল্লাহ। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণে আলোচিত বিষয়ে প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে এক আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা মেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিজয়ীরা হ'ল আব্দুল ওয়াহেদ, রাজিব হাসান, শাহীনুল ইসলাম, তৌকির আহমাদ, রুমানা সুলতানা, রঞ্জিতা আখতার, শামসুন নাহার, তাহমীনা আখতার ও ফারযানা রহমান।

(খ) ১৮ মে ২০০২ শনিবারঃ অদ্য বিকাল ৪-৩০ মিঃ হ'তে রাজশাহী মহানগরীর বহরমপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ নূরুল হুদা (সহ-শিক্ষক, রিভারভিউ উচ্চ বিদ্যালয়)। তিনি সোনামণি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোচনা রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা রাখেন রাজশাহী মহানগরী সহ-পরিচালক খুরশীদ আলম ও নযরুল ইসলাম এবং অত্র মসজিদের পেশ ইমাম জনাব মতীউর রহমান।

(গ) ২৪ মে ২০০২ শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৭-টা হ'তে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত সারাংপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ গোদাগাড়ী, রাজশাহীতে ৫০ জন সোনামণির উপস্থিতিতে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন অত্র উপযেলার সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি শিশুদের অধিকার ও সাধারণ জ্ঞানের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি রাজশাহী যেলার পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র উপযেলা সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

(ঘ) ২৬ মে ২০০২ রবিবারঃ অদ্য সকাল ৭-টা হ'তে বানেশ্বর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সকাল ৭-টা থেকে ৩৩ জন সোনামণি এবং ৫ জন দায়িত্বশীলের উপস্থিতিতে সোনামণি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন ডাঃ মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলী। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সূরা লুক্বমানের ১৭ নং আয়াতের আলোকে সোনামণিদের উদ্দেশ্যে চরিত্র গঠন, সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষা ইত্যাদির উপর আলোচনা রাখেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক খুরশীদ আলম (সোহেল)। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম জনাব মাহবুবুর রহমান।

(ঙ) ৩১ মে ২০০২ শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৮-৩০ মিঃ হ'তে ভালুকগাছী ইউনিয়ন পরিষদ জামে মসজিদ পুঠিয়া, রাজশাহীতে ৫০ জন সোনামণির উপস্থিতিতে সোনামণি রুবিনার কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল মুক্বীত। তিনি সূরা আহযাবের ২১ নম্বর আয়াতের আলোকে 'রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়া' বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগর, সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম।

২. চাঁপাই নবাবগঞ্জঃ

৩১ মে ২০০২ শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৮-টা হ'তে (পি,টি,আই) মাষ্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, চাঁপাই নবাবগঞ্জে ৭৫ জন সোনামণি এবং ৮ জন দায়িত্বশীলের উপস্থিতিতে মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার-এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সোনামণি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের কার্যক্রম শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন অত্র যেলার সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র, প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য, শিশু কিশোরদের অধিকার, ঈমানের স্তম্ভ ও সাধারণ জ্ঞানের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ এবং অত্র যেলার সোনামণি সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, সকাল ৭-টা থেকে সোনামণি যেলা পরিচালনা পরিষদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় পরিচালকের 'সোনামণি সংগঠন' পরিচালনার দিক নির্দেশনা সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং যেলা পরিচালনা পরিষদ-এর আংশিক পরিবর্তন করা হয়।

জীবনের স্বপ্ন

-শাহীনুয্যামান
নন্দলালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

স্বপ্ন হ'ল নতুন করে
জীবনটাকে গড়ব
আল্লাহ্র পথে নিজেকে
নিয়োজিত করব।
হাদীছ ভিত্তিক জীবনটা মোর
সুন্দর করে গড়ব
মিথ্যার এই সমাজটাকে সংশোধন করব।
খারাপ কাজে লিপ্ত যারা
তাদেরকে রুখব
মাযহাব ভিত্তিক দেশটাকে
বিদ'আত মুক্ত করব।
আল্লাহ্র পথে বাধা যারা
তাদের ঘায়েল করব
প্রয়োজনে জীবনটা মোর
আল্লাহ্র পথেই কুরবানী করব।

স্বদেশ

টেলিফোন সংযোগ ফি ১০ হাযার টাকা

সরকার টিএণ্ডটির টেলিফোন সংযোগ ফি বর্তমানের ১৮ হাযার ৪০০ টাকা থেকে কমিয়ে ১০ হাযার টাকা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে পর্যায়ক্রমে এই হার ৬ হাযার টাকায় নামিয়ে আনা হবে।

গত ২১ মে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম, সাইফুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রীসভা কমিটির বিশেষ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভুঁইয়া, স্বাস্থ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা, শিল্পমন্ত্রী এম,কে আনোয়ার, বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমূদ চৌধুরী প্রমুখ মন্ত্রী ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সচিব উপস্থিত ছিলেন।

এম টিভি ও চ্যানেল ভি সম্প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত

দেশে অপসংস্কৃতির প্রসার এবং ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের পক্ষে ক্ষতিকর প্রভাব রোধের লক্ষ্যে প্রথমতঃ ১৩টি স্যাটেলাইট চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'লেও শেষপর্যন্ত শুধুমাত্র এম টিভিও চ্যানেল ভি সম্প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। গত ১৯ মে তথ্য মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল, ক্যাবল অপারেটর ও চ্যানেল ডিষ্ট্রিবিউটর প্রতিনিধিদের এক যৌথ সভায় উপরোক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

বৈঠকে যে ১৩টি চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে আটটি পে-চ্যানেল এবং ৫টি ফ্রি টু এয়ার চ্যানেল। পে-চ্যানেলগুলি হ'ল এমটিভি, চ্যানেল ভি, এমজিএম, হলমার্ক, এএক্সএন, ষ্টার মুভিজ, স্টার ওয়ার্ল্ড ও এইচবিও। ফ্রি টু এয়ার চ্যানেলগুলি হ'ল রাইটিভি, পিটিপি, টিভিই, এমটিভি ও এসএনটিভি। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের ২৪ ঘন্টার আগেই পুনরায় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে চ্যানেল ভি ও এমটিভি ছাড়া অন্য সব চ্যানেল আগের মতই সম্প্রচারের অনুমতি প্রদান করা হয়।

জানা যায়, স্যাটেলাইট ডিষ্ট্রিবিউটরদের প্রতিনিধিবৃন্দ গত ২০ মে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মির্জা তাসাদ্দুক হোসেন বেগ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন জানান। তাদের আবেদন পরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণের পর মন্ত্রণালয় দু'টি ছাড়া অন্য সব চ্যানেল সম্প্রচারের অনুমতি দেয়।

[মানুষের নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ অপসংস্কৃতির হিংস্র ছোবল। যা বর্তমানে সর্বাংশে আমাদেরকে গ্রাস করেছে। ফলে যুব চরিত্র ধ্বংস হচ্ছে। হত্যা, ধর্ষণ, এসিড সন্ত্রাস ইত্যাদি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এ থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় 'আকাশ সংস্কৃতি'কে নিয়ন্ত্রণ করা। বর্তমান চারদলীয় সরকারের উপরোক্ত প্রথম সিদ্ধান্তটি প্রশংসার দাবী রাখে। তবে পরিবর্তিত সিদ্ধান্তটিই হতাশ করেছে আমাদের। জানিনা কি কারণে এ জাতীয় একটি মহৎ সিদ্ধান্ত বহাল রাখা গেলনা। দায়িত্ব সচেতন মন্ত্রী হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় বিষয়টি পুনরায় বিবেচনায় আনবেন কি? - সম্পাদক।]

কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির মাঝেই নিহিত রয়েছে গোটা জাতির অর্থনৈতিক প্রাণশক্তি

-প্রেসিডেন্ট

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর অধ্যাপক এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেছেন, কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির মাঝেই নিহিত রয়েছে গোটা জাতির অর্থনৈতিক বিপ্লব ও প্রাণশক্তি। এজন্য কৃষি ব্যবস্থায় ইতিবাচক ও সর্বশেষ ধ্যান-ধারণার প্রয়োগের আহ্বান জানিয়ে প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, এ প্রাণশক্তির যথার্থ জাগরণে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গত চার দশক ধরে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

প্রেসিডেন্ট গত ১১ মে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্স সিস্টেম আয়োজিত দু'দিনব্যাপী 'বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতি' কর্মশালা এবং 'বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনে কৃষি গবেষণা' শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। শিল্পাচার্য যয়নুল আবেদীন মিলনায়তনে ভিসি প্রফেসর মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এ, কে, এম মোশাররফ হোসেন ও ময়মনসিংহ সদরের এমপি দেলোয়ার হোসেন খান।

প্রেসিডেন্ট কৃষি বিজ্ঞানকে একটি প্রায়োগিক বিজ্ঞান হিসাবে অভিহিত করে বলেন, শিক্ষা, গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞানের যথার্থভাবে ধারণ, লালন ও প্রকাশ করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তিনি বলেন, আমাদের কৃষকদের কোন ছুটি নেই, হরতাল নেই। ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে।

৬ মাসের দুধেল বাছুর!

অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য, ৬ মাসের একটি বকনা বাছুর দিনে ২ কেজি পরিমাণ দুধ দিচ্ছে। পাবনার সাঁথিয়া উপযেলার নাগডেমরা ইউনিয়নের সিলন্দা গ্রামের আবদুল মালেকের ৬ মাসের বকনা বাছুরের দুধ দেওয়ার ব্যাপারটা এলাকায় ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে। আবদুল মালেক জানান, প্রায় ১ মাস যাবত তিনি ৬ মাসের বকনা বাছুরের দুধ পাচ্ছেন।

৭ হাযার কিলোমিটার নৌপথের প্রায় অর্ধেক জুড়েই কারেন্ট জালের মৃত্যুফাঁদ

রাতের অন্ধকারে দেখলে মনে হবে নদীর বুকে তারা জ্বলছে। পানির নীচে পাতা কারেন্ট জাল চিহ্নিত করতে পানির উপরে হারিকেন জ্বালানো হয়। একই এলাকায় শত শত হারিকেনের মিটমিটে আলো নদীর বুকে মোহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। কিন্তু এই আলো যেন মৃত্যুর আহ্বান। পানির নীচে কারেন্ট জালের প্রায় অদৃশ্য বিস্তৃতি এখন পরিণত হয়েছে মৃত্যু ফাঁদে।

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) সূত্র মতে, কারেন্ট জালে মাছ ধরা নিষিদ্ধ হ'লেও দেশের ৭ হাযার কিলোমিটার অভ্যন্তরীণ নৌপথের প্রায় অর্ধেক অংশজুড়েই বর্তমানে জাল পাতা হয়। সূত্রটির একটি প্রাথমিক হিসাব থেকে জানা গেছে, ঢাকা- খুলনা রুটের ২৬৬ কিলোমিটার পথে প্রায় ১০০ কিলোমিটার, বরিশাল রুটে ১৭৬ কিলোমিটার পথে প্রায়

৯০ কিলোমিটার, পটুয়াখালী রুটের ২৫২ কিলোমিটার পথে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার, বরগুনা রুটে ২৭৮ কিলোমিটার পথে প্রায় ১৭০ কিলোমিটার, ভোলা রুটে ১৭৩ কিলোমিটার নৌপথে প্রায় ১০০ কিলোমিটার এবং হুলারহাট রুটে ২০৩ কিলোমিটার নৌপথের প্রায় ১০০ কিলোমিটার পথজুড়ে কারেন্ট জাল পাতা হয়।

এ কারেন্ট জালে জড়িয়ে যেকোন মুহূর্তে যাত্রীবাহী নৌযান দুর্ঘটনাকবলিত হ'তে পারে। অকালে ঝরে যেতে পারে শত শত মানুষের প্রাণ। মাছ ধরার জন্য এ জাল পাতা হ'লেও এতে প্রায়ই জড়িয়ে যায় মানুষ। গত ৩ মে চাঁদপুরের ষাটনলে মর্মান্তিক লঞ্চ দুর্ঘটনায় নিহতদের অনেকেই কারেন্ট জালে জড়িয়ে মারা গেছেন।

কঠিন শর্তে নেওয়া ৬৪০ কোটি টাকা ঋণের সিংহভাগ চলে যাচ্ছে এনজিওদের হাতে

শতকরা ১৫ ভাগ সূদে নেওয়া ঋণের টাকার ৬২ ভাগই চলে যাচ্ছে এনজিওদের হাতে। মাত্র ৩০ ভাগ যাচ্ছে প্রকল্পের মূল কাজ অপুষ্টি দূরীকরণে। বিশ্বব্যাংকের কঠিন শর্তে নেওয়া ৬৪০ কোটি টাকার এই 'জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প' এখন মূলতঃ এনজিও মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে পরিণত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে নেওয়া বিতর্কিত এই প্রকল্পটি ২০০০ সালের জুলাই মাসে 'জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প (এনএনপি) ২০০০' নামে একটি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত রূপে দাঁড় করানো হয়। ১৯৯৬ সালে গৃহীত সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি না করে অন্য একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়, যার কারণ এখনও রহস্যাবৃত বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন।

সংশ্লিষ্টদের মতে, সরকারের উপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সরকারকে সাক্ষী গোপাল রেখে এনজিওদের পুষ্টি সাধন করা হচ্ছে। জনগণের স্বাস্থ্য সেবা এখানে মুখ্য বিষয় নয়। মজার বিষয় এই যে, অংশীদার এনজিও নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এমনভাবে বৈশিষ্ট্য ঠিক করা হয়েছে, যাতে পসন্দকৃত এনজিওগুলি ছাড়া আর কেউ না আসতে পারে।

এরশাদ আবার কারাগারে

আদালত অবমাননার দায়ে হাইকোর্ট সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ,এম, এরশাদকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও ২ হাযার টাকা জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত ১৫ দিনের কারাদণ্ডের আদেশ করেছেন। সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে আদালতের প্রতি কুৎসা তথা আদালত অবমাননার দায়ে একই রায়ে দৈনিক মানবজমিনের সম্পাদক মতীউর রহমান চৌধুরীকে এক মাসের কারাদণ্ড ও ২ হাযার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড এবং ঐ পত্রিকার প্রকাশক মাহবূবা চৌধুরীকে ২ হাযার টাকা জরিমানা অনাদায়ে দুই দিনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। বহুল আলোচিত ক্যাসেট কেলেঙ্কারী এবং তাকে ঘিরে আদালত অবমাননা মামলাগুলির রায়ে গত ২০ মে সোমবার বিচারপতি সৈয়দ আমীরুল ইসলাম এবং বিচারপতি এ,কে,এম, ছফিউদ্দীন সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ দণ্ডাদেশ দেন।

আদালত রায় পাওয়ার পর চার সপ্তাহের মধ্যে তাদের এই শাস্তি ভোগের জন্য ঢাকার ডিসির কাছে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন। এ রায়ের পর এইচ,এম, এরশাদ তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, 'আইনই আমাকে সকল ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করবে। এর বাইরে আমি আর তেমন কিছু বলতে চাই না'।

ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৪ হাযার ৬শ' ৩১ রাউণ্ড গুলী লাপাত্তা

ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্টের ৩০ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী থেকে চাইনিজ রাইফেল, এসএমজি ও এলএমজি'তে ব্যবহারযোগ্য ৭.৬২ এমএম গুলীর ৪ হাযার ৬শ' ৩১ রাউণ্ড গুলী খোয়া যাওয়ার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে গুলী খোয়া যাওয়ার ঘটনা রেজিমেন্টের কর্মকর্তারা জানতে পারেন। এ নিয়ে সমগ্র সেনা প্রশাসনে তোলপাড় অবস্থা সৃষ্টি হয়। কিভাবে, কাদের সহযোগিতায় এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা না গেলেও ইউনিটের ম্যাগাজিন অর্থাৎ গোলাবারুদ সংরক্ষণাগারের দায়িত্বে রত সৈনিক/এনসিও (নন কমিশনণ্ড অফিসার) এর সাথে জড়িত বলে জানা যায়। ম্যাগাজিন এনসিও নিজে স্বীকার করেছে যে, সে আণ্ডারগ্রাউণ্ড পার্টির ক্যাডারদের কাছে টাকার বিনিময়ে গুলী বিক্রি করে দেয়। দীর্ঘদিন যাবৎ সে এই কাজ করছে বলে রেজিমেন্টের কোয়ার্টার মাষ্টার-এর কাছে স্বীকার করে। তবে একা ম্যাগাজিন এনসিও'র পক্ষে এতগুলি গুলী বিক্রি করে দেওয়া সম্ভব নয় বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

সেনা কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই কোর্ট অব ইনকোয়ারির মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করছেন। এতে মূল অপরাধীরাও বেরিয়ে আসবে বলে তারা মনে করছেন। একই সাথে এই বিপুল পরিমাণ গুলী যাতে সন্ত্রাস ও বিশৃংখলা সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হ'তে না পারে সেজন্য সকল গোয়েন্দা সংস্থা ও পুলিশকে যথাযথভাবে অবহিত করা হয়েছে।

আবারো লঞ্চ ডুবি!

বরগুনার চরদোয়ানি থেকে খুলনা যাবার পথে প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়ে পিরোজপুর ও বাগেরহাট যেলার মধ্যবর্তী বলেশ্বর নদীর কচুবাড়িয়া লঞ্চঘাটের অদূরে খেতাবাড়িয়া এলাকায় ২৯.৫ মিটার লম্বা এম,এল,সুবাহা নামের একটি কাঠবডি একতলা লঞ্চ দেড়শ' যাত্রী নিয়ে গত ২৩ মে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নিমজ্জিত হয়। এমভি সালাহুদ্দীন-২ ট্রাজেডির মাত্র ২০ দিনের মাথায় 'এম, এল, সুবাহা' দুর্ঘটনাকবলিত হ'ল। বরগুনার চরদোয়ানি থেকে এম,এল,সুবাহা নামের ঐ লঞ্চটি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ছেড়ে খুলনা যাবার পথে রাত সাড়ে ১০ টার দিকে বিষখালী নদীতে এক প্রলয়ংকরী ঝড়ের কবলে পড়ে। প্রবল বর্ষণ আর দমকা বাতাসের ঝাপটায় কয়েক পাক ঘুরেই বিপুল পরিমাণ বাগদা পোনা ও ধারণ ক্ষমতার প্রায় দ্বিগুণ যাত্রী বহনকারী লঞ্চটি কুচবাড়িয়া লঞ্চঘাটের অদূরে খেতাছেড়া এলাকায় ৯০ ফুট পানির নীচে তলিয়ে যায়। এতে শতাধিক যাত্রী নিহত হয়েছে বলে আশংকা করা হচ্ছে। আপার ডেকের পনের-কুড়িজন যাত্রী কোনমতে সাতরিয়ে কিনারায় উঠলেও অন্যসব যাত্রীদের কেউই লঞ্চ থেকে বের হ'তে পারেনি।

উল্লেখ্য যে, গত ২৬ বছরে দেশে সর্বমোট ৪৯৭ টি লঞ্চ দুর্ঘটনা ঘটেছে। এসব দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৫ হাযার ৫৭০ জন যাত্রীর প্রাণহানি এবং ৩ হাযার যাত্রী আহত হয়েছে বলে 'বিআইডব্লিউটিএ' সূত্রে জানা গেছে।

২০০২-২০০৩ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম, সাইফুর রহমান গত ৬ জুন জাতীয় সংসদে ২০০২-০৩ অর্থবছরের জন্য ৪৪ হাযার ৮৫৪ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট পেশ করেছেন। ১১ হাযার ৭৭০ কোটি টাকার ঘাটতি সম্বলিত এ বাজেটে রাজস্ব খাত থেকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৯ হাযার ১১২ কোটি টাকার সংস্থান ধরা হয়েছে। ঘোষিত বাজেটে সরকারের সার্বিক ব্যয় সাড়ে ১৩ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হ'লেও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে সাড়ে ১৯ শতাংশ। এতে উন্নয়ন বাজেটে স্থানীয় সম্পদ নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থার অর্থায়ন বাজেটে কমানো হয়েছে। সার্বিক বাজেট ঘাটতি সাড়ে ৫ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশের কোটায় নামিয়ে আনা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৩ হাযার ৮৪ কোটি টাকা। এটি চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ১৯.৫৬ শতাংশ বেশী। প্রস্তাবিত বাজেটে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের খাতসমূহে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১৪.৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি করে ২৩ হাযার ৭৫০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে আয়কর ও ভ্যাট উভয় খাতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ১৫ শতাংশ হারে এবং শুল্ক খাতে ৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি বিবেচনা করে আয়কর আদায় ৪ হাযার ৬২৮ কোটি টাকা, মূল্য সংযোজন কর ৬ হাযার ৭৩১ কোটি টাকা এবং শুল্ক ১১ হাযার ২৭৫ কোটি টাকা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর বাইরে কর শুল্ক হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে আয়কর খাতে ১৬০ কোটি টাকা, মূসক খাতে ১০০ কোটি টাকা এবং শুল্ক খাতে ৫৪০ কোটি টাকা মিলে মোট ৮০০ কোটি টাকা নীট রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য খাতে ৩১৬ কোটি টাকা আদায় ধরা হয়েছে।

নতুন অর্থবছরের বাজেটে রাজস্ব ব্যয় ৫.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩ হাযার ৯৭২ কোটি টাকায় উন্নীত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে বেতন-ভাতা খাতের ব্যয় ৭.৬২ শতাংশ বেড়ে ৭ হাযার ৩১৯ কোটি টাকায়, দেশী-বিদেশী ঋণের সূদ পরিশোধ ২.০৭ শতাংশ বেড়ে ৩ হাযার ৬১২ কোটি টাকা এবং ভর্তুকি ও চলতি স্থানান্তর ১১.১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬ হাযার ৫৭৩ কোটি টাকা হবে বলে ধরা হয়েছে।

নতুন বাজেটে ১২০টি পণ্যের উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা হ'লেও গুঁড়ো দুধ, কম্পিউটার সামগ্রী, ভোজ্য তেল, চিনি, বিভিন্ন ফলমূল, মাছ, কাগজ, প্রসাধন সামগ্রী, গণপরিবহন-এর উপর আমদানী শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। সংবাদপত্রসহ অন্যান্য মাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপনকে মূল্য সংযোজন করের আওতায় আনা হয়েছে। অন্যদিকে পুরাতন গাড়ী আমদানীকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হ'লেও নতুন গাড়ী আমদানীর উপর শুল্ক ব্যাপকভাবে কমানো হয়েছে। কৃষি উপকরণ, কৃষিভিত্তিক শিল্পের উপকরণ আমদানীর উপর শুল্ক কমানো হয়েছে। রিফ্রিজারেটর, এয়ারকণ্ডিশনার, সাদা-কালো ও রঙিন টেলিভিশনের শুল্ক কমানো হয়েছে। ভূমি ও এপার্টমেন্ট এবং সিনেমা টিকিটের উপর কর কমানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। চলতি বাজেটে ছাত্রী উপবৃত্তি দশম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার এবং দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের টিউশন ফি মওকুফ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে। এ খাতে মোট বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ৬৮৭১ কোটি টাকা।

বিদেশ

বিশ্বের নবীনতম রাষ্ট্র পূর্ব তিমুরের আত্মপ্রকাশ

বিশ্বের মানচিত্রে গত ১৯মে রোববার মধ্যরাতে একটি নতুন স্বাধীন দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে পূর্ব তিমুর। পৃথিবীর ১৯২তম স্বাধীন এই রাষ্ট্রটি এখন থেকে পরিচিত হবে 'পিপলস রিপাবলিক অব ইষ্ট তিমুর' নামে।

পূর্ব তিমুরের পার্লামেন্টের স্পীকার ফ্রান্সিসকো লু ওলো গুটিরেস রাজধানী দিলিতে স্থানীয় সময় রাত ১২-টায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই দ্বীপটিকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে। এর পরই পূর্ব তিমুরের লাল, হলুদ আর কালো রঙের নতুন জাতীয় পতাকা উড়ানো হয়। এর মধ্য দিয়ে দেশটিতে ৪শ' বছরের পর্তুগীজ শাসনের অবসান ঘটে এবং যাত্রা শুরু হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নবীনতম এই রাষ্ট্রটির।

দিলির নয়নাভিরাম হ্রদের পাশে স্বাধীনতার বর্ণাঢ্য উৎসবে যোগ দেন জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান সহ বিশ্বের প্রায় ৯০টি দেশের বর্তমান ও সাবেক নেতারা। এদের মধ্যে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, পর্তুগালের প্রেসিডেন্ট হোর্হে সাম্পাইয়ো, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী, অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জন হাওয়ার্ড।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৯ সালের আগষ্টে জাতিসংঘের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এক গণভোটে ৮০ শতাংশ তিমুরবাসী স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেয়। তারপর থেকে এতদিন তারা জাতিসংঘ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে ছিল। অবশেষে গত ১৯ মে পূর্ব তিমুর পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

ফ্রান্সের মন্ত্রীসভায় ৫০ বছরে প্রথম মুসলমান মন্ত্রী নিযুক্ত

ফ্রান্সে গত প্রায় ৫০ বছরে এই প্রথম উত্তর আফ্রিকান বংশোদ্ভূত একজন ফরাসী মুসলমানকে মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে। তোকিয়া সাইফি নামের এই মহিলাকে প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাকের মধ্য-ডানপন্থী সরকারের উন্নয়ন মন্ত্রী করা হয়েছে। আলজেরীয় বংশোদ্ভূত ৪২ বছর বয়স্কা সাইফি বলেন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিশেষ করে কট্টর ডানপন্থী লিপেন-এর পরাজয়ের পর এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর আগে ফরাসী উপনিবেশ আলজেরিয়া থেকে ১৯৫৯ সালে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছিল।

অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে ২০০ কোটি বছরের জীবাশ্মের সন্ধান

অষ্ট্রেলিয়ার জীবাশ্ম বিজ্ঞানীরা বহু প্রাণীদেহের জীবাশ্মের সন্ধান পেয়েছেন বলে দাবী করেছেন। এই জীবাশ্ম এযাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। অষ্ট্রেলিয়া ও সুইডেনের যৌথ গবেষক দল অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে স্টেটিয়ারলিং এলাকায় অনুসন্ধানের পর তারা এটি পেয়েছেন। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণী ও ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানী বিগার রাসমুসে এর ধারণা উদ্ধারকৃত এই জীবাশ্মের বয়স ১২০ কোটি থেকে ২শ' কোটি বছরের মধ্যে হবে। বালু ও শিলার সর্বশেষ খনিজ স্তরের মধ্যে এটি পাওয়া গেছে বলে গবেষকরা জানিয়েছেন।

চীনে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম কুরআন শরীফ

চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় স্বায়ত্তশাসিত 'হুই' অঞ্চলে 'নিনজিয়া' যাদুঘরে রক্ষিত কুরআন শরীফের একটি কপিকে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের এই কপিটির ওযন ১ দশমিক ১ গ্রাম। এর দৈর্ঘ্য ১৯ দশমিক ৬ মিলিমিটার, প্রস্থ ১৩ দশমিক ২ মিলিমিটার এবং এটা ৬ দশমিক ১ মিলিমিটার পুরো। এতে ১৩১২ হিজরী সালের উল্লেখ রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটা আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হ'লেও এর আরবী হরফগুলি অত্যন্ত পরিষ্কার। যাদুঘরে একটি ক্ষুদ্র লোহার বাক্সে পবিত্র কুরআনের এই কপিটি রাখা হয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে পবিত্র কুরআনের কপিটি সঊদী আরবের মক্কা নগরী থেকে নিনজিয়ায় আনা হয়েছে। এর আগে চীনের হেনান প্রদেশে পাওয়া পবিত্র কুরআনের একটি কপিকে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কুরআন বলে 'গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিনজিয়া যাদুঘরে রক্ষিত পবিত্র কুরআনের এই কপিটি আকারে তার চেয়েও অনেক ক্ষুদ্র।

দূষিত পানি ও খাদ্য খেয়ে বিশ্বে প্রতিদিন সাড়ে ৫ হাযার শিশু মারা যায়

ব্যাকটেরিয়াদূষিত পানি ও খাবার খেয়ে বিশ্বে প্রতিদিন সাড়ে ৫ হাযার শিশু মারা যায়। সদ্য সমাপ্ত জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক বিশেষ অধিবেশনে তিনটি সংস্থার গবেষণা প্রতিবেদনে এই উদ্বেগজনক তথ্য প্রকাশ পায়।

গবেষণায় বলা হয়, বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণের সবচেয়ে বড় শিকার এই শিশুরা। গত এক দশকে পরিবেশ ও শিশুদের অবস্থার উন্নতির জন্য বহু কিছু করা হ'লেও পরিস্থিতির লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়নি।

শিশু মৃত্যুর প্রধান দুই কারণ ডায়রিয়া ও শ্বাসনালীর সংক্রমণ। রিপোর্টে বলা হয়, শুধু বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাষণ সুবিধার মাধ্যমে বহু শিশুর মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র মতে, ৫ বছরের কম বয়সী শিশুরাই মূলতঃ এর শিকার। অপুষ্টির কারণে শিশুদেহে সহজেই এসব রোগ বাসা বাঁধে। অপুষ্টির কারণে দেহের রোগ প্রতিরক্ষা ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

অতিরিক্ত কাজের ফলে জাপানে রেকর্ড সংখ্যক মৃত্যু

জাপানে অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় রেকর্ড সংখ্যক অর্থাৎ ৬৮ ভাগ বেড়ে ১৪৩-এ দাঁড়িয়েছে। বিশ্বে জাপানীরা কঠোর পরিশ্রমী জাতি বলে পরিচিত। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত কারণে অশান্তি, বিষণ্নতা ও মানসিক সমস্যার ফলে ২০০১-২০০২ সালে (এপ্রিল-মার্চ) মৃত্যুর সংখ্যা আগের বছরের ৭০ জনের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে ৩১ জন আত্মহত্যা করে। প্রচলিত ঐতিহ্য অনুযায়ী জাপানের কোম্পানীগুলিতে সারাজীবন চাকরি করার প্রথা এবং চাকরির জ্যেষ্ঠতার পরিবর্তে মেধার ভিত্তিতে বেতন দেওয়ার পদ্ধতির ফলে মানুষ চাকরি বাঁচানোর স্বার্থে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করে যায়। ফলে অতিরিক্ত কাজের কারণে জাপানে মৃত্যুর হার অব্যাহতভাবে বেড়েই চলেছে। অতিরিক্ত কাজের ফলে ২০০১-২০০২ সালে যারা মারা যায়, তাদের মধ্যে ১৩৩ জন পুরুষ এবং ১০ জন মহিলা।

পাক-ভারত সীমান্ত উত্তেজনা চরমে

গত ১৪ মে জম্মুর কাছে একটি ভারতীয় সেনাশিবিরে এবং একটি বাসে তিনজন কাশ্মীরী মুজাহিদের গুলীবর্ষণে ২০ জন সেনাসদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যসহ ৩৪ জন নিহত হওয়ার ঘটনার সূত্র ধরে পাক-ভারত চরম সীমান্ত উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ভারত এই হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। তবে পাকিস্তান এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। গত বছর ডিসেম্বরে ভারতীয় পার্লামেন্টে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ১৩ জন নিহত হবার পর থেকে এমনিতেই দু'দেশ একটি যুদ্ধাবস্থার মধ্যে রয়েছে। উভয় দেশ তাদের নিজ নিজ সীমান্তে লাখ লাখ সৈন্য মোতায়েন রেখেছে। এই অবস্থায় জম্মুতে সাম্প্রতিক এই হামলা আগুনে ঘৃতাহুতির মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করায় যে কোন সময় পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের পত্র-পত্রিকাও এই পরিস্থিতিকে খুব উদ্বেগজনক বলে বর্ণনা করেছে।

এদিকে জম্মুতে হামলার জন্য ভারত পাকিস্তানকে দায়ী করে প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ ব্যক্ত করার পরপরই গত ১৭ মে ভোর থেকে কাশ্মীরের সাম্বা, রামগড় পুঞ্চ ও নওশেরা সীমান্তে উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে হালকা অস্ত্র থেকে শুরু করে ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও মর্টারের গোলাবিনিময় ঘটে। এরপর প্রতিনিয়তই সীমান্তে উভয় দেশের সৈন্যদের মধ্যে গুলী বিনিময় হচ্ছে এবং লোকজন আহত-নিহত হচ্ছে। তাছাড়া উভয় দেশ তাদের স্ব স্ব সীমান্তে ১০ লাখ করে সৈন্য মোতায়েন রেখেছে।

পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার সীমান্ত উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী গত ২২ মে কাশ্মীর সীমান্তের কুপওয়ারা রণাঙ্গন সফরকালে পাকিস্তানকে এ মর্মে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের সময় এসেছে এবং ভারত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। এদিকে পাকিস্তান ভারতের বক্তব্যে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, পাকিস্তান আলোচনার মাধ্যমে সমাধান চায়। কিন্তু ভারত কর্তৃক আক্রান্ত হ'লে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। যুদ্ধ প্রস্তুতির অংশ হিসাবে ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ পাকিস্তানের কাছাকাছি মোতায়েন করা হয়েছে।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সীমান্ত সংকট শেষ পর্যন্ত ভয়াবহ পারমাণবিক যুদ্ধের রূপ নিতে পারে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছেন। উল্লেখ্য, এ উত্তেজনার প্রেক্ষিতে ভারত দিল্লী থেকে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করেছে।

সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ডের ইসলামাবাদ ও নয়াদিল্লী সফরকে সামনে রেখে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে। ভারত কূটনৈতিক পদক্ষেপের অংশ হিসাবে গত ১০ জুন তার আকাশ সীমায় পাকিস্তানী বিমান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং ইসলামাবাদে নয়া রাষ্ট্রদূত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ইসলামাবাদ কাশ্মীরী মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি ভেঙ্গে না দেয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের সাথে আলোচনার বসায় কোন সুযোগ নেই।

মুসলিম জাহান

আরব বিশ্বে মার্কিন পণ্য বর্জনের হিড়িক

আরব বিশ্বে মার্কিন পণ্য বর্জন বিভিন্নভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে সরকারের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। এই পণ্য বর্জনের হিড়িকে মার্কিন পণ্যের স্টোরগুলির অবস্থা ইতিমধ্যেই কাহিল হয়ে পড়েছে। 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর খবরে বলা হয়েছে, সম্প্রতি ইসরাঈলের প্রতি মার্কিন সমর্থন, বিশেষ করে গাযা উপত্যকায় ইসরাঈলীদের সামরিক অভিযানের পর আরবের লোকজন যুক্তরাষ্ট্রের উপর ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। মার্কিন পণ্য বর্জনের আহ্বান প্রচারিত হয়েছে ইন্টারনেটে, মোবাইল ফোনে এবং মসজিদের মাধ্যমে। এছাড়াও লিফলেটের মাধ্যমে এই আহ্বান দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে আরব বিশ্বের ৩০ কোটি লোকের কাছে। শিশুরাও এখন বর্জন করছে তাদের প্রিয়সব ক্যান্ডি এবং পানীয়। মহিলারা শ্যাম্পু, কসমেটিক্স এবং লেটেষ্ট ডিজাইনের মার্কিন কাপড় এড়িয়ে চলছেন। কোকাকোলা, মালবরো সিগারেট, পটেটো চিপ্স এবং উসিনো পিজার মত মার্কিন পণ্য সামগ্রীর অবস্থা খুবই খারাপ। আরব বিশ্বে বহুল জনপ্রিয় 'আল-জাযীরাহ' স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের ওয়েবসাইটে আমেরিকার যে তিনটি পণ্যকে বর্জনের জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে, তা হ'ল ম্যাকডোনাল্ডস, স্টারবাক্স এবং মাইক্রোসফট।

২৩ বছর পর পাকিস্তান-আফগানিস্তান বিমান চলাচল পুনরায় শুরু

আফগান আরিয়ানা বিমান সংস্থার একটি বিমানের ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে অবতরণের মধ্য দিয়ে গত ১২ মে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে দীর্ঘ ২৩ বছর পর বাণিজ্যিক বিমান চলাচল আবার শুরু হ'ল। কর্মকর্তারা জানান, অন্তর্বর্তী আফগান সরকারের দু'জন মন্ত্রীসহ একটি সরকারী প্রতিনিধি দলকে নিয়ে আরিয়ানা বিমানটি ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে পৌঁছলে পাকিস্তানের বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী তারিক ইকরাম ও অন্য কর্মকর্তারা তাদেরকে স্বাগত জানান। উল্লেখ্য, ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের ফলে দু'দেশের মধ্যে বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

ইসরাঈল বিরোধী ইনতিফাদায় ১৫২১ ফিলিস্তীনী নিহত, আহত ৪০ হাযার, ৯৯৫০ ঘরবাড়ী ধ্বংস

দীর্ঘ ২০ মাস ধরে ইসরাঈলবিরোধী চলমান ইনতিফাদায় ইসরাঈলী সৈন্যদের গুলীতে অন্তত ১ হাযার ৫২১ জন ফিলিস্তীনী নিহত ও ৪০ হাযারের মত আহত হয়েছে। একটি ফিলিস্তীনী সংগঠনের রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে। গাযা ভিত্তিক 'সেন্টার ফর পীস এণ্ড জাস্টিস' তার রিপোর্টে বলেছে, আহত ফিলিস্তীনীদের মধ্যে ৩ হাযার ১৫০ জন পঙ্গু হয়ে গেছে এবং অন্তত ১০ হাযার ফিলিস্তীনীকে ইসরাঈলী কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়, এ সময়কালে ইসরাঈলী সেনাবাহিনী ফিলিস্তীনীদের ৯ হাযার ৯শ' ৫০টি ঘরবাড়ী ধ্বংস করেছে ও ৫ লাখের বেশী গাছ উপড়ে ফেলেছে।

'দখলদারিত্বের অধীনে জনগণ' শীর্ষক এই রিপোর্টে বলা হয়, বিভিন্ন সড়ক প্রতিবন্ধকতায় ইসরাঈলী সৈন্যরা ৫৪০ জন ফিলিস্তীনী শিশু-কিশোর, ১৯৮ ছাত্র, ২৩০ নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও ৭০ জন মহিলাকে গুলী করে হত্যা করেছে।

এছাড়া ইহুদী বসতি স্থাপনকারীদের গুলীতে ফিলিস্তীনীদের ১৬ জন চিকিৎসাকর্মী ও ৩০ স্কুলকর্মী নিহত হয়েছেন। ইসরাঈলের সাম্প্রতিক সামরিক আগ্রাসনে হতাহতদের বিশেষ করে জেনিন উদ্বাস্তু শিবিরের হতাহতদের সংখ্যা এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ইসরাঈলী সৈন্যরা ফিলিস্তীনীদের এই শিবিরের সকল ঘরবাড়ী ধ্বংস করেছে এবং সেখানে গণহত্যা চালিয়েছে। জেনিনে হতাহতের সঠিক সংখ্যা এখানো জানা যায়নি।

সঊদী আরবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের কফি হাউসে গমনের ওপর নিষেধাজ্ঞা

সঊদী আরবের শরী'আহ পুলিশ সে দেশে ১৮ বছরের নিচে সকল বালকের 'কফি হাউসে' যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। নৈতিকতা সংরক্ষণ ও ধূমপান থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

দৈনিক 'আল-জাযীরাহ' পত্রিকা রিয়াদের শরী'আহ পুলিশের প্রধান ওছমান আল-ওছমানের উদ্ধৃতি দিয়ে জানায়, পুলিশ ক্যাফেগুলিতে তাদের ঝটিকা অভিযান বৃদ্ধি করবে এবং কেউ নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করলে তাকে গ্রেপ্তার করবে। অনূর্ধ্ব ১৮ বালকদের যেন ধূমপানের অনুমতি না দেওয়া হয় সেজন্য বিধর্মী মালিকদেরও বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পাক-ভারত পরমাণু যুদ্ধ হ'লে ৩০ লাখ লোকের মৃত্যু ঘটবে, আহত হবে ১৫ লাখ

পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সীমিত আকারে পরমাণু যুদ্ধ হ'লেও অন্তত ৩০ লাখ লোকের মৃত্যু ঘটবে এবং আরো ১৫ লাখ লোক গুরুতর রূপে আহত হবে বলে মত প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ পত্রিকা 'নিউ সায়েন্টিষ্ট'। নিউ জার্সি অঙ্গ রাজ্যের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিন ও এশীয় গবেষকদের নয়া সমীক্ষায় এ কথা বলা হয়।

জাপানে হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত বোমার চেয়ে এটা হবে দশগুণ বেশী শক্তিসম্পন্ন। ভারত ও পাকিস্তানের ৫টি বৃহত্তম শহরে ৬শ' মিটার জায়গা জুড়ে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হবে। ভারতে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হবে বাঙ্গালোর, মুম্বাই, কলিকাতা, চেন্নাই ও নয়াদিল্লী। আর পাকিস্তানের হামলার লক্ষ্যবস্তু হবে ফায়ছালাবাদ, ইসলামাবাদ, করাচী, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি। ভারতের পক্ষে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াবে ১৭ লাখ এবং আহত হবে ৯ লাখ। অন্যদিকে পাকিস্তানে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াবে ১২ লাখ ও আহত হবে ৬ লাখ। বিষ্ফোরণ, অগ্নিকাণ্ড ও তেজস্ক্রিয়তার কবলে পড়ে মৃত্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আর পরবর্তী বছরগুলিতে ক্যান্সারে মারা যাবে অজ্ঞাতসংখ্যক লোক। বাতাসের পরিবর্তে মাটিতে বোমা বিষ্ফোরিত হ'লে কয়েকশ' বর্গকিলোমিটার জুড়ে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়বে। এতে বহুলোক মারা যাবে। পশ্চিম দিক দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার কারণে পাকিস্তানের তুলনায় ভারতের মানুষের বেশী ক্ষতি হবে।

ইরানের শাহাব-৩ ব্যালাষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ

ইরান সম্প্রতি সাফল্যের সঙ্গে তার শাহাব-৩ ব্যালাষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ সম্পন্ন করেছে। এই ক্ষেপণাস্ত্র ইসরাঈলে পর্যন্ত আঘাত হানতে সক্ষম বলে মার্কিন

কর্মকর্তারা জানান। ধারণা করা হচ্ছে যে, এটা পঞ্চম পরীক্ষা এবং মে মাসের গোড়ার দিকে এটা করা হয়েছিল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তারা ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাবে। শাহাব-৩ ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ১৩শ কিলোমিটার, যা ইসরাঈল, সঊদী আরব, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও তুরস্কের কিছু অংশে মোতায়েন মার্কিন সৈন্যদের টার্গেট করতে সক্ষম।

পাকিস্তানে 'আবদালি' ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা

পাকিস্তান গত ২৮ মে মঙ্গলবার তাদের তৃতীয় ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র 'আবদালি'র সফল পরীক্ষা চালিয়েছে। প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং আন্তর্জাতিক সমালোচনার পটভূমিতে ১৮০ কিলোমিটার পাল্লার পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম এ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালানো হয়। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, তারা এতে আদৌ ভাবিত নয়। দেশের আভ্যন্তরীণ চাপ থেকেই পাকিস্তান একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালাচ্ছে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র জানান, তাদের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী 'আবদালি'র পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা হয় এবং এর মাধ্যমে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার কাজ শেষ হয়।

কাশ্মীরে প্রতিমাসে ১শ' জনকে হত্যা করা হচ্ছে

-এ্যামনেস্টি ইনটারন্যাশনাল

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা 'এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'-এর বার্ষিক রিপোর্টে নিরাপত্তার নাম ভাঙ্গিয়ে নেওয়া ব্যবস্থার ফলে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ আনা হয়। এ্যামনেস্টি প্রধান আইরিন খান তাদের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করার এক অনুষ্ঠানে হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন, সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখে সন্ত্রাসী আক্রমণের পর থেকে নিরাপত্তার নামে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর রিপোর্টে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে নেপাল, শ্রীলংকা ও ভারতের আভ্যন্তরীণ অস্থিরতার কথা তুলে ধরা হয়। এ রিপোর্টে কাশ্মীর প্রসঙ্গে বলা হয়, সেখানে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ শ' জন লোককে হত্যা করা হচ্ছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সেদিকে কোন দৃষ্টিপাত করছে না।

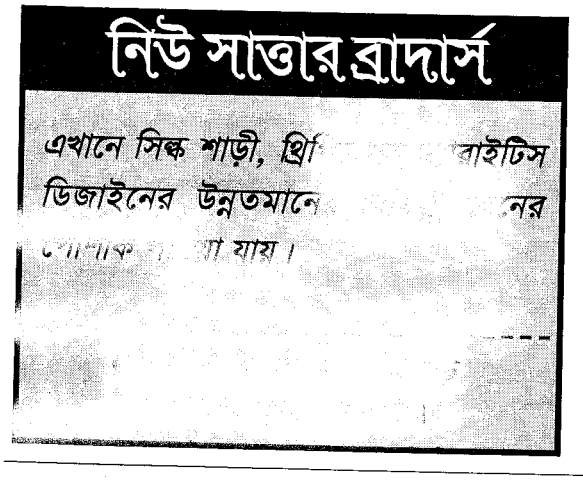

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

গাড়ি চলবে মন বুঝে!

'সেগওয়ে হিউম্যান ট্রান্সপোর্টার' নামে তৈরী হয়েছে নতুন গাড়ি। এটি পরিচিত 'জিংজার' নামে। এটি চলবে মানুষের মনের ভাষা পড়ে। অর্থাৎ চালক যে ইচ্ছা বা মনোভাব পোষণ করবেন সে মতেই গাড়ি চলবে। থামার ইচ্ছা হ'তেই গাড়ি থামবে, চলার ইচ্ছা হ'লেই চলবে। অনেক সময় নির্দিষ্ট দূরত্ব সীমার মধ্যে গাড়ি চলার শুরুতে দূরত্বসীমা নির্দিষ্ট করে দিলে সেই সীমার শেষে গাড়িটি আপনাআপনিই থামবে। এটি দেখতে অনেকটা ঘাসকাটা যন্ত্রের মতো। এটি তৈরি করেছেন আমেরিকান বিজ্ঞানী ডিন কামেন।

গাড়িটি তৈরি করা হয়েছে মানুষের শরীরের আদলে। দেখে মনে হ'তে পারে এটিতে চড়লে যেকোন সময় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু তা নয়। এটি নিজেই যাত্রীর, ওযনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে-ফিরতে পারে। আশ্চর্যের বিষয় হ'ল এটি চালাতে এর ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে হবে না। এটি চলবে যাত্রীর মনের ভাব বুঝে। গাড়িটির গতি ঘন্টায় ২০ কিলোমিটার। এটির দাম পড়বে যথাক্রমে ৮ হাযার ও ৩ হাযার ডলার।

কুকুরের অভিব্যক্তি প্রকাশের যন্ত্র

জাপানের খেলনা নির্মাতা প্রতিষ্ঠান তাকারা 'বাউলিঙ্গুয়াল' নামের একটি নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেছে, যা কুকুরের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে সক্ষম। এই যন্ত্র কুকুরের গলায় স্থাপিত একটি ওয়্যারলেস মাইক্রোফনের সাহায্যে কুকুরের কণ্ঠস্বর বিশ্লেষণ ও এর অর্থ নিরূপণ করে ডিসপ্লে পদ্ধতিতে তা প্রকাশ করতে সক্ষম। এতে কুকুরটির আনন্দ বা বেদনার অভিব্যক্তি ধরা পড়বে। এর দাম হচ্ছে ১ লাখ ৪৮ হাযার ইয়েন (১১৫ মার্কিন ডলার)।

সূচবিহীন টিকা

সুচবিহীন টিকা আবিষ্কার করেছে 'ওয়েস্টন মেডিক্যাল' নামক একটি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান। এটি দেখতে মোটা মার্কার পেনের মত। কমপ্রেসড গ্যাস ভরা থাকে। এতে আছে ইনজেক্টর ভরা ওষুধ। যা ত্বকে স্থাপন করে বাটনে চাপ দিলেই কাজ হয়ে যায়।

সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করে যে হুইল চেয়ার

সম্প্রতি অসাধারণ এক হুইল চেয়ার আবিষ্কার করেছেন এক মার্কিন বিজ্ঞানী। যার দ্বারা সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করা যাবে। এমনকি স্বয়ংক্রিয়ভাবে উঁচু হয়ে তাকে সবচেয়ে ওপরে রাখা বইটিকেও আরোহীর হাতের নাগালে এনে দিতে পারে। চেয়ারটির বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য আসলে এর প্রযুক্তিগত নয়, এর নানাবিধ সুযোগ।

হুইল চেয়ারটির নির্মাণ শিল্পীদের প্রত্যাশা, এটি যুক্তরাষ্ট্রের তো বটেই সারা বিশ্বেই জনপ্রিয়তা পাবে। আশা করা হচ্ছে মার্কিন বিজ্ঞানী ডিন কামেনের তৈরী এই বিস্ময়কর হুইল চেয়ার বিশ্বের চলৎশক্তিহীন মানুষদের জন্য নতুন জীবন নিয়ে আসবে। প্রযুক্তিটির মূল্য আনুমানিক ২০ হাযার ডলার, বাংলাদেশের মুদ্রায় যা দশ লাখ টাকার সমান প্রায়।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন ২০০২

১. পাঁচদোনা, নরসিংদী ২রা মে বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর হ'তে স্থানীয় হাইস্কুল ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নরসিংদী যেলা সম্মেলন ২০০২ অনুষ্ঠিত হয়। আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মেছবাহুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের একমাত্র পথ হ'ল ইসলাম। ঐ ইসলাম হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যাকৃত ইসলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম যাকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করেননি, আজকের যুগে তা কখনোই দ্বীন হিসাবে গণ্য হবে না। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার যে মহান আন্দোলন ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসছে, তাকেই আহলেহাদীছ আন্দোলন বলা হয়। জীবনের সকল দিক ও বিভাগে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুনিয়াতে মঙ্গল ও আখেরাতে মুক্তি লাভ এ আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। অতএব দলমত নির্বিশেষে সকল বনু আদমকে এ আন্দোলনে শরীক হয়ে স্ব স্ব মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নরসিংদী জামে'আ ক্বাসেমিয়ার প্রধান মুহাদ্দিছ ক্বারী মওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা), যেলা সভাপতি মাওলানা আমীনুদ্দীন, মাধবদী আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা হাফীযুর রহমান ও স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম।

২. যশোর ১০ই মে শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর হ'তে শহরের ষষ্ঠিতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে যশোর যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে **মুহতারাম আমীরে জামা'আত** আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনই পারে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকায় শতধা বিভক্ত মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করতে। কেননা এ আন্দোলন ধর্ম, বর্ণ, মাযহাব ও তরীকা নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র অভ্রান্ত বিধানকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার একটি মাত্র শর্তে ঐক্যবদ্ধ হবার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে। তিনি এই মহান আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার জন্য যার যা আছে তাই নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সম্মানিত নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ (রাজশাহী), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা) ও স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম। মাননীয় নায়েবে আমীর স্বীয় বক্তব্যে নিজেকে ও নিজ পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্যে সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানান।

৩. সাতক্ষীরা ১৭ই মে শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর হ'তে শহরের পি,এন,হাইস্কুল প্রাঙ্গনে যেলা সভাপতি মাওলানা আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে যেলা সম্মেলন ২০০২ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিশাল ইসলামী সম্মেলনে যেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এবং পার্শ্ববর্তী যশোর ও খুলনা যেলা থেকে বাস সমূহ রিজার্ভ করে দলে দলে কর্মীদের আগমনে সম্মেলনস্থল কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র জানবায কর্মীরা বিরাট হোণ্ডা মিছিল সহকারে মুহতারাম আমীরে জামা'আত, নায়েবে আমীর ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ শেষে রাত্রি সোয়া ৯-টায় যখন সম্মেলন স্থলে উপস্থিত হন, তখন 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর; 'মুক্তির একই পথ, দাওয়াত ও জিহাদ' ইত্যাদি মুহুর্মুহু শ্লোগানে সম্মেলন মুখরিত হয়ে ওঠে।

অতঃপর প্রধান অতিথির ভাষণে জনগণকে উদ্দেশ্য করে **মুহতারাম আমীরে জামা'আত** বলেন, পুরুষ হৌন বা নারী হৌন কোন মুসলমানের সম্মুখে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের কোন নির্দেশ এসে গেলে সেখানে তার নিজস্ব কোন এখতিয়ার বাকী থাকে না। বরং এলাহী বিধানের সম্মুখে নিঃশর্তভাবে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়ার মধ্যেই 'ইসলাম' নিহিত। তিনি বলেন, আল্লাহসৃষ্ট সূর্য-চন্দ্র, আলো-বাতাস, মাটি ও পানি যেমন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবায় নিয়োজিত, আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান তেমনি সকল মানুষের কল্যাণে নিবেদিত। অতএব উক্ত বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' তেমনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রকৃত মুক্তি আন্দোলন। তিনি অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য মধ্যপন্থা অবলম্বনে সমাজ বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্যে সকলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দৃঢ়চিত্তে দাওয়াত ও জিহাদের কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

সম্মেলনের বিশেষ অতিথি সম্মানিত নায়েবে আমীর **শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী** মুরব্বীদের জন্য, যুবকদের জন্য, সোনামণিদের জন্য ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক প্লাটফরম দিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' শহরে-গ্রামে যে চতুর্মুখী আন্দোলন শুরু করেছে, তাকে সুশৃংখলভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। অন্যতম বিশেষ অতিথি কেন্দ্রীয় সংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম সাংগঠনিক মযবুতী অর্জনের মাধ্যমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনকে' দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান। অন্যতম বিশেষ অতিথি যশোর এম, এম, কলেজ হ'তে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব নযরুল ইসলাম স্বীয় ভাষণে আহলেহাদীছ আন্দোলনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন।

সম্মেলনের বিশিষ্ট বিদেশী মেহমান শায়খ আবু আব্দুল বার্র আহমাদ আবদুল লতীফ নাছীর (জর্ডন) বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল কাজ হ'ল ছহীহ আক্বীদার প্রসার এবং শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। তিনি বলেন, বাংলাদেশে আহলেহাদীছদের সংখ্যা অনেক বেশী। যদিও অন্যদের তুলনায় কম। কিন্তু হকপন্থীদের সংখ্যা কম হ'লেও মূলতঃ তারাই বেশী। তিনি মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেন, ইসলাম নারীদেরকে সর্বাধিক

মর্যাদা দিয়েছে, যা অন্য কোন ধর্ম দেয়নি। কিন্তু ক্ষমতায়নের নামে মহিলা সমাজকে ঘরের বাইরে এনে মূলতঃ তাদের ক্ষমতা হানি করা হচ্ছে। অথচ তাদের উপরে রয়েছে সংসার নির্বাহ ও সন্তান পালনের বিরাট গুরু দায়িত্ব। তিনি বলেন, মহিলাদের উপরে ঐগুলিই ওয়াজিব, যা পুরুষের উপরে ওয়াজিব, কেবল ঐ সকল বিষয় ব্যতীত যেগুলির বিষয়ে শরী'আত নাযিল হয়েছে।

সম্মেলনের প্রধান বক্তা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক **ডঃ লোকমান হোসায়েন** পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ গড়ার লক্ষ্যে নিবেদিতপ্রাণ একদল নেতা-কর্মীর আশু প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্বের উপরে নাতিদীর্ঘ ভাষণ পেশ করেন।

সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ (রাজশাহী), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, পাইকগাছা ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক জনাব শেখ রফীকুল ইসলাম ও স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম। সম্মেলনে জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

৪. পীরগাছা, রংপুর ২৩ মে বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা সম্মেলন ২০০২ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন মাত্র দু'শত বছরের নতুন কোন আন্দোলন নয়, বরং যখন থেকেই ইসলামে বিদ'আতী আন্দোলন সমূহ মাথাচাড়া দিয়েছে, তখন থেকেই তার বিপরীতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সূচনা হয়েছে। তিনি বিভিন্ন হাদীছ ও ইতিহাস থেকে দলীল পেশ করে বলেন যে, ছাহাবায়ে কেরাম নিজেদেরকে 'আহলুল হাদীছ' বলতেন এবং ৩৭ হিজরীর পর থেকেই আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল বিদ'আহ নামে উম্মতের মধ্যে দু'টি দলের ভেদ রেখা সৃষ্টি হয়। এমনকি পরবর্তীতে ইসলামী ফিক্বহ 'আহলুল হাদীছ' ও 'আহলুল রায়' নামে দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তিনি শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী রচিত হুজ্জাতুল্লা-হিল বালিগাহ্র বরাত দিয়ে বলেন, ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার মুসলমানরা তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাসী ছিলেন না। পরবর্তীতে বিভিন্ন ইমাম ও পীরের নামে মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকা অনুসারে দল সৃষ্টি হয়। আর এই মাযহাবী দলাদলির ফলে আপোষ হানাহানির পরিণামে মুসলমানদের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং ৬৫৬ হিজরীতে রাজধানী বাগদাদ ধ্বংস হয়। এরপরে ৬৬৫ হিজরীতে চার মাযহাব মান্য করাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে আবশ্যিক ঘোষণা করা হয়। ৮০১ হিজরীতে কা'বা গৃহের চার পার্শ্বে চার মাযহাবের চার মুছাল্লা কায়েম করা হয়। ১৩৪৩ হিজরীতে বাদশাহ আবদুল আযীয কর্তৃক এই চার মুছাল্লা ভেঙ্গে ফেলে কুরআনী নির্দেশ অনুযায়ী মূল ইবরাহীমী মুছাল্লায় উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করার আগ পর্যন্ত ৫৪২ বছর যাবৎ এই লজ্জাষ্কর বিভক্তিস্তম্ভ স্থায়ী ছিল। তিনি ইতিহাস থেকে তথ্য পেশ করে বলেন, হিন্দুস্থানে আহলেহাদীছ আন্দোলন একই সঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমরা এ আন্দোলনকে সকল মানুষের মুক্তি আন্দোলনে তার হারানো পথে ফিরিয়ে নিয়ে পরিণত করতে চাই।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সম্মানিত নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (রাজশাহী), মাওলানা আমানুল্লাহ (পাবনা), কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ মাওলানা এস,এম, আব্দুল লতীফ (সিরাজগঞ্জ), মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস খাঁন সালাফী (সাত দরগা, রংপুর) ও স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম।

বক্তৃতা শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র রংপুর ও কুড়িগ্রাম যেলা দায়িত্বশীলদের নিয়ে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নির্মিত স্থানীয় দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বৈঠকে মিলিত হন। তিনি যেলার সাংগঠনিক কাজের অগ্রগতির খোঁজ খবর নেন এবং দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে হেদায়াতী ভাষণ পেশ করেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও নায়েবে আমীর স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং ওলামায়ে কেরামের সাথেও দীর্ঘ মতবিনিময় করেন।

পরদিন সকালে পূর্ব কর্মসূচী অনুযায়ী মুহতারাম আমীরে জামা'আত এখান থেকে অনতিদূরে নবপ্রতিষ্ঠিত পাওটানাহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদ পরিদর্শনে যান এবং স্থানীয় ফাযিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুস সালাম সহ অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম ও সুধীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

সাতদরগা ছোট চওড়া শামছুল আলম সালাফিয়া হাফেযিয়া মাদরাসাঃ সকাল ৯-টায় অত্র মাদরাসার মুহতামিম জনাব আব্দুল কুদ্দুস খাঁন সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক কর্মী, সুধী ও ছাত্র সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, প্রতিটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এক একটি ফুলের বাগান সমতুল্য। এখানে নানা ধরনের ফুল ফুটবে। কিন্তু এই ফুলগুলিকে ফোটার সুযোগ দিতে হবে। তিনি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদেরকে সর্বদা জ্ঞানার্জনে ব্রতী থাকার উপদেশ দেন। কর্মী ও সুধীমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে আমীরে জামা'আত বলেন, আপনারা একটি বাগান তৈরী করেছেন। এক্ষণে এই বাগানটি সঠিকভাবে পরিচর্যার মাধ্যমে আরো সুন্দর ও সুশোভিত করার মূল দায়িত্ব আপনাদের।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাওলানা আমানুল্লাহ, এস,এম, আব্দুল লতীফ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব, যেলা কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ সেকেন্দার আলী ও নীলফামারী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ খায়রুল আযাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এতদ্ব্যতীত উপস্থিত ছিলেন রংপুর ছিলমন হাফেযিয়া মাদরাসার পরিচালক মাষ্টার ছানাউল্লাহ, শিক্ষক মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

৫. মহিষখোচা, লালমণিরহাট ২৪ মে শুক্রবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমণিরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আদিতমারী উপযেলাধীন মহিষখোচা হাইস্কুল ময়দানে যেলা সম্মেলন ২০০২ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে **মুহতারাম আমীরে জামা'আত** বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ আলোক সার্বিক জীবন গড়ে তোলার মাধ্যমেই আমাদেরকে ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির পথ তালাশ করতে হবে। তিনি যৌতুক প্রথা, ধূমপান ইত্যাদির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি উক্ত দু'টি বিষয় পরিত্যাগ করার আবেদন জানালে বহু শ্রোতা হাত তুলে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার করেন। তিনি তামাক চাষ বন্ধ করে বিকল্প ফসল উৎপাদনের জন্য চাষী ভাইদের পরামর্শ দেন এবং তাতে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত ও বরকত প্রার্থনা করেন।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সম্মানিত নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (রাজশাহী), মাওলানা আমানুল্লাহ (পাবনা), রংপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব, নীলফামারী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব খায়রুল আযাদ, তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) নির্মিত কাকিনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা ফারূক আহমাদ ও স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম।

বক্তব্য শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত মহিষখোচা কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন এবং সংগঠনের অগ্রগতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরামর্শ প্রদান করেন।

ইসলামের নামে বিভিন্ন বিদ'আত হ'তে দূরে থাকুন

-জানাযা অনুষ্ঠানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

খয়েরসূতি, পাবনা ৬ই মে সোমবারঃ অদ্য বাদ যোহর স্থানীয় রহমানিয়া মাদরাসা ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভক্ত অনুসারী ক্বাযী তোজাম্মেল হোসায়েন (৭৫)-এর মৃত্যুতে অনুষ্ঠিত বিরাট জানাযা অনুষ্ঠানে উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, অন্যান্য ক্ষেত্রের চেয়ে মাইয়েতের কাফন-দাফন-জানাযা ও জানাযা পরবর্তী বিষয় গুলিতে আমাদের দেশে বিদ'আতের সরগরম খুব বেশী। যেমন জুতা পায়ে দিয়ে জানাযা পড়া নিষিদ্ধ মনে করা, মাটি দেওয়ার সময় *মিনহা খালাক্বনা-কুম*... বলা, জানাযায় সূরায়ে ফাতিহা না পড়া, জানাযার পূর্বে মাইয়েতের অনাদায়ী ছালাতের কাফফারা আদায় করা, মাইয়েত ভাল ছিলেন না মন্দ ছিলেন সে বিষয়ে উপস্থিত মুছল্লীদের নিকট থেকে সমর্থন আহ্বান করা, মাইয়েতের স্ত্রীর নিকট থেকে মোহরানা মাফ করিয়ে নেওয়া, জানাযা বহনের সময় রাস্তায় তিনবার খাটিয়া নামানো, কবরে গোলাপ পানি ছিটানো, দাফন শেষে দলবদ্ধভাবে মুনাজাত করা, তিনদিন পরে কুলখানি বা ৪০ দিন পরে চেহলামের অনুষ্ঠান করা বা মৃতের কল্যাণ হবে মনে করে তার বাড়ীতে ওয়ায মাহফিল করা ইত্যাদি। তিনি মৃতের উত্তরাধিকারীদেরকে সবার আগে মৃতের ঋণ পরিশোধের তাকীদ দেন এবং তার সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারার সময় কন্যা সন্তানদের অংশ সঠিকভাবে বুঝে দেওয়ার জন্য পুত্র সন্তান ও মুরব্বীদের প্রতি আহ্বান জানান।

জানাযায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা সাংগঠনিক যেলার সভাপতি ও খয়েরসূতি জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা বেলালুদ্দীন, খয়েরসূতি হাইস্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আফযাল হুসায়েন, খয়েরসূতি রহমানিয়া মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা সাখাওয়াত হোসায়েন, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ফারেগ তরুণ আলেম ও বাগ্মী মাওলানা আমানুল্লাহ, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, কেন্দ্রীয় অফিস সহকারী জনাব মুফাক্ষার হোসায়েন ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

উল্লেখ্য যে, জনাব তোজাম্মেল হোসায়েন তাঁর মৃত্যুর সপ্তাহকাল পূর্ব থেকেই মুহতারাম আমীর জামা'আতকে তার জানাযা পড়ানোর জন্য উত্তরাধিকারীদের নিকটে বিশেষভাবে অছিয়ত করে যান।

মসজিদ প্রতিষ্ঠার চেয়ে মসজিদ আবাদ করার প্রতি নযর দিন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

মাদরা নিউমার্কেট, সাতক্ষীরাঃ গত ১৭ই মে শুক্রবার তাওহীদ ট্রাষ্টের সৌজন্যে ও জমঈয়াতু এহ্ইয়াইত তুরাছিল ইসলামী, কুয়েত-এর অর্থায়নে নবনির্মিত জামে মসজিদ উদ্বোধনকালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপস্থিত মুছল্লীদের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি দাতা সংস্থার বাংলাদেশ অফিসের ডাইরেক্টর শায়খ আবু আব্দুল বার্র আহমাদ আবদুল লতীফ সকল মুছল্লীকে ছহীহ আক্বীদা অনুযায়ী জীবন যাপনের আহ্বান জানান। অন্যতম বিশেষ অতিথি সম্মানিত নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী সকলকে অধিকতর তাক্বওয়া অর্জনের আহ্বান জানান।

এলাকা সভাপতি জনাব আবদুল লতীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে স্বাগত ও শুকরিয়া বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আলহাজ্জ আবদুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর সাবেক যেলা সভাপতি ও বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্জ মাষ্টার আবদুর রহমান। উক্ত অনুষ্ঠানে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘের' যেলা নেতৃবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

তাবলীগী সভা

হাটপারিলা, রাজশাহী ১লা মে বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' হাটপারিলা শাখার উদ্যোগে হাটপারিলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার সদস্য জনাব রেযাউল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ বলেন, মুখে শুধু আহলেহাদীছ বলে নাজাত পাওয়া যাবে না। জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব থেকে নাজাত পেতে হ'লে আমাদেরকে আবশ্যিক ৪টি গুন অর্জন করতে হবে। (১) ঈমান (২) আমল (৩) দাওয়াত ও (৪) ছবুর। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার সাবেক সভাপতি মাওলানা মোনায়েম ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

চাঁদমারী, পাবনা ৩রা মে শুক্রবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ

যুবসংঘ' পাবনা সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে শহরের চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মাওলানা বেলালুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'তাওহীদ ট্রাষ্ট'-এর ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল্লাহ আল-মামুন। সভায় উপস্থিত ছিলেন যেলার উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল কাদের, আলহাজ্জ আব্দুর রউফ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

বেজোড়ী, দারুসা, রাজশাহী ১৩ই মে সোমবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দারুসা এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় বেজোড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শাখা সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গতানুগতীক কোন দল, তরীকা ও ফির্কার নাম নয় এটা একটি সরল পথের নাম, যে পথের তালাশ আমরা করে থাকি আমাদের ছালাতের প্রতি ওয়াক্তে। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এ,এস,এম আযীযুল্লাহ, তাওহীদ ট্রাষ্ট-এর ইঞ্জিনিয়ার জনাব আব্দুল্লাহ আল-মামুন ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৩০শে মে বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার পৌর এলাকার উদ্যোগে শহরের মাষ্টার পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এলাকা সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' নওদাপাড়ার মুহাদ্দিছ ও দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযীযুল্লাহ, 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাইনবাবগঞ্জ যেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক

বগুড়া, ২রা মে ২০০২ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে শহরের রহমান নগরস্থ যেলা অর্থ সম্পাদক জনাব নযরুল ইসলাম মিন্টুর বাসভবনে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত বৈঠকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ বলেন, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। অতএব আমাদের সকল দায়িত্বশীল ভাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তিনি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মোতাবেক যেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের জন্য সবাইকে তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান।

'শরী'আতের দৃষ্টিতে ঈদে মীলাদুন্নবী' শীর্ষক আলোচনা সভা

পবা, রাজশাহী ২২ শে মে ২০০২ বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পবা-টিটিসি শাখার উদ্যোগে পবা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'শরী'আতের দৃষ্টিতে ঈদে মীলাদুন্নবী' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদ কমিটির সভাপতি ও টিটিসি, রাজশাহীর চীফ ইনস্ট্রাক্টর জনাব মুহাম্মাদ মতীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন **'মাসিক আত-তাহরীক'**-এর সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযীযুল্লাহ, 'আন্দোলনে'র অন্যতম কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব আতাউর রহমান।

প্রধান অতিথি স্বীয় ভাষণে বলেন, মুসলমানগণ বর্তমানে বিভিন্ন বিদ'আতী আনুষ্ঠানিকতার জালে আটকে আছে। ফলে ইসলামের আদি রূপ তাদের নিকট থেকে বিদায় নিতে চলেছে। তিনি বলেন, ইসলামের চার চারটি সোনালী যুগের বহু পরে ৬০৪ অথবা ৬২৫ হিজরীতে আবিষ্কৃত এই মীলাদ অনুষ্ঠান আজ মুসলমানদের ঘরে ঘরে মহা সমারোহে পালিত হচ্ছে। শরী'আতে যার বিন্দুমাত্রও অনুমোদন নেই। তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঈদে মীলাদুন্নবীর ন্যায় বিভিন্ন বিদ'আতী অনুষ্ঠান সমূহ পালনের ভয়াবহ পরিণতি তুলে ধরেন।

বিশেষ অতিথি এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ ভারত বর্ষে ইসলাম আগমনের প্রেক্ষাপট আলোচনা করেন এবং ভারতীয় মুসলিম শাসকদের ধর্মের প্রতি গাফলতী তুলে ধরেন।

পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পবা-টিটিসি শাখার সাধারণ সম্পাদক ও টিটিসির সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর জনাব সুলতান আহমাদ।

যুবসংঘ

প্রশিক্ষণ

পাকুড়িয়া, বিরামপুর, দিনাজপুর ২রা মে ২০০২ঃ অদ্য বৃহস্পতিবার সকাল ১০ ঘটিকায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে পাকুড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুল ওয়ারেছের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণ শেষে পৃথকভাবে কর্মী ও সুধীসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমানগণ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন।

মীরগড়, পঞ্চগড়, ৩ মে ২০০২ঃ অদ্য শুক্রবার বিকাল ৩ ঘটিকায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পঞ্চগড় সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মীরগড় প্রাইমারী স্কুলে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ ছাদেকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ

যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য শিহাবুদ্দীন আহমাদ। এছাড়া যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শালবাগান, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও, ৪ মে ২০০২ইংঃ অদ্য শনিবার বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঠাকুরগাঁও সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শালবাগান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আহ্বায়ক মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মোযাম্মেল হক।

১৯২ বি,কে রায় রোড, খুলনা, ৮ মে ২০০২ইংঃ অদ্য বুধবার সকাল ১০ ঘটিকায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কার্যালয়ে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুর রহীম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন ও যুবসংঘের 'কর্মী' হাফেয মুহাম্মাদ এরশাদুল্লাহ। সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির (বাবু) এবং খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইসরাফীল হোসাইন প্রমুখ।

ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ, ১১ মে ২০০২ ইংঃ অদ্য শনিবার বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ডাকবাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর অনুমোদিত কর্মী হাফেয মুহাম্মাদ এরশাদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ নযরুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে 'যুবসংঘে'র সাত সদস্য বিশিষ্ট যেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়।

নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া, ১৫ মে ২০০২ ইংঃ অদ্য বুধবার বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুল মুমিন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন ও যুবসংঘের 'কর্মী' মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ' ও 'আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দ।

সুধী সমাবেশ

ময়মনসিংহ ৯ মে ২০০২ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ময়মনসিংহ যেলার উদ্যোগে চক রাধাকানাই মেহের সরকারবাড়ী জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন, ক্বারী মুসলেমুদ্দীন, হাজী শাহেদ আলী, আনোয়ার হোসাইন, লূৎফর রহমান ও খলীলুর রহমান প্রমুখ।

লক্ষ্য করুণ! লক্ষ্য করুণ

'মজবুত বিল্ডিং নির্মাণের জন্য চাই উন্নতমানের ইট'

❑ সম্পূর্ণ কয়লায় পুড়ানো ও পাক মিলে মোল্ডিং এ উন্নতমানের ইট প্রস্তুত কারক ও সরবরাহকারী।

যোগাযোগের ঠিকানা

এম, এইচ, বি ব্রিকস

চেম্বারঃ বিডিআর গেট

শালবাগান, সপুরা, রাজশাহী

ফোনঃ ৭৬০৩৮৮

রাজশাহী শহরে যে সব স্থানে আত-তাহরীক পাওয়া যায়

১. হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কাজলা, রাজশাহী।
২. রোকেয়া বই ঘর, ষ্টেশন বাজার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. রেলওয়ে বুক ষ্টল, রেলষ্টেশন, রাজশাহী।
৪. বই বীথি, জামান সুপার মার্কেট, রাজশাহী।
৫. ফরিদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া, (রূপালী ব্যাংকের নীচে) রাজশাহী।
৬. কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, কাসিম বিল্ডিং সাহেব বাজার (সমবায় মার্কেটের বিপরীতে)।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/২৯১)ঃ ঈদের ময়দানে মুছল্লীদের জন্য শামিয়ানা ইত্যাদির মাধ্যমে ছায়ার ব্যবস্থা করা যায় কি?

-আবুল কালাম
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ঈদের ময়দানে মুছল্লীদের জন্য শামিয়ানার মাধ্যমে ছায়ার ব্যবস্থা করার কোন বিধান নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীগণ ফাঁকা ময়দানে ঈদের ছালাত আদায় করতেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর এবং ঈদুল আযহার দিন ঈদের ময়দানে যেতেন। প্রথমে ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর জনগণের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪২৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবীগণের জন্যও ঈদগাহে ছায়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। উল্লেখ্য যে, খুব সকালে ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত, যাতে রৌদ্রের তাপ সহ্যসীমার মধ্যে থাকে।

প্রশ্নঃ (২/২৯২)ঃ ইসলামে নতুন উদ্ভাবিত বস্তুমাত্রই বিদ'আত। তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে নাকি কুরআনে যের, যবর, পেশ ইত্যাদি ছিল না, পরে যুক্ত করা হয়েছে। এটি বিদ'আত নয় কি?

-আব্দুস সাত্তার
পারঈল, নওগাঁ।

উত্তরঃ কুরআনের আয়াতে হরকত দেওয়া বিদ'আত নয়। কেননা এটি শরী'আতে কোন নব উদ্ভাবিত বিষয় নয়, যার মাধ্যমে নেকীর আশা করা হয়। বরং এটি কুরআন পাঠে সাহায্যকারী বিষয় মাত্র।

প্রশ্নঃ (৩/২৯৩)ঃ জুম'আর খুৎবার শুরুতে 'আউযুবিল্লাহ' পড়া যাবে কি? যদি না যায়, তাহ'লে খুৎবা শুরুর নিয়ম কি?

-আব্দুল্লাহ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ জুম'আর খুৎবার শুরুতে আউযুবিল্লাহ পড়া যাবে না। বরং সুন্নাত হচ্ছে খুৎবার শুরুতে আল্লাহ্র প্রশংসা করা। প্রশংসা করার পদ্ধতি নিম্নরূপঃ-

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ-

(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬০, ১৪১; নাসাঈ হা/১৫৭৯)।

প্রশ্নঃ (৪/২৯৪)ঃ শ্বশুর-শাশুড়ীকে আব্বা-আম্মা বলে সম্বোধন করা যায় কি? কেউ কেউ বলেন, নিজ পিতা ছাড়া অন্য কাউকে আব্বা বলা ঠিক নয়। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফারূক আহমাদ
কাকিনা বাজার, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ শ্বশুর-শাশুড়ীকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে আব্বা-আম্মা বলা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছোট বাচ্চাকে আদর করে 'ইয়া বুনাইয়া' বা 'হে আমার ছেলে' বলতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৫২)*। বড়দেরকে শ্রদ্ধা করে 'চাচাজী'ও বলা যায়। যেমন বদরের যুদ্ধে মু'আয ও মু'আউওয়ায নামক দুই তরুণ প্রবীণ ছাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে 'আউফ (রাঃ)-কে 'ইয়া 'আম্মে' বা 'হে চাচাজী' বলে সম্বোধন করেন *(বুখারী ২/৫৬৮)*।

প্রশ্নঃ (৫/২৯৫)ঃ আমরা গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি একটি সমিতি ও ক্লাব গঠন করি এবং টাকা ব্যবসায় ঋণ দিয়ে লভ্যাংশ চুক্তিহারে নির্ধারিত সময়ে গ্রহণ করি। ঐ লভ্যাংশ দিয়ে কিছু জমি ক্রয় করি। এক্ষণে আমরা সকল সদস্য ঐ জমি ও ক্লাব মসজিদে দান করতে চাই। বিষয়টি বিস্তারিত জানাবেন।

-মুছাদ্দেক
পলিকাদোয়া, বানিয়াপাড়া
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ব্যবসার জন্য ঋণ দিয়ে চুক্তিহারে লভ্যাংশ গ্রহণ করা যায় এবং ঐ সম্পদ মসজিদে দান করা যায়। আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াকূব তাঁর পিতার মধ্যস্থতায় তাঁর দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, তাঁর দাদা ওছমান (রাঃ)-এর সম্পত্তি নিয়ে ব্যবসা করতেন এবং লভ্যাংশ উভয়ের মাঝে বন্টিত হ'ত *(মুওয়াত্ত্বা, বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫)*।

প্রশ্নঃ (৬/২৯৬)ঃ একামত বিহীন ছালাত আদায় করলে ছালাত আদায় হবে কি? না হ'লে করণীয় কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্বাস
দক্ষিণ শুকদেবপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আযান ও একামত দিয়ে ছালাত আদায় করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বেলাল (রাঃ)-কে জোড়া শব্দে আযান এবং বেজোড় শব্দে একামত দিতে বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৪১)*। কোন ব্যক্তি এ সুন্নাত ছেড়ে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত হয়ে যাবে। জনৈক রাখাল কেবল আযান দিয়ে ছালাত আদায় করলে আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করেন *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৬৬৫; ফাতাওয়া হাইআতু কিবারিল ওলামা ১/২৭৪)*।

প্রশ্নঃ (৭/২৯৭)ঃ জনৈক আলেমের নিকট শুনলাম, ফির'আউনের স্ত্রী আছিয়া এবং ঈসা (আঃ)-এর মা মারইয়ামের সাথে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বিবাহ হবে। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল কালাম
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ এটি সম্পূর্ণ বানোয়াট কথা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণই দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর স্ত্রী থাকবেন, অন্য কেউ না *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬১৮২)*।

প্রশ্নঃ (৮/২৯৮)ঃ জনৈক আলেমের কাছে শুনলাম, একটি কুকুর জান্নাতে যাবে। কথাটির সত্যতা কতটুকু? যদি সত্যি হয়, তাহ'লে সেটি কোন কুকুর?

-শফীকুল ইসলাম
রুদ্রপুর, ধুলিহর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কতিপয় লোকের ধারণা, সূরা কাহ্ফে একদল মুমিনের কথা রয়েছে, যারা বহুদিন একটি গুহায় ছিলেন এবং তাদের সাথে একটি কুকুর ছিল। ঐ কুকুরটি জান্নাতে যাবে। তাদের সাথে কুকুর ছিল তা ঠিক *(কাহফ ১৮)*। কিন্তু কুকুরটি জান্নাতে যাবে এর প্রমাণে কোন হাদীছ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে যাকে ভালবাসে, সে তার সাথে থাকবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৯-৫০১০)*। এ মর্মের হাদীছগুলি মানুষের সাথে সম্পৃক্ত। পশুর সাথে নয়। কাজেই কুকুর তাদেরকে ভালবাসলেও সে তাদের সাথে জান্নাতে যাবে একথা বলা যাবে না। কেননা জান্নাত-জাহান্নাম জিন ও ইনসানের জন্য সৃষ্ট অন্যদের জন্য নয়।

প্রশ্নঃ (৯/২৯৯)ঃ ঈদগাহের পশ্চিম পার্শ্বের দেওয়ালে মেহরাব ও মিম্বর নির্মাণ করা যায় কি?

-আব্দুর রাযযাক
কিশোরীনগর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ঈদগাহে মেহরাব ও মিম্বর নির্মাণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাঁকা ময়দানে ছালাত আদায় করতেন। তাঁর সামনে বর্শা, লাঠি ইত্যাদি পুঁতে রাখা হ'ত। তিনি সেটিকে সামনে 'সুতরা' বানিয়ে ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী ১/১৩৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ময়দানে মিম্বর ছাড়াই দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। পরবর্তীতে মারওয়ান ইবনে হাকাম মদীনার গভর্ণর থাকাকালীন ঈদের ময়দানে মিম্বর তৈরী করেন *(বুখারী ১/১৩১)*। এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের খেলাফ *(নায়লুল আওতার ৪/২৬২ 'ঈদের খুৎবা' অনুচ্ছেদ; মির'আত ৫/১৮৯ 'ইস্তেস্কা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩০০)ঃ গরু-ছাগলের বাচ্চা প্রসবের ৩/৪ মাস পরে নর বাচ্চার অন্ডকোষ ফেলে দেওয়া হয় অথবা যৌন ক্ষমতা নষ্ট করার জন্য ডাক্তার দ্বারা শিরা নষ্ট করে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে শরী'আতের হুকুম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রফীকুল ইসলাম
কালদিয়া, বাগেরহাট।

উত্তরঃ উহাতে কোন বাধা নেই। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কুরবানীর ইচ্ছা করতেন, তখন দু'টি মোটা-তাযা শিংওয়ালা, সাদা-কালো মিশ্রিত খাসি, মেষ ক্রয় করতেন' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৩১)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পশু খাসি করা যায়; বরং এটিই ভাল। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ধরনের পশু ক্রয় করার ইচ্ছা করতেন। তাছাড়া 'এটি রুচিকর ও সুস্বাদু' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৯ 'খাসি দ্বারা কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১১/৩০১)ঃ প্রকাশ্য জনসম্মুখে কোন হিন্দুকে কালেমা পড়িয়ে মুসলমান বানানো যায় কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি এভাবে কাফিরদেরকে মুসলিম বানাতেন?

-শেখ তুহিন
সাহারবাটী, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ বিধর্মীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বায়'আত ও কালেমা শাহাদাত পাঠের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করত। যেমাদ মক্কায় এসে এভাবেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬০ 'নবুওয়াতের নিদর্শন' অনুচ্ছেদ)*। তবে শুধু কালেমায়ে শাহাদাত পাঠের মাধ্যমেও ইসলাম কবুল করা যায়। ইয়ামামার নেতা ছুমামাহ বিন ওছাল এভাবেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৬৪ 'কয়েদীদের বিধান' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর 'ওয়ারিছ' *(আবূদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/২১২ 'ইলম' অধ্যায়)* হিসাবে দ্বীনদার মুত্তাক্বী আলেমগণের নিকটে একইভাবে ইসলাম গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত।

উল্লেখ্য যে, প্রকাশ্যভাবে জনসম্মুখে ইসলাম গ্রহণ করালে অন্যেরাও ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবে। কাজেই উক্ত পদ্ধতিতে ইসলাম গ্রহণ করানোতে কোন দোষ নেই, যদি তাতে 'রিয়া' না থাকে।

উল্লেখ্য যে, কালেমা ত্বাইয়্যেবা হচ্ছে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আর কালেমা শাহাদৎ হচ্ছে أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

প্রশ্নঃ (১২/৩০২)ঃ আমাদের এলাকার এক কবিরাজ শিরক মুক্ত ঝাড়-ফুঁক করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-নযরুল ইসলাম
কাশিয়াবাড়ী, রহণপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ শরী'আতে শিরক বিমুক্ত ঝাড়-ফুঁক জায়েয আছে। এর বিনিময়ে পারিতোষিক হিসাবে কিছু গ্রহণ করে তার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করাও শরী'আত সম্মত। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, ছাহাবীদের একটি দলের সফর অবস্থায় কোন এক অমুসলিম গোত্রের নেতা বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হ'লে সূরা ফাতিহা পড়ে তাকে ঝাড়-ফুঁক

করানো হয় এবং বিনিময়ে ছাহাবীগণ পারিতোষিক গ্রহণ করেন' *(বুখারী ১/৩০৪; ফাৎহুল বারী হা/২২৭৬ 'ইজারা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ১৬)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৩০৩)ঃ মেয়েরা চুল ছোট করতে পারে কি?

-আনোয়ার হোসায়েন
সমাজকর্ম (২য় বর্ষ)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ মহিলাদের চুল লম্বা রাখাই আল্লাহ্‌র সৃষ্টিগত বিধান। তাদের চুল লম্বা রাখার বিষয়টি ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৮ 'বিবাহ' অধ্যায়; ঐ মিশকাত হা/১৬৩৪ 'মৃতের গোসল ও কাফন' অনুচ্ছেদ)*। তবে বিশেষ কোন প্রয়োজনে মেয়েরা চুল ছোট করতে পারে *(মুসলিম ১/১৪৮ নববীর শরহ সহ মীরাট ছাপা)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩০৪)ঃ খুৎবায় অনেক খত্বীবকে নেচে-নেচে, হেলে-দুলে, দুই হাত উঁচু করে বক্তব্য দিয়ে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে দেখা যায়। এটা কি ঠিক? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নাহীদ আখতার
চোপীনগর, কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিতে খুৎবা দেওয়া ঠিক নয়। বরং প্রত্যেক খত্বীবের উচিৎ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জ্ঞানগর্ভ ও নাতিদীর্ঘ আলোচনা পেশ করা। বিশর ইবনে মারওয়ান জুম'আর খুৎবা দিচ্ছিলেন এবং বক্তব্যে দু'হাত উঁচু করছিলেন, তখন ওমারাহ (রাঃ) বলেছিলেন, আল্লাহ এই হাত দু'খানিকে ধ্বংস করুন। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে খুৎবা দিতে দেখেছি, তিনি এভাবে হাত উঁচু করে বক্তব্য দিতেন না। বরং তিনি শাহাদৎ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বক্তব্য দিতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১৭ 'খুৎবা ও ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৩০৫)ঃ আযান দেওয়ার সময় 'আশহাদু আন্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্যগুলি উচ্চৈঃস্বরে বলার আগে নিম্নস্বরে বলা যাবে কি-না ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-ক্বামারুযযামান (শামীম)
শেরকোল, নাসিরগঞ্জ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিতে আযান দেওয়াকে 'তারজী আযান' বলে। আযানের মধ্যে দুই শাহাদৎকে প্রথমে দু'বার করে মোট চারবার নিম্নস্বরে অতঃপর দু'বার করে মোট চারবার উচ্চৈঃস্বরে বলাকে 'তারজী' বা পুনরুক্তির আযান বলে। আবু মাহযূরাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী হ'তে তারজী আযানের ছহীহ হাদীছ সমূহ বর্ণিত আছে *(মুসলিম, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, আওনুল মা'বূদ সহ হা/৪৯৬, মিশকাত হা/৬৪২, ৬৪৫ 'আযান' অধ্যায়; বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৩০৬)ঃ শুনেছি রাসূল (ছাঃ)-এর নাকি কোন ছায়া ছিল না এবং তাঁর গায়ে নাকি মাছি বসত না। এসব বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল্লাহেল কাফী
সহকারী প্রকৌশলী, গিভেন্সী স্পিনিং মিল্‌স লিঃ
মণিপুর, গাজীপুর।

উত্তরঃ বক্তব্যটি সম্পূর্ণ বানাওয়াট ও মিথ্যা। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানুষ ছিলেন। আর প্রত্যেক মানুষের স্বাভাবিকভাবে ছায়া রয়েছে এবং মশা, মাছি ইত্যাদি মানুষের শরীরে বসতে পারে। সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এরও ছায়া ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ। (পার্থক্য হ'ল) আমার নিকট 'অহি' নাযিল করা হয়' *(মুমিন ৬; কাহ্‌ফ ১১০)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আমি যখন দ্বীন সম্পর্কে তোমাদের কোন নির্দেশ দেই, তখন তোমরা তা গ্রহণ কর। আর যখন আমার 'রায়' অনুযায়ী কোন কিছুর নির্দেশ দিই, তখন (মনে রেখ) আমি তোমাদের মত একজন মানুষ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৭ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৩০৭)ঃ স্বামী একাধিক বিবাহ করলে এবং স্ত্রীদের বয়সের মধ্যে কম-বেশী হ'লে রাত্রি যাপনের ব্যাপারে স্বামী কি নিয়ম পালন করবেন?

-হালীমা বেগম
কাজী ভিলা, কালীগঞ্জ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে রাত্রি যাপনের ব্যাপারে তাদের মধ্যে কম-বেশী করা যাবে না। তবে নতুন স্ত্রী কুমারী হ'লে তার নিকট সাত রাত্রি যাপনের পর সমানহারে রাত্রি বন্টন করবে। আর নতুন স্ত্রী কুমারী না হ'লে তার নিকট তিন রাত্রি থাকার পর সমান হারে রাত্রি বন্টন করবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৩৩ 'স্ত্রীদের দিন বন্টন' অনুচ্ছেদ)*।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইনছাফ সহকারে তার সহধর্মিনীদের মাঝে রাত্রি বন্টন করতেন *(নাসাঈ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩২৩৫, সনদ হাসান)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'কারো নিকট যদি দু'জন স্ত্রী থাকে, আর সে যদি তাদের মাঝে ইনছাফ না করে, তাহ'লে সে ক্বিয়ামতের মাঠে অর্ধাঙ্গ অবস্থায় উঠবে' *(নাসাঈ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩২৩৬, সনদ ছহীহ)*। তবে স্ত্রীদের পারস্পরিক সম্মতিতে দিন কম-বেশী করা যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২২৯, ৩২৩০ ও ৩২৩১)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৩০৮)ঃ কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করলে তাকে মুসাফির বলে? কেবল ৪৮ মাইল অতিক্রম করলেই কেউ মুসাফিরের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

-মুহাম্মাদ আবু তাহের
সাভার সেনানিবাস, ঢাকা।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনের সূরা নিসা ১০১ আয়াত ও ছহীহ হাদীছ সমূহে সফরের দূরত্বের ব্যাপারে কোনরূপ নির্ধারিত সীমা নেই। কেবল সফরের কথা আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের সফরের হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কাজেই সফর হিসাবে গণ্য করা যায় এরূপ সফরে বের হ'লে নিজ বাসস্থান থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গেলেই ক্বছর করা যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৩৬, ১৩৩৭; মিরক্বাত ৩/২২১, নায়ল ৪/১২৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২১৩, ২১৪ পৃঃ; দ্রষ্টব্যঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১০৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৩০৯)ঃ জনৈক মাওলানার কাছে শুনলাম, সুলায়মান (আঃ) কোন এক পাহাড়ী এলাকায় সুন্দর সুন্দর কতগুলি ঘোড়া দেখে বিস্মিত হয়ে আছরের ছালাত ক্বাযা করে ফেলেন। যার জন্য তিনি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দেন। তাঁর কান্না শুনে আল্লাহ পাক সূর্যকে পুনরায় উদিত হওয়ার আদেশ দেন। ঘটনাটির সত্যতা জানতে চাই। তাঁর আমলে কোন ফরয ছালাত ছিল কি? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ
প্রেমতলী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা নিম্নরূপঃ 'যখন তার সামনে অপরাহ্নে উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি পেশ করা হ'ল, তখন সে বলল, আমি তো আমার পরওয়ারদেগারের স্মরণে বিস্মৃত হয়ে সম্পদের মহব্বতে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি, এমনকি সূর্য ডুবে গেছে। এগুলিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। অতঃপর সে তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করল' *(ছোয়াদ ৩১-৩৩)*।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে কোন কোন মুফাস্‌সির বলেছেন, 'আছরের ছালাত ক্বাযা হয়ে যাওয়ার পর সুলায়মান (আঃ) আল্লাহ তা'আলা অথবা ফেরেশতাদের কাছে সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার নিবেদন জানান। সে মতে সূর্যকে ফিরিয়ে আনা হ'লে তিনি নিয়মিত ইবাদত পূর্ণ করেন। এরপর পুনরায় সূর্য অস্তমিত হয়। তাদের মতে আয়াতে رُدُّوْهَا বাক্যের সর্বনাম দ্বারা সূর্যকে বুঝানো হয়েছে'। এর বিপরীতে رُدُّوْهَا -এর অর্থ আল্লামা শাওকানী 'পুনরায় সূর্যকে উদিত করা হয়েছিল' এর চাইতে 'ঘোড়াগুলিকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল' এই তাফসীরকে উত্তম বলেছেন *(তাফসীর ফাৎহুল ক্বাদীর ৪/৪৩১ পৃঃ; তাফসীরে কুরতুবী ৮/১২৮ পৃঃ)*।

সুলায়মান (আঃ)-এর সময়ে অবশ্যই ফরয ছালাত ছিল। যেমন প্রত্যেক নবী এবং রাসূল-এর যুগে ছিল *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৮৩)*। আর যদি সুলায়মান (আঃ)-এর আমলে ফরয ছালাত না থাকত তাহ'লে (১) পুনরায় সূর্যকে উদিত করে ছালাত আদায়ের কথা বলা হ'ত না। (২) ছালাত আদায়ে ব্যর্থ হওয়ার কারণে সুলায়মান (আঃ) রেগে গিয়ে ঘোড়াগুলিকে আনিয়ে যবেহ করতেন না।

প্রশ্নঃ (২০/৩১০)ঃ হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) নূরের তৈরী, না মাটির তৈরী? এপ্রিল মাসের 'মাসিক মদীনার' ৪র্থ পৃষ্ঠায় মাওলানা আবদুর রহমান আল-আরাবী হযরত জাবের (রাঃ)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, নবী করীম (ছাঃ) নূরের তৈরী। উক্ত বর্ণনা কি সঠিক?

- মুহাম্মাদ হাকীম মণ্ডল
৪ সিগন্যাল ব্যাটালিয়ান
বগুড়া সেনানিবাস।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছটি জাল বা মওযূ *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৯৪-এর টীকা-১ 'তাক্বদীরের উপর ঈমান' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নূরের তৈরী নন; বরং তিনি মাটির তৈরী মানুষ। মহান আল্লাহ বলেন, '(হে নবী!) আপনি বলুন, অবশ্যই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। (পার্থক্য হ'ল) আমার প্রতি 'অহি' নাযিল হয়' *(কাহ্‌ফ ১১০)*।

এ ধরনের অনেক আয়াত রয়েছে, যে গুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি আমাদের মতই একজন মানুষ। আমাদেরকে যেরূপ মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, তদ্রূপ আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-কেও মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ফেরেশতাদেরকে নূর দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়া মিশ্রিত অগ্নিশিখা হ'তে এবং আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে ঐ বস্তু দ্বারা, যার বর্ণনা কুরআনে তোমাদেরকে বলা হয়েছে' অর্থাৎ মাটি দ্বারা *(মুসলিম, মিশকাত ৫০৬ পৃঃ, 'সৃষ্টির সূচনা ও নবীদের আলোচনা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩১১)ঃ পানির ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পেশাব-পায়খানার পর ঢিলা-কুলুপ ব্যবহার করা ছহীহ হাদীছ সম্মত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-দেলোয়ার হোসায়েন
ঠিকানা বিহীন

উত্তরঃ পেশাব বা পায়খানার পর পানি বা মাটি দ্বারা যে পবিত্রতা অর্জন করা হয়, তাকে 'ইস্তিঞ্জা' (استنجاء) বলে। উভয় অবস্থায় যে কোন একটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনও শুধু পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতেন। যেমন আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন পেশাব বা পায়খানার জন্য বের হ'তেন, তখন আমি ও একটি বালক পানির পাত্র নিয়ে বের হ'তাম। তিনি তা দ্বারাই ইস্তিঞ্জা করতেন *(বুখারী ১/২৭ পৃঃ)*। আবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনও শুধু মাটি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতেন। যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেশাব পায়খানায় বের হ'লে আমি তার পিছে পিছে যেতাম। (তাঁর অভ্যাস ছিল যে) তিনি কোন দিকে তাকাতেন না। আমি তাঁর নিকটবর্তী হ'লে তিনি আমাকে বলতেন, কয়েকটি কংকর চাই, যা দ্বারা আমি ইস্তিঞ্জা করব *(বুখারী ১/২৭ পৃঃ)*। তবে মাটির চেয়ে পানি দ্বারা পবিত্রতা

অর্জন করা উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করায় অভ্যস্ত আনছারদের প্রশংসা করেছিলেন *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৯-এর টীকা-৪ 'পায়খানার শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ)*।

পেশাব করার পর পানি থাকা সত্ত্বেও কুলুপ ব্যবহারের কথা কোন হাদীছে পাওয়া যায় না। সাথে সাথে পেশাবের পর কুলুপ নিয়ে ঘোরাফেরা করা বেহায়াপনা মাত্র। তাই আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেন, 'পেশাবের পর কুলুপ নিয়ে বেহায়ার মত ঘোরাফেরা করো না' (তা'লীমে দ্বীন)। আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'পেশাবের পর জোরে কাশি দেওয়া, ওঠা-বসা করা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বেহায়াপনা করা শয়তানী ধোঁকা ও বিদ'আত মাত্র' *(এগাছাতুল লাহফান ১/১৬৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩১২)ঃ ১১-০৪-০২ইং তারীখের দৈনিক ইনকিলাবের 'আপনাদের জিজ্ঞাসার জবাব' কলামে বলা হয়েছে- যদি কোন মহিলা চুলার উপর হাঁড়ি বসিয়ে ছালাত আদায় করতে শুরু করে। এমন সময় রান্নার হাঁড়ি উথলে উঠল। এতে করে রান্নার বস্তু বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় সে ছালাত ছেড়ে দিয়ে হাঁড়ি ঠিক করতে পারবে। এরূপ বিধান শরী'আতে আছে কি?

-আব্দুল্লা-হিল হাদী
মাদরাসা দারুস সুন্নাহ
৬২৮/ধ, মিরপুর-১২৩, ঢাকা।

উত্তরঃ রান্নার হাঁড়ি চুলায় বসিয়ে দিয়ে ছালাত শুরু না করাই উত্তম। তবে কোন মহিলা যদি রান্নার হাঁড়ি চুলায় বসিয়ে দিয়ে ছালাত শুরু করে, আর চুলা যদি নিকটেই হয় এবং যদি ছালাত অবস্থাতেই হাঁড়ির ভাত উথলে উঠে, তাহ'লে সে ছালাত অবস্থাতেই রান্নার হাড়ি ঠিক করে দিয়ে পুনরায় বাকী ছালাত আদায় করতে পারবে। ছালাত ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নফল ছালাত আদায় করছিলেন, আর দরজা বন্ধ ছিল। আমি এসে দরজা খুলতে চাইলাম। তখন তিনি কিছু হেঁটে এসে আমার জন্য দরজা খুলে দিলেন। অতঃপর নিজ ছালাতের জায়গায় প্রত্যাবর্তন করলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, দরজাটি কিবলার দিকে ছিল' *(নাসাঈ, তাহক্বীক্বে মিশকাত, ১ম খণ্ড, হা/১০০৫ হাদীছ ছহীহ)*। অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করছিলেন। হঠাৎ করে দু'টি বালিকা ঝগড়া অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এলো। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত অবস্থাতেই তাদের দু'জনের হাত ধরে একজনকে অপরজন হ'তে পৃথক করে দিলেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯৫ পৃঃ 'ছালাত অবস্থায় কোন কোন আমল মুবাহ' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ থাকে যে, প্রথম হাদীছটি নফল ছালাতের সাথে সম্পর্কিত হ'লেও দ্বিতীয় হাদীছটি 'আম (সাধারণ)। সেহেতু এরূপ পরিস্থিতিতে ফরয ছালাত হ'লেও জায়েয হবে।

প্রশ্নঃ (২৩/৩১৩)ঃ ক খ -এর কাছে এক হাযার টাকার সার ও কীটনাশক ঔষধ বিনিয়োগ করে এই শর্তে যে, 'খ' তার ফসল কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াই যদি ঘরে তোলে, তবে 'ক'-কে ১৫০০ শত টাকা দিতে হবে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে 'ক' শুধু মূলধন ফেরৎ নিবে। এরূপ বিনিয়োগ কি জায়েয হবে?

-আতাউর রহমান
সহকারী শিক্ষক
ব্রাইট কিণ্ডার গার্টেন, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত বিক্রয় শরী'আত সম্মত। কারণ যে সমস্ত শর্তের কারণে ক্রয়-বিক্রয় হারাম বা সূদে পরিণত হয় সে সমস্ত শর্ত এখানে পাওয়া যায় না। কোন ব্যক্তি যদি বাকীতে অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করে জিনিষ বিক্রয় করে, তাহ'লে তা জায়েয হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে 'ক' যে 'খ'-কে ৫০০ টাকা ছাড় দিচ্ছে এটা 'খ'-এর প্রতি 'ক'-এর উদারতা। আর ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে উদারতা প্রদর্শনকারীর জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করেছেন *(বুখারী, পৃঃ ২৭৮ 'ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উদারতা' অধ্যায়; তিরমিযী, ফিক্বহুস সুন্নাহ /১৪৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩১৪)ঃ বিদ্যুৎ না থাকায় মুখে আযান দেওয়া শুরু হ'ল, কিন্তু আযান শেষ না হ'তেই বিদ্যুৎ চলে আসলে আযান ছেড়ে দিয়ে পুনরায় মাইকে আযান শুরু করা যাবে কি?

-সাইফুল ইসলাম
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আযান আরম্ভ করার পর বিদ্যুৎ আসার কারণে পূর্বের আযান ছেড়ে দিয়ে পুনরায় মাইকে আযান শুরু করা শরী'আত সম্মত নয়। কেননা এটি কোন শারঈ ওযর নয়। তবে সেই সময় কেউ মাইক্রোফোনটি মুওয়াযযিনের সম্মুখে এনে দিলে মাইকে আযান দেওয়া যাবে। তবে নতুনভাবে আযান শুরু করতে হবে না।

প্রশ্নঃ (২৫/৩১৫)ঃ আমরা জানি যে, 'তুলসী গাছ' হিন্দুদের একটি মর্যাদাপূর্ণ গাছ। তারা এ গাছের পূজা করে থাকে। এক্ষণে উক্ত গাছ ঔষধের প্রয়োজনে মুসলমানদের বাড়ীতে লাগানো যাবে কি-না?

-আবূ মূসা আব্দুল্লাহ
আনন্দনগর, নওঁগা।

উত্তরঃ হিন্দুদের তুলসী গাছের পূজা করা ও তাকে মর্যাদা দেওয়ার কারণে মুসলমানদের জন্য উক্ত গাছ ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা এবং ঔষধের প্রয়োজনে বাড়ীতে লাগানো শরী'আত পরিপন্থী কাজ নয়। কেননা আল্লাহ পাক বলেন, 'আল্লাহ পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তোমাদের কল্যাণের জন্য' *(বাক্বারাহ ২৯)*।

সুতরাং তুলসী গাছ ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা ও প্রয়োজনে মুসলমানদের বাড়ীতে লাগানো যাবে। তবে কারো যদি এরূপ আক্বীদা থাকে যে, 'তুলসী গাছ' হিন্দুদের

উপাসনার মাধ্যম হওয়ায় মর্যাদাবান, তাহ'লে তা শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রশ্নঃ (২৬/৩১৬)ঃ পিতার সংসার থেকে পৃথকভাবে বসবাসকারী কোন ছেলে পিতা জীবিত থাকতে হজ্জব্রত পালন করতে পারে কি?

-ডাঃ কমরুদ্দীন প্রাং
ফাতেমা ডেন্টাল ক্লিনিক, নওঁগা।

উত্তরঃ সামর্থ্যবান ছেলে যার উপরে হজ্জ ফরয হয়েছে, সে অবশ্যই নিজের হজ্জ করবে। কেননা আল্লাহ পাক সামর্থ্যবান সকল মুসলিমের জন্য হজ্জ ফরয করেছেন *(আলে ইমরান ৯৭)*। তবে পিতা ইচ্ছা করলে সন্তানের অর্থ নিয়ে নিজে হজ্জ করতে পারেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৭৭০ ব্যবসা-বাণিজ্য' অধ্যায়, 'হালাল উপার্জন' অনুচ্ছেদ)*। তিনি অন্যত্র বলেন, 'তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের পবিত্রতম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর' *(ছহীহ নাসাঈ হা/৪১৪৪)*। রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, 'তুমি ও তোমার ধন-সম্পদ তোমার পিতার জন্য' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৫; ইরওয়া হা/৮৩৮)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৩১৭)ঃ সরকারী রাস্তা থেকে মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছানের রাস্তাটি কি ওয়াকফকৃত হওয়া শর্ত? মসজিদের জমিটি যে ব্যক্তি ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন তিনি বেঁচে নেই। এখন তার ছেলেরা মাঝে-মধ্যে বলে থাকে, আমার বাবার মসজিদ। আমার বাবার জমিতে মসজিদ তৈরী করা হয়েছে। এরূপ উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মতীউর রহমান
ছোট চওড়া সাতদরগা বাজার
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ মসজিদের জমি, মসজিদ এবং মসজিদের যাতায়াতের রাস্তা মানুষের অধিকার হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া আবশ্যক। উক্ত বিষয়াবলীর উপর কারো আইন সঙ্গত দাবী থাকলে তা কখনও মসজিদ বলে গণ্য হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'মসজিদ একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করো না' *(জিন ১৮)*। উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তির ওয়াক্ফ করে যাওয়ার পরে তার সন্তান-সন্ততি কর্তৃক আমার পিতা বা দাদার মসজিদ বলে দাবী করা অযৌক্তিক ও বেআইনী। এধরনের কথা বলার জন্য মসজিদ ত্যাগ করা আদৌ ঠিক হবে না। যেহেতু তার পিতা বা দাদার ওয়াক্ফ করার কারণে তাদের মালিকানা শেষ হয়ে গেছে।

প্রশ্নঃ (২৮/৩১৮)ঃ আমাদের এলাকার হরিপুর নতুন পাড়ায় একটি মসজিদ নির্মাণের সময় পশ্চিম দিক ভালভাবে নির্ণীত হয়নি। ফলে মসজিদটি উত্তর দিকে বেঁকে আছে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'লঃ মসজিদের অবস্থান অনুযায়ী ছালাত আদায় করা যাবে কি? না কাতার পশ্চিম দিক অনুযায়ী ঠিক করে নিতে হবে? ইমাম যদি পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়ান আর মুক্তাদীরা মসজিদের অবস্থান অনুযায়ী দাঁড়ায়, তবে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি-না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আফতাবুদ্দীন
দেওয়ানপাড়া, কাকনহাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ ক্বিবলা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরে মসজিদের অবস্থান যেভাবেই থাকুক না কেন ইমাম-মুক্তাদী সকল মুছল্লীকে ক্বিবলামুখী হয়ে ছালাত আদায় করতে হবে *(বাক্বারাহ ১৪৯)*। একথা নয় যে, শুধু ইমাম ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে আর মুক্তাদী মসজিদের অবস্থান অনুযায়ী দাঁড়াবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তুমি যখন ছালাতে দাঁড়াতে ইচ্ছা করবে, পূর্ণরূপে ওযূ করবে অতঃপর ক্বিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯০ 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৩১৯)ঃ শুনেছি সন্তান শিশু অবস্থায় মারা গেলে পিতা-মাতাকে না নিয়ে জান্নাতে যাবে না। কথাটি ঠিক হ'লে বিনা আক্বীক্বায় মৃত্যুবরণকারী শিশু পিতা-মাতাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে কি-না?

-মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিম চত্তর।

উত্তরঃ এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুসলমানদের মৃত শিশু সন্তানরা বেহেশতের কার্যকারক হবে। তাদের কেউ আপন পিতাকে পাবে, আর তার কাপড়ের আঁচল ধরে টানতে থাকবে এবং তা হ'তে পৃথক হবে না যতক্ষণ না সে তাকে জান্নাতে নিয়ে পৌঁছায়' *(মুসলিম, আহমাদ, মিশকাত পৃঃ ১৫৩ 'মৃতের জন্য রোদন' অধ্যায়)*। সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক শিশুকে তার আক্বীক্বার বিনিময়ে প্রাণবন্দী রাখা হয়' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবূদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪১৫৩ 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ, 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়)*।

পিতা-মাতার জন্য সুফারিশ সম্পর্কে ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, 'বিনা আক্বীক্বায় সন্তান মৃত্যুবরণ করলে পিতা-মাতার জন্য সে সুফারিশ করবে না। কারণ সন্তানের আক্বীক্বা না করা হ'লে পিতা-মাতা দায়বদ্ধ থাকবেন। অনেক বিদ্বান বলেন, দায়বদ্ধ থাকেন বলার মাধ্যমে আক্বীক্বার আবশ্যিকতা বুঝানো হয়েছে *(বুলূগুল মারাম ৪০৮ পৃঃ, তাহকীক মুবারকপুরী)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩২০)ঃ আমাদের এলাকার অনেক চাকুরীজীবী ব্যাংকের চেকবই জমা রেখে নির্ধারিত ফরমে ঋণের জন্য আবেদন করে ঋণ উঠান। নিয়ম হচ্ছেঃ শতকরা ৩ টাকা হারে জমা দিয়ে ফরম ক্রয় করে ঋণের জন্য আবেদন করতে হয়। অতঃপর আবেদন মঞ্জুর হ'লে চেক বই জমার মাধ্যমে অগ্রিম মাসিক বেতন ভাতার

অংশটুকু দিয়ে থাকে। যা বিল টু বিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এভাবে ফরম ক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ সূদের আওতাভুক্ত হবে কি?

-ওবায়দুর রহমান
সহকারী শিক্ষক
হরিপুর আলিম মাদরাসা, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ উল্লেখিত প্রশ্নে বিল টু বিলের মধ্যে যেহেতু সীমাবদ্ধ সেহেতু ঋণের টাকার বিপরীতে শর্ত করা হারে ফরম ক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ সূদের আওতাভুক্ত হবে। ওমর ফারূক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য (মুদ্রা হোক বা অলংকার হোক) সমতুল্য ব্যতিরেকে কমবেশী গ্রহণ করা সূদ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১২, 'সূদ' অধ্যায়)*। যেহেতু টাকা আমাদের দেশে রৌপ্য মুদ্রার স্থলে ব্যবহৃত হয় সেহেতু উহা কমবেশী করে গ্রহণ করা সূদ হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন বস্তু ক্রয় করে দিয়ে (উভয়ের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে) কিছু অধিক মূল্য গ্রহণ করা শরী'আতে বৈধ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৮, 'সূদ' অধ্যায়)*। সূদ বর্জন অপরিহার্য। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কঠোর নির্দেশ দান করেছেন। যারা এ আদেশ অমান্য করে তাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ)-এর সংগে যুদ্ধের ঘোষণা দিতে বলা হয়েছে *(বাক্বারাহ ২৭৯)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩২১)ঃ জনৈক মাওলানা বক্তব্যের মাঝে বলেছেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ) খাদীজা (রাঃ)-কে বিবাহের পর বাসর রাতে উভয়ে লজ্জাতে কথা বলেননি। এমন সময় আল্লাহ গায়েব থেকে জানালেন, তুমি তোমার স্ত্রীর পাঁচ স্থানে ৫টি চুমো দাও। তাহ'লে খাদীজাও তোমার দু'জায়গায় চুমো দিবে। রাসূল (ছাঃ) ও খাদীজা (রাঃ) তাই করলেন। কাজেই বাসর রাতে প্রত্যেক উম্মতে মুহাম্মাদীকে তাই করতে হবে। একথা কি ঠিক? বাসর রাত্রির পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নওশাদ আলী
ও
মেরিনা খাতুন
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত মাওলানার বক্তব্য সম্পূর্ণ বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। বাসর রাত্রির জন্য যা করণীয় তা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেন, 'যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোন নারীকে বিবাহ করে (তার সাথে প্রথম মিলনের প্রাক্কালে) মাথার অগ্রভাগের অর্থাৎ কপালের সংলগ্ন চুল ধরে এই দো'আ পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ
وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ-

***উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা জাবালতাহা আলাইহি ওয়া আউযুবিকা মিন শাররি হা ওয়া শাররি মা জাবালতাহা আলাইহ।*

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! তোমার নিকট উহার (স্ত্রীর) কল্যাণের প্রার্থনা জানাই এবং প্রার্থনা জানাই তার সেই স্বভাবের মঙ্গল, যার উপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ। আর আমি তোমার আশ্রয় চাই তার অনিষ্ট হ'তে এবং তার অনিষ্ট হ'তে, যার উপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ' *(আবূদাঊদ ২/২৪৮; ইবনু মাজাহ ১/৬১৭; মিশকাত হা/২৪৪৬, 'বিভিন্ন সময়ে দো'আ সমূহ' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)*।

মহান আল্লাহ স্ত্রীদেরকে শস্য ক্ষেত্রের সাথে তুলনা করে বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। সুতরাং তোমরা তোমাদের ক্ষেতে এসো অর্থাৎ যেভাবে ইচ্ছা মিলন করো' *(বাক্বারাহ ২২৩)*। তবে হায়েয অবস্থায় মিলন করায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২২২; তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৯১ 'হায়েয অবস্থায় স্পর্শ' অধ্যায় সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩২২)ঃ পিতা-মাতার কথামত স্ত্রীকে তালাক দেওয়া শরী'আত সম্মত কি?

-মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন
বামুন্দী বাজার, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ শরী'আত বিরোধী নির্দেশ ছাড়া সকল ব্যাপারে পিতা-মাতার আনুগত্য করা অপরিহার্য *(নিসা ৩৬; আনকাবূত ৩৮; ইসরা ২৩-২৪ ও লোক্বমান ১৪)*। অতএব শারঈ কারণের প্রেক্ষিতে পিতা-মাতা যদি অনুরূপ নির্দেশ দেন, তবে তা মান্য করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা ওমর (রাঃ) আমার স্ত্রীকে ঘৃণা করতেন এবং তিনি আমাকে তালাক দিতে বলেন। আমি তালাক দিতে অস্বীকার করি। আমার পিতা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলেন *(আবূদাঊদ রিয়ায হা/৩৩৩ সনদ ছহীহ)*। ছাহাবী আবূ দারদার নিকটে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমার মা আমাকে আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (আমি কি করবঃ) আবূ দারদা (রাঃ) বললেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, পিতা হচ্ছেন জান্নাতের দরজা সমূহের মধ্যম দরজা। তুমি যদি চাও, তাহ'লে দরজাটিকে সেখানে (জান্নাতে) রাখ অথবা সেটিকে সংরক্ষণ কর *(তিরমিযী হা/১৯০১ সনদ ছহীহ; রিয়ায হা/৩৩৪)*। উল্লেখিত দলীল সমূহ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পিতা-মাতার সিদ্ধান্তকে সঠিক সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা উচিৎ। তবে ছেলের বউ যদি দ্বীনদার, পরহেযগার হয় এবং কোন মারাত্মক অপরাধে অপরাধী না হয়, তাহ'লে পিতা-মাতাকেও সেদিকে খেয়াল রেখে তালাক দেওয়ার নির্দেশ না দেওয়া উচিৎ। কেননা ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর তালাক পসন্দ করে না। বরং সংসার অক্ষুন্ন রাখাই ইসলামী শরী'আতের একান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩২৩)ঃ বঙ্গানুবাদ তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনের ৬৫ পৃষ্ঠায় তিরমিযীর বরাতে বলা হয়েছে, 'হে মানব জাতি! আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। এতদুভয়কে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্র কিতাব এবং অপরটি আমার সন্তান ও পরিবার-পরিজন'। এক্ষণে প্রশ্নঃ উপরোক্ত হাদীছটি কি ছহীহ? সঠিক জবাব দানে বাধিত করবেন। সন্তান ও পরিবার পরিজনের ব্যাখ্যা কি?

-ঠিকানা বিহীন

উত্তরঃ বর্ণিত হাদীছটিকে ইমাম তিরমিযী 'হাসান গরীব' বলেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী উহার সূত্র (সনদ) কে যঈফ বলেছেন' *(তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৬১৫২ ৩/১৭৩৫ পৃঃ)*।

তবে এ মর্মে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত হাদীছটিকে তিনি 'ছহীহ' বলেছেন *(সিলসিলা ছহীহাহ ৪/৩৫৬ পৃঃ)*। হাদীছটি হ'লঃ

عن على بن ربيعة قال: لَقِيْتُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ وَهُوَدَاخِلٌ عَلَى الْمُخْتَارِ أَوْخَارِجٌ مِنْ عِنْدِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَسَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنِّىْ تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ "كِتَابُ اللّهِ وَعِتْرَتِىْ" قَالَ نَعَمْ-

সন্তান ও পরিবার-পরিজনের ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণ রূপে পূত-পবিত্র রাখতে' *(আহযাব ৩৩)*। উপরে বর্ণিত হাদীছে "عترتى" শব্দের ব্যাখ্যায় কোন কোন হাদীছে أهل بيتى ও এসেছে। অর্থাৎ عترتى أهل بيتى। আর أهل بيتى দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ, হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন (রাঃ) প্রমুখ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৩৫, 'রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবারের মর্যাদা' অধ্যায়)*। তাফসীরে কুরতুবীতে উদ্ধৃত হয়েছে, ইবনে আব্বাস, আতা ও ইকরিমা (রাঃ) বলেন, أهل بيت দ্বারা নির্দিষ্ট স্ত্রীগণ উদ্দেশ্য। মুফাসসির কালবী বলেন, أهل بيت থেকে উদ্দেশ্য হ'ল, হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন *(তাফসীরে কুরতুবী ১৪/১৮২ পৃঃ)*।

সুতরাং উল্লেখিত আয়াত এবং হাদীছ থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, 'আহলে বায়েত' বা নবী পরিবার বলতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ, হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। শী'আরা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বাড়াবাড়ি করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে বের করে দিয়ে কেবলমাত্র হযরত আলী (রাঃ), ফাতেমা এবং তার দুই পুত্রকে শামিল করেছে। এটি তাদের ভ্রান্ত মত ছাড়া কিছুই নয় *(সিলসিলা ছহীহাহ ৪/৩৫৯ পৃঃ)*।

কোন কোন হাদীছে كتاب الله وسنة امرين থেকে الرسول বলা হয়েছে। আর উল্লেখিত হাদীছটিতে سنة الرسول এর পরিবর্তে عترتى ব্যবহার করা হয়েছে। উভয় হাদীছের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা كتاب الله وسنة الرسول -এর প্রতি যারা আমল করবে তারা পথভ্রষ্ট হবে না। আবার كتاب الله ও عترتى (নবী পরিবারবর্গ) এর যারা অনুসরণ করবে তারাও পথভ্রষ্ট হবে না। কেননা নবী পরিবারবর্গ সুন্নাতের পরিপন্থী কোন আমল করতেন না' *(সিলসিলা ছহীহাহ ৪/৩৬১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩২৪)ঃ মসজিদের দেওয়াল ঘেঁষে পায়খানা নির্মাণ করা যাবে কি-না? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-ডাঃ মুহাম্মাদ ছাবের আলী
সিংহমারা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ দুর্গন্ধ না আসলে মসজিদের পার্শ্বে বা মসজিদ ঘেঁষে পেশাব-পায়খানা নির্মাণ করা যাবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে গ্রামে গ্রামে মসজিদ নির্মাণ করার, সেগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার এবং খোশবু দ্বারা সুবাসিত করার হুকুম দিয়েছেন' *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৭১৭ সনদ ছহীহ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩২৫)ঃ আমাদের এলাকায় জনৈক মৃতের জানাযার সময় নির্ধারিত হয় বাদ এশা। ফলে বিতর ছালাত আদায় নিয়ে মুছল্লীদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। কারো মতে, বিতর পড়ে জানাযা পড়তে হবে। আবার কারো মতে, আগে জানাযা পড়তে হবে এবং পরে বিতর পড়তে হবে। উক্ত বিষয়ে সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মাসঊদুর রহমান
সুলতানপুর (চাঁদপুর), সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জানাযার ছালাত বিতর ছালাতের আগে বা পরে পড়া যায়। জানাযার ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই; বরং নিষিদ্ধ তিন সময় তথা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় এবং ঠিক দুপুর ব্যতীত রাত-দিনের যেকোন সময় জানাযার ছালাত আদায় করা যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৪০ 'নিষিদ্ধ সময় সমূহ' অধ্যায়; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৪৬-৪৭ 'লাশের অনুগমন ও জানাযার ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩২৩)ঃ বঙ্গানুবাদ তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনের ৬৫ পৃষ্ঠায় তিরমিযীর বরাতে বলা হয়েছে, 'হে মানব জাতি! আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। এতদুভয়কে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্‌র কিতাব এবং অপরটি আমার সন্তান ও পরিবার-পরিজন'। এক্ষণে প্রশ্নঃ উপরোক্ত হাদীছটি কি ছহীহ? সঠিক জবাব দানে বাধিত করবেন। সন্তান ও পরিবার পরিজনের ব্যাখ্যা কি?

-ঠিকানা বিহীন

উত্তরঃ বর্ণিত হাদীছটিকে ইমাম তিরমিযী 'হাসান গরীব' বলেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী উহার সূত্র (সনদ) কে যঈফ বলেছেন' *(তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৬১৫২ ৩/১৭৩৫ পৃঃ)*।

তবে এ মর্মে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত হাদীছটিকে তিনি 'ছহীহ' বলেছেন *(সিলসিলা ছহীহাহ ৪/৩৫৬ পৃঃ)*। হাদীছটি হ'লঃ

عن على بن ربيعة قال: لَقِيْتُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ وَهُوَدَاخِلٌ عَلَى الْمُخْتَارِ أَوْخَارِجٌ مِنْ عِنْدِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَسَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنِّىْ تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ "كِتَابُ اللّٰهِ وَعِتْرَتِىْ" قَالَ نَعَمْ-

সন্তান ও পরিবার-পরিজনের ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণ রূপে পূত-পবিত্র রাখতে' *(আহযাব ৩৩)*। উপরে বর্ণিত হাদীছে "عترتى" শব্দের ব্যাখ্যায় কোন কোন হাদীছে أهل بيتى ও এসেছে। অর্থাৎ عترتى أهل بيتى। আর أهل بيتى দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ, হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন (রাঃ) প্রমুখ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৩৫, 'রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবারের মর্যাদা' অধ্যায়)*। তাফসীরে কুরতুবীতে উদ্ধৃত হয়েছে, ইবনে আব্বাস, আতা ও ইকরিমা (রাঃ) বলেন, أهل بيت দ্বারা নির্দিষ্ট স্ত্রীগণ উদ্দেশ্য। মুফাসসির কালবী বলেন, أهل بيت থেকে উদ্দেশ্য হ'ল, হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন *(তাফসীরে কুরতুবী ১৪/১৮২ পৃঃ)*।

সুতরাং উল্লেখিত আয়াত এবং হাদীছ থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, 'আহলে বায়েত' বা নবী পরিবার বলতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ, হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। শী'আরা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বাড়াবাড়ি করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে বের করে দিয়ে কেবলমাত্র হযরত আলী (রাঃ), ফাতেমা এবং তার দুই পুত্রকে শামিল করেছে। এটি তাদের ভ্রান্ত মত ছাড়া কিছুই নয় *(সিলসিলা ছহীহাহ ৪/৩৫৯ পৃঃ)*।

কোন কোন হাদীছে امرين থেকে كتاب الله وسنة الرسول বলা হয়েছে। আর উল্লেখিত হাদীছটিতে سنة الرسول এর পরিবর্তে عترتى ব্যবহার করা হয়েছে। উভয় হাদীছের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা كتاب الله وسنة الرسول -এর প্রতি যারা আমল করবে তারা পথভ্রষ্ট হবে না। আবার كتاب الله ও عترتى (নবী পরিবারবর্গ) এর যারা অনুসরণ করবে তারাও পথভ্রষ্ট হবে না। কেননা নবী পরিবারবর্গ সুন্নাতের পরিপন্থী কোন আমল করতেন না' *(সিলসিলা ছহীহাহ ৪/৩৬১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩২৪)ঃ মসজিদের দেওয়াল ঘেঁষে পায়খানা নির্মাণ করা যাবে কি-না? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-ডাঃ মুহাম্মাদ ছাবের আলী
সিংহমারা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ দুর্গন্ধ না আসলে মসজিদের পার্শ্বে বা মসজিদ ঘেঁষে পেশাব-পায়খানা নির্মাণ করা যাবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে গ্রামে গ্রামে মসজিদ নির্মাণ করার, সেগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার এবং খোশবু দ্বারা সুবাসিত করার হুকুম দিয়েছেন' *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৭১৭ সনদ ছহীহ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩২৫)ঃ আমাদের এলাকায় জনৈক মৃতের জানাযার সময় নির্ধারিত হয় বাদ এশা। ফলে বিতর ছালাত আদায় নিয়ে মুছল্লীদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। কারো মতে, বিতর পড়ে জানাযা পড়তে হবে। আবার কারো মতে, আগে জানাযা পড়তে হবে এবং পরে বিতর পড়তে হবে। উক্ত বিষয়ে সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মাসঊদুর রহমান
সুলতানপুর (চাঁদপুর), সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জানাযার ছালাত বিতর ছালাতের আগে বা পরে পড়া যায়। জানাযার ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই; বরং নিষিদ্ধ তিন সময় তথা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় এবং ঠিক দুপুর ব্যতীত রাত-দিনের যেকোন সময় জানাযার ছালাত আদায় করা যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৪০ 'নিষিদ্ধ সময় সমূহ' অধ্যায়; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৪৬-৪৭ 'লাশের অনুগমন ও জানাযার ছালাত' অধ্যায়)*।

নৃত্যগীত ও সুন্দরী প্রতিযোগিতা বন্ধ করুন

-সরকারের প্রতি আমীরে জামা'আত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** এক বিবৃতিতে সরকারের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, বর্তমান যুগে নারী নির্যাতন বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ নারীর নিজস্ব বেহায়াপনা। আর এই বেহায়াপনার চূড়ান্ত একটি রূপ হ'ল পরপুরুষের সম্মুখে তার নৃত্যকলা প্রদর্শন। যারা পরপুরুষকে আকৃষ্ট করার জন্য নাচ-গান টাইট-ফিট অর্ধনগ্ন পোষাক পরিধান ইত্যাদির মাধ্যমে এমনকি স্বাস্থ্য শিক্ষার নামে নারীর প্রকাশ্যে যোগ-ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বীয় দেহবল্লরী প্রদর্শন করে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি জান্নাতের বু-বাতাসও পাবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪)*। বর্তমানে স্যাটেলাইট আগ্রাসনের যুগে সিনেমা, টি,ভি, ভিসিআর ইত্যাদির মাধ্যমে এগুলি ঘরে-ঘরে প্রবেশ করছে। আর তা দেখে আমাদের তরুণ-তরুণীরা প্ররোচিত হচ্ছে। এমনকি কিছু কিছু রুচিহীন বাপ-মা আধুনিকতার নাম করে এগুলি শেখার জন্য বাড়ীতে গৃহ শিক্ষক নিয়োগ করছেন কিংবা ঐসবের জন্য পৃথক স্কুলে মেয়ে পাঠাচ্ছেন এবং সরকারও শিল্পের নামে ঐসব স্কুল প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিচ্ছেন। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়েও নাকি এসবের জন্য পৃথক বিভাগ রয়েছে। এখন আবার শুরু হয়েছে 'মিস বাংলাদেশ' নির্বাচনের জন্য সুন্দরী প্রতিযোগিতার হিড়িক।

আমরা বলি, এগুলি কোন শিল্প নয়, বরং এগুলি মানুষের পশুপ্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করে মাত্র। আমরা নৃত্যগীত ও তার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহ এবং সুন্দরী প্রতিযোগিতা বন্ধ করার জন্য দেশের সচেতন নারী সমাজ, অভিভাবক মহল ও বিশেষ করে সরকারী প্রশাসনের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

যরূরী বিজ্ঞপ্তি

বাকরুদ্ধ মাওলানা আবদুর রঊফ (খুলনা)**-এর চিকিৎসার জন্য উদার হস্তে এগিয়ে আসুন!**

তাওহীদ-এর নির্ভীক প্রচারক, শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামী আলেম, খ্যাতনামা মুনাযির মাওলানা আবদুর রঊফ বিগত প্রায় দেড় বছর যাবৎ বাকরুদ্ধ অবস্থায় খালিশপুরে নিজ বাসভবনে শয্যাশায়ী আছেন। দেশে তাঁর সুচিকিৎসায় ব্যর্থ হয়ে এক্ষণে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো আবশ্যক বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

সেকারণ দেশের দানশীল ভাই-বোনদেরকে তাঁর সুচিকিৎসার জন্য 'আন্দোলন'-এর রসিদের মাধ্যমে অথবা সরাসরি ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, চলতি হিসাব নং ১৬৮৮/৩-য়ে অর্থ সাহায্য প্রেরণের আহ্বান জানানো যাচ্ছে। 'আন্দোলন' ও অঙ্গসংগঠনের সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল, কর্মী ও সমর্থকদেরকে এ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

রাজশাহী মেন্টাল হেল্‌থ্ ক্লিনিক

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ ঃ

➤ যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
➤ মাদকাসক্তি নিরাময়
➤ সাইকোথেরাপি
➤ বিহেভিয়ার থেরাপি
➤ শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

লক্ষীপুর ভাটাপাড়া;
রাজশাহী-৬০০০।
ফোনঃ ৭৭৫৮০৫।